জাতি কথা

শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য

জাতিকথা

(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীমৎ মণীন্দ্র ব্রহ্মচারী, প্রকাশক, 'সমাধিপ্রকাশ' গ্রন্থাবলী। গ্রাম—বহরপুর, পোঃ বহরপুর, জেলা ফরিদপুর।

২। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক। গ্রাম—নলিয়া, পোঃ নলিয়া, জেলা ফরিদপুর।

৩। শ্রীগোপাল দাস মজুমদার, ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

৫। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্‌, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। কমলা বুক ডিপো লিঃ, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

৭। চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

সাহায্য—সাত আনা মাত্র।
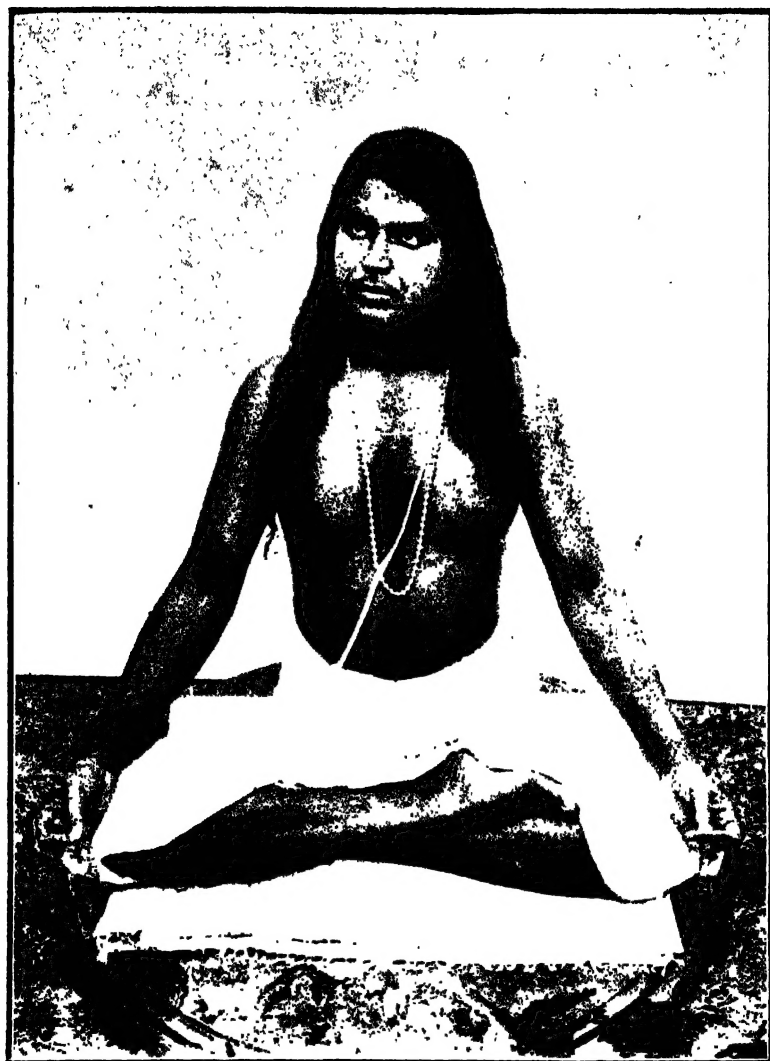
শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(বর্ত্তমানে শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য)

৺মাতৃদেবীর স্মৃতি-রক্ষার্থে উৎসর্গীকৃত
শ্রীমণীন্দ্রমোহন ভৌমিক, শিবরামপুর (ফরিদপুর)

প্রকাশকের নিবেদন

বালিয়াকান্দি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের যশস্বী, ধর্ম্মশীল ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সংসার আশ্রম ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য নামে খ্যাত হইয়াছেন। গৃহস্থাশ্রমেও তিনি বহু লোক-কল্যাণকর কর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ততুপলক্ষে তিনি অনেক মূল্যবান্ সারগর্ভ বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। অমৃতলোকের সন্ধানে তিনি দীর্ঘকাল সাধন স্বাধ্যায়াদিতে নিমগ্ন ছিলেন। এখন তিনি এতদঞ্চলে আসিয়া পড়ায় তাঁহার লিখিত অমূল্য গ্রন্থগুলি যাহাতে লুপ্ত না হইয়া জনগণকল্যাণে নিযুক্ত হয়, তাহার জন্য আমরা তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করায়, তিনি তাঁহার রচনাগুলি আমাকে প্রকাশ করিয়া লোক হিতার্থে ব্রতী হইতে অনুমতি দিয়াছেন। আমরা 'আর্য্যসঙ্ঘ' প্রচার সমিতি হইতে তাঁহার গ্রন্থগুলি প্রকাশের উদ্যোগ করিতেছি। তাঁহাব ন্যায় একাধারে প্রাচ্য পাশ্চাত্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বাগ্মী, সুলেখক, দেশপ্রেমিক সাধক আজি-কালিকার দিনে খুবই দুর্লভ। তিনি বর্ত্তমানকালের ভয়কাতর আরাম-প্রিয় তথাকথিত সন্ন্যাসীদের ন্যায় দেশহিতে সমাজহিতে উদাসীন নহেন। জগতের সেবা ও দেশের সেবা করাও যে সন্ন্যাসীদের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য ইহা তিনি তাঁহার জীবন দিয়াই দেখাইতেছেন। তাঁহার লিখিত অমূল্য রত্নরাজির প্রথম নিদর্শন 'জাতি-কথা' নামক গ্রন্থ ছাপিয়া সামাজিক সংস্কারের দিকে আমরা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। স্বামীজীর পরিচয় পাঠক পাঠিকারা গ্রন্থেই পাইবেন; আমার বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থ বিক্রয়ের দ্বারা যে অর্থ লাভ হইবে তাহার দ্বারা প্রথমতঃ 'সমাধি-প্রকাশ' গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করিয়া পরে স্বামীজীর আদেশে ও উপদেশে সৎকার্য্যে এবং সজ্জন সাহায্যে ব্যয়িত হইবে।

এ বিষয়ে জন-সাধারণের উৎসাহ ও সাহায্য পাইলে আমরা শীঘ্রই স্বামীজীর লেখা অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থগুলি প্রচার করিয়া লোক সমক্ষে দিতে পারিব।

অল্পাধিক তিন বৎসরের মধ্যেই 'জাতি-কথা'র প্রথম সংস্করণের দুই হাজার পুস্তক নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। বহু স্থানে সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেওয়ার কাজে এবং বহু লোককে সাধন দিবার কাজে নিযুক্ত থাকায় অবসর অভাবে স্বামীজী দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্দ্ধিত করিয়া 'জাতি-কথা' ছাপিতে দিতে পারেন নাই। পাঠক পাঠিকাগণ এই নব জাতককে যেরূপ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে আমরা খুবই উৎসাহিত হইয়া 'জাতি কথা'র পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে সক্ষম হইলাম। আশা করিতেছি এই 'দ্বিজ' জাতি কথা পাঠক পাঠিকাদিগকে আরও আনন্দ দান করিবে। অনেক গোঁড়া ব্রাহ্মণ কায়স্থ হইতে জাতিকথা প্রবল বাধা ও রুষ্ট ভাষা উপহার পাইলেও বহু বহু মহাপ্রাণ উদারধী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থাদি হইতে আমাদের 'জাতি কথা' সাদর অভ্যর্থনা ও পরম আদর আপ্যায়ন পাইয়া ধন্য হইয়াছে। সর্ব্ব স্থানেই সমাজের ভিতর জাতি কথা একটী আলোড়ন ও আন্দোলন আনিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহাতে প্রাণে আশার মৃদুগুঞ্জন শুনিতেছি, দেশে সুদিন আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণে জাতি কথার কলেবর বর্দ্ধিত হইয়াছে অনেক নূতন কথার সন্নিবেশে। প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণের ছাপা ও কাগজ অনেক ভাল দিয়াছি। স্বামীজীর সংসার ত্যাগ কালীন পূর্ব্বাশ্রমের রূপের একটী প্রতিকৃতিও দিয়াছি। বর্ত্তমানে কাগজের

দাম অতিরিক্ত বাড়িয়া গেলেও এবং ছাপার খরচ অনেক বেশী লাগিলেও আমরা দ্বিতীয় সংস্করণের সাহায্য সামান্যই বর্দ্ধিত করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করিতেছি দ্বিতীয় সংস্করণও শীঘ্রই নিঃশেষিত হইবে, বহুস্থানে উহার চাহিদা ক্রমশঃ যেরূপ বাড়িয়া যাইতেছে।

আমরা আনন্দের সঙ্গে আরও জানাইতেছি যে 'জাতি কথা' ব্যতিরেকে 'পরশমণি', 'শুদ্ধা মাধুরী' ও 'বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা' নামে স্বামীজীর আরও তিন খানি পুস্তক আমরা প্রকাশিত করিতে সক্ষম হইয়াছি। ইহাদিগকেও বহু লোকে সাদর অভ্যর্থনা দিয়াছেন ও দিতেছেন। গ্রন্থশেষে কতকগুলি অভিমত হইতে তাহা বেশ পরিস্ফুট হইবে। প্রাদেশিক 'টেক্‌স্‌ট্‌ বুক কমিটী' (Text Book Committee) হইতে 'বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা' পুস্তকখানি লাইব্রেরী পুস্তক রূপে অনুমোদিত হওয়ায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের স্কুল কর্ত্তৃপক্ষেরা উহা নিশ্চিন্তমনে সুকুমারমতি বালক বালিকাদের হাতে দিয়া তাহাদের দর্শন ও মন প্রসারিত করিতে পারিবেন।

আমরা ক্রমশঃ আরও পুস্তক প্রকাশিত করিয়া জনসেবায় অধিকতর ব্রতী হইতে পারিব আশা করিতেছি। শীঘ্রই আরও দুইখানা পুস্তক প্রকাশিত হইবে।

বিনীত নিবেদক

শ্রীমণীন্দ্র ব্রহ্মচারী

প্রকাশক—'সমাধি প্রকাশ' গ্রন্থাবলী

গ্রাম ও পোঃ—বহরপুর (ফরিদপুর)।

ওঁ

লেখকের নিবেদন

প্রায় আট দশ বৎসর পূর্ব্বে গোয়ালন্দ পল্লী-মঙ্গল সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ দেই তাহারই অঙ্গস্বরূপ এই 'জাতি কথা' ছোট আকারে জন্মলাভ করে। পরে ইহা আরও বর্দ্ধিত হইয়া আমার লিখিত "পল্লী বোধন" নামক গ্রন্থে "দশম প্রস্তাব"রূপে সন্নিবিষ্ট হয়। সন্ন্যাস লইয়া অন্যত্র সাধন স্বাধ্যায়াদিতে নিমগ্ন থাকায় উহা এতদিন প্রকাশিত হয় নাই। সাময়িক প্রয়োজনে সম্প্রতি ফরিদপুর অঞ্চলে আসিয়া পড়ায় অনেক সদাশয় ও সজ্জনগণের অনুরোধে বহু স্থানে বক্তৃতায় ধর্ম্মকথা প্রসঙ্গে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন কথাও চলিতে থাকে। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে তথাকথিত অস্পৃশ্যদিগের সহিত তাহাদেরই মত হইয়া প্রাণ খুলিয়া মেলা মেশার ফলে তাহাদের জীবন-বেদনার ভাগী হই। সেই হইতে জাতির এই বেদনা দূর করিবার একটা বাসনাও মনে জাগিয়া ছিল। সম্প্রতি ফরিদপুর 'জেলা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সমিতি'র সভাপতি করিয়া ইহারা আমার উপর যে সেবার গুরুদায়ীত্ব দিয়াছেন তাহার জন্যও 'জাতি কথা'র প্রয়োজন বোধ করি। সাধনার কথা জানিবার জন্য বহু ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে যাইয়াই সঙ্কীর্ণ জাতিভেদ বা বর্ণভেদের বিরুদ্ধে আর্য্য শাস্ত্রের বিশাল উদার মতের সঙ্গে পরিচিত হই। তাই জাতির ব্যথা দূর করিতে পূর্ব্বলেখা বর্দ্ধিতায়তন করিয়া 'জাতি কথা'তে তাহাদের স্থান দিয়াছি। বহু সভা সমিতিতে আমার প্রাণের ব্যথা, মনের কথা নিবেদন করিবার সময় এই 'জাতি কথা' হইতে আমি অনেক কথাই বলিতাম। তাহাতে অনেকের মনে ইহা ছাপিবার জন্য পিপাসা

জাগে। তাঁহাদিগের আগ্রহে এবং তাঁহাদিগের প্রদত্ত অর্থ সাহায্যে 'জাতি কথা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া লোক-কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছে। আশা করিতেছি যে ইহার বিক্রয় লব্ধ অর্থ সাহায্যাদি দ্বারাও লোক-কল্যাণ সাধন করিতে পারা যাইবে।

আমি ধর্ম্মের দিক্ দিয়া, জাতির চিত্ত শুদ্ধির দিক্ দিয়াই অকপটে 'জাতি কথা' লিখিয়াছি। প্রাণের গভীর বেদনাতেই আমাকে আমাদেরই কলঙ্ককাহিনী রটনা করিতে হইয়াছে সত্যের খাতিরে। তাহাতে হয়তো কেহ কেহ ব্যথিত হইতে পারেন। এই জন্য বলিতে হইতেছে যে আমিও রাঢ়ীয় কুলীন চট্টোপাধ্যায় এবং মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম লইয়াছিলাম। সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থে আমারই কুলকলঙ্কের 'অপ্রিয় সত্য' আমাকেই বলিতে হইয়াছে। আমার সান্ত্বনা এই যে, আমি লোক প্রিয় হইবার লোভেও প্রিয় মিথ্যা বলি নাই এবং সত্যের মানহানি করি নাই। উচ্চ ধর্ম্মভাবের প্রেরণায় আত্মশুদ্ধির দিক্ দিয়াই 'জাতি কথা' রচিয়াছি জাতির ব্যথায় ব্যথিত হইয়া। এই কথা মনে করিয়া পাঠক পাঠিকারা যেন আমার দোষ ক্রটী বিবেচনা ও মার্জ্জনা করেন। সর্ব্ব জাতির ভিতর যদি ইহাতে কিছু মনের পরশ লাগে এবং চেতনা জাগে তবেই আমার পরিশ্রম ও সেবা সার্থক হইবে।

পূজারীরূপে নানাগ্রন্থের নানা ফুল দিয়া বিশ্বদেবকে পূজা করিয়াছি। বড় তাড়াতাড়িই পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে যথেচ্ছ ফুল তুলসী বিল্বদল চয়ন করিয়া। বাগান স্বামী গ্রন্থকারগণের অনুমতি লইতে পারি নাই এবং বহু গ্রন্থকারের অনুমতি লওয়া সম্ভবও নহে; কারণ তাঁহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে আমার পূজার সময় চলিয়া যাইবে। এইজন্য তাঁহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আর হরিজনদের এই পূজায়োজন যে তাঁহাদেরও। "হরিকো হরিজন বহুৎ হৈঁ হরিজনকো হরি এক।"

'জাতি কথা' প্রকাশের মূলে রহিয়াছে প্রেমযোগাদি গ্রন্থলেখক মরমী ভক্ত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সরকার কবিরত্ন কবিরাজ, হৃদয়বান্ উদার কর্ম্মী ফরিদপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের 'টিউব্‌ওয়েল ইন্সপেক্টর' শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী, উচ্চপ্রাণ ত্যাগব্রতী শ্রীমান মণীন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভৃতির ঐকান্তিক চেষ্টা, উদ্যোগ ও যত্ন। খাদি প্রতিষ্ঠানের লব্ধপ্রতিষ্ঠ দেশবরণ্যে নায়ক ত্যাগী ভক্ত শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় এবং খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী মহাশয়েরা ছাপিবার খরচ সম্বন্ধে অনেক আনুকূল্য করাতেই 'জাতি কথা' সহজেই ছাপা হইল। এইজন্য ইঁহারা সকলেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

পাঠক পাঠিকাদিগের আগ্রহ, উৎসাহ ও সাহায্য পাইলে এইরূপ আরও কতকগুলি গ্রন্থ জনসেবার্থে ছাপাইয়া প্রকাশিত করা যাইবে।

'জাতি কথা'র অধিকাংশ বিখ্যাত দৈনিক 'নায়ক' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইয়াছে। অসম্পূর্ণ কেবল তাহা দেখিয়াই যেন পাঠক পাঠিকারা 'জাতি কথার' বিচার না করেন। পাঠক পাঠিকারা এই 'জাতি কথা' সম্বন্ধে তাঁহাদের সমালোচনা বা মতামত আমাকে লিখিয়া জানাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং তদনুযায়ী দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার সংশোধন, পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিবার ইচ্ছা রহিল। ইচ্ছামত জাতিকথাকে ছাপার ভুল হইতে মুক্ত করিতে পারি নাই। পাঠক-পাঠিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া পড়িবার পূর্ব্বে শুদ্ধিপত্র দেখিয়া লইবেন। ওম্।

গ্রাঃ ও পোঃ নলিয়া,
(ফরিদপুর)
১লা বৈশাখ, ১৩৪০

শ্রীসমাধিপ্রকাশ আরণ্য

দ্বিতীয় সংস্করণে নিবেদন

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"এখন আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোক রঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।"—প্রচার, মাঘ, ১২৯১। মানুষের লোক রঞ্জন প্রবৃত্তি স্বাভাবিক ; কিন্তু যেখানে অকপট সত্যকে গুপ্ত ও বিকৃত করিয়া লোকরঞ্জন করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে, সেখানে পরিণামে লেখকের ও পাঠকের উভয়েরই তাহা সমূহ অনিষ্টকর হইয়া উঠে। মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত রচনা যতই লোকরঞ্জনকারীরূপে প্রতিভাত হউক তাহার ধ্বংস পরিণামে সুনিশ্চিত। 'জাতিকথা'র অনেক "অপ্রিয় সত্য" অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও মুসলমানের মনে বেদনা দিয়াছে ; কিন্তু অন্যদিকে বহু বহু ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুসলমানগণও 'জাতিকথা' কে সাদর সম্ভাষণ ও প্রাণঢালা আশীর্ব্বাদ দিয়া ধন্য করিয়াছেন। 'জাতি কথা'কে প্রাণপীঠে সব চেয়ে বেশী বরণ করিয়া আরতি করিয়াছেন সেই সব মানবদেব, মানবী দেবীরা যাঁহারা অস্পৃশ্যতার অচল মায়াপাশে বদ্ধ হইয়াও 'জাতি কথায়' পাইয়াছেন এক মুক্তির আস্বাদন, মুনি, ঋষি, জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মী মহাপুরুষগণের বরদ, প্রাণদ এক অভয়বাণী, জয়যাত্রার এক অমোঘ মুক্তিমন্ত্র। ইহা সত্যেরই এক দিব্য প্রভাব, বিপুল বিভব।

আমাদের জাতীয় জীবনে যে সমস্ত মারাত্মক দোষ, ত্রুটী আমাদিগকে পদে পদে বিঘ্নদান করিতেছে তাহা অপসারণ ও সংশোধন না করিলে জাতির ও দেশবাসীর দুঃখ মুক্তির সাধনা সফল হইবে না। আমার লক্ষ্য সর্ব্বদা এই আত্মশুদ্ধির দিকে রাখিয়া আমি 'জাতি কথা'কে আরও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি অনেক নূতন ঐতিহাসিক সত্য দিয়া।

শাস্ত্র, যুক্তিবিচার ও ধ্যানোপলব্ধির ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করাইয়া জাতির গাত্রমল বিদূরিত করিবার চেষ্টা এখানে যাহা করিতে পারি নাই, তাহা 'বর্ণবাদে' করিয়াছি। আশা করিতেছি, প্রথম সংস্করণ জাতিকথা প্রায় সর্ব্বত্র যেরূপ সানন্দ আদর অভ্যর্থনা পাইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণ 'জাতি কথা'ও যদি তাহাই পায়, তবে শীঘ্রই 'বর্ণবাদ' প্রকাশিত করিতে পারিব। আপাততঃ 'Gandhi-Samadhi Correspondence' ও 'গান্ধি-সমাধি পত্রাবলী' নামক ইংরাজী ও বাঙ্গলা পুস্তক দুইখানিতে মানব সাধারণের দর্শন ও চিন্তা এদিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য শীঘ্রই তাহাদিগকে প্রকাশিত করিতেছি।

আমার সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট হইতে আমি যেরূপ সানন্দ উৎসাহ ও সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতেছে যে, রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর না করিয়াও লোকরঞ্জন করা যায়। সত্যের এমনই দিব্য মহিমা!

জাতি কথাকে এ পর্য্যন্ত দার্শনিক বিচার বুদ্ধি দ্বারা কেহ আলোচনা করিয়াছেন কিনা জানি না। কিন্তু আমার সমস্ত পরিকল্পনা ও চিন্তা ধারা 'দর্শন'কে কেন্দ্র করিয়াই সনাতন পথ অনুসরণ করিয়াছে। জাতির ও মানব মানবীর পারিবারিক জীবনে, সামাজিক রাষ্ট্রিক জীবনে ও অধ্যাত্ম ধর্ম্মজীবনে এই 'দর্শনের' প্রয়োজন যে কত বেশী তাহা জাতির চিত্ত ও দৃষ্টি যতই সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়া আন্তর্জ্জাতিক ও বিশ্বনৈতিক দৃষ্টিতে প্রসারিত হইবে, ততই নিখিল জগতের সমস্ত জাতিসমূহ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে। আমার সাধনার একাংশ এই দিকে দার্শনিক প্রয়োগ দিয়া আমাকেই উন্নত ও বিশ্বনৈতিক করিতে সাহায্য করিতেছে এবং অন্যকেও করিবে ভরসা করিতেছি। আমার স্বরকম্পন পাঠক পাঠিকাদিগের রাগ রাগিণীতে ঐক্যতান যুক্ত হইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

'পরশমণি' যদি প্রাণে প্রাণে ওই দিব্য পরশের মঞ্জু শিহরণ আনে, 'শুদ্ধামাধুরী' যদি ভাববিধুর প্রাণে মাধুর্য্য রসের অমিয় সিঞ্চন বর্ষণ করে, 'বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা' যদি বিদ্যার আলয়ে আলয়ে আমার প্রাণ বেদনার এই মরম কথা মানব মানবীর, যুবক যুবতীর, বালক বালিকার প্রাণে আন্দোলন আনিয়া দেয় এবং ইহারা যদি ভারতবাসীকে শক্তিমান্ মহাপ্রাণ সাধক সাধিকায় পরিণত করিয়া জাতীয় দুঃখ মুক্তির জয়যাত্রা সফল ও আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারে, তবে আমার জীবন ধারণ ধন্য হইবে ওই সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া। আমার জীবন সাধনার অন্যান্য পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মানবদেব মানবীদেবীর পূজায়োজন ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

আমার এই বিশ্বযজ্ঞ ভগ্ন করিতে রাবণ চরের, কংস চরের অভাব হয় নাই, এবং জগতে কোনদিনই তাহার অভাব হয় নাই ও হইবে না। তথাপি এই তিন চারি বৎসরে আমাদের বিশ্ব মানব দেবযজ্ঞের এই হবির্গন্ধ বাতাসের কোলে কোলে যেরূপ দূর দূরান্তে ভাসিয়া যাইতেছে সহস্র সহস্র পূজারী পূজারিণীকে আনন্দিত করিয়া, তাহাতে আশার কল ঝঙ্কার, প্রেরণার অভয়বাণী আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া বলিতেছে—"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্", সত্যই জয়লাভ করে, মিথ্যা কখনও জয়লাভ করে না।

নলিয়া,
আশ্বিন, ১৩৪৪।

শ্রীসমাধি প্রকাশ আরণ্য
C/o **শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**
গ্রাম ও পোঃ নলিয়া; জেলা ফরিদপুর

সূচীপত্র

ওঁ

জাতি কথা

(১) ভারতে অস্পৃশ্যতা।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "When the Mahommedans first came, we are said—I think on the authority of Ferista, the oldest Mahommedan historian—to have been six hundred millions of Hindus"—Prabuddha Bharat, April, 1899. অর্থাৎ :—মুসলমানেরা যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসেন, তখন হিন্দু আমরা ষাট কোটী ছিলাম, ইহা প্রাচীনতম মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তাই বলিয়াছেন। ৬০ কোটী হিন্দু এখন ২৩ কোটীতে পরিণত হওয়ার মানে—আমাদের দেড়গুণ পরিমাণ হিন্দু আমাদের হিন্দুর কোল ছাড়িয়া প্রধানভাবে বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টানাদি জাত্যান্তর গ্রহণ করিয়াছে, যম রাজার কৃপা অপেক্ষা সমাজ রাজার অধিকতর কৃপায়। ২৩ কোটী হিন্দু ৩৭ কোটী হিন্দুকে "অস্পৃশ্য" "অনাচরণীয়" করিয়াছে, না বংশ লোপ, আত্মহত্যা করিয়াছে নিজের দ্বিগুণাংশকে জাতির দেহ হইতে কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া? এই যে এত কোটী প্রাণ হিন্দুর কোল হইতে নির্ব্বাসিত হইল, তাহার পাপযোগ কোথায়? ইহা কেবল মাত্র এই সমস্ত নির্ব্বাসিত, পরিত্যক্তদের পাপের পশরা বলিয়া পাপের দায়ভাগ নিষ্কৃতি পাইবে না। হিন্দুর সমাজপ্রণালীতে এমন কিছু গলদ, পাপ, আগুন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যাহার ফলে এত কোটী মানব-মানবী তাহার বিপুল কোলে তিষ্ঠিতে পারে নাই,

পিপীলিকাকুলের ন্যায় মাটীর গরম আবহাওয়া হইতে তাহারা সরিয়া আসিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে। আমাদের হিন্দু সমাজ সংস্থার সেই দোষ, ত্রুটী বিবেচনা করিবার এবং তাহাদের সংশোধনের প্রয়োজন আসিয়াছে। হাজার বৎসরের বংশবর্দ্ধনে আর্য্য হিন্দু-বংশধরেরা বর্দ্ধিত হইয়া শত কোটীতে পরিণত না হইয়া উল্টাদিকে ২৩ কোটীতে হ্রাস পাওয়ার মানে হইতেছে বংশক্ষয়, কুলনাশ। ইহার কারণ অনুধাবন করিবার বিশেষ প্রয়োজন আসিয়াছে। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার নবাব সমসুদ্দীন ইলিয়াস সাহের সময়েও "সমস্ত বাঙ্গলা ও বিহারে চৌত্রিশ হাজারের বেশী মুসলমান ছিল না"।—বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস, শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল, ৫২ পৃঃ। বাঙ্গালী বিহারী হিন্দু, তোমার কোল হইতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াই, তোমার বংশক্ষয় করিয়াই আজ ৩৪ হাজারের বহু গুণিত ৩/৪ কোটী মুসলমান সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছে; ইহা কি চোখ খুলিয়া দেখিতেছ ?

পল্লীর, ভারতের অবনতির একটা প্রবল কারণ হইতেছে তথাকথিত নিম্নবর্ণের বা 'অস্পৃশ্য' ও 'অনাচরণীয়' জাতিদিগের প্রতি তথাকথিত উচ্চবর্ণের বা উচ্চজাতির উদাসীনতা, অবজ্ঞা বা অত্যাচার। সমগ্র ভারতের লোক সংখ্যা ৩৫ কোটীর মধ্যে প্রায় ৮ কোটী মুসলমান এবং তিন কোটীর অধিক শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টানাদি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা। বাকী প্রায় ২৩ কোটী হিন্দুর মধ্যে প্রায় ৬ কোটীই 'অস্পৃশ্য' ও 'অনাচরণীয়'। হিন্দুর এই চতুর্থাংশকে বাদ দিলে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতি একেবারেই পঙ্গু হইয়া পড়িবে। বাংলায় এই অস্পৃশ্যতার ও অনাচরণীয়তার প্রভাব তীব্রতায় অনেক কম বটে, কিন্তু ব্যাপকতায় কম নহে; মান্দ্রাজ অঞ্চলে ইহা আরও ভীষণ প্রবলতা ধারণ করিয়াছে। পঞ্চম বর্ণের অস্পৃশ্য পঞ্চমেরা সে দেশে যে রাস্তা, ঘাট, জলাশয় বা স্থান ব্যবহার

করিবে তাহা অপবিত্র হইবে। কি ভীষণ! শৃগাল কুকুরকেও মানুষে এত ঘৃণা করে না। হিন্দুর নিকট মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন প্রভৃতিও অস্পৃশ্য এবং অনাচরণীয়। হিন্দুরা যদি ভারতের অধিকাংশকে এইরূপ অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় করিয়া রাখেন তবে দেশের মঙ্গল সাধন কেমন করিয়া হইবে? মহাত্মা গান্ধী এই অস্পৃশ্যতা পাপ দূর করিবার জন্য এবং হিন্দুতে হিন্দুতে ও হিন্দুমুসলমান প্রভৃতিতে প্রীতি স্থাপনের জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দুমুসলমানের একতার জন্য তিনি একুশ দিন ব্যাপী জীবন সঙ্কটাপন্ন উপবাসও করিয়াছিলেন এবং অনুন্নত ও উন্নত শ্রেণীর অখণ্ড মিলনের জন্যও মরণপণপূর্ব্বক সপ্তাহাধিক উপবাসও কিছু পূর্ব্বে করিয়াছেন। অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য দেশনায়কগণের মীমাংসা ও প্রতিশ্রুতিবশতঃ তিনি উপবাস ভঙ্গ করেন। কিন্তু দেশবাসী সকলে তাঁহার প্রাণের কথা শুনিতেছে কই? সমগ্র হিন্দু তাঁহার প্রাণের ব্যথা বুঝিতেছে কই? ঘুমের নেশায় বিভোর হইয়া আমরা কি জড়, উদাসীন, নিশ্চেষ্ট থাকিব?

(২) **সামন্ত রাজ্যে ও বাঙ্গালায় মুসলমান আমলে হিন্দু-মুসলমানে সেরূপ ভেদ বিবাদ ছিল না।**

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হিন্দুমুসলমানে যত মনোমালিন্য, দাঙ্গা-হাঙ্গামা তাহা এই ব্রিটিশ ভারতেই; হিন্দু বা মুসলমান সামন্ত নৃপতি-দিগের রাজ্যে (Native Statesএ) এরূপ ছিল না। বর্ত্তমানে স্থানে স্থানে ইহার বিপরীত ব্যতিক্রম যাহা কিছু হইতেছে তাহা অন্যের প্ররোচনায় কুটনীতিবশতঃ। স্বাধীন মুসলমান রাজ্য আফ্‌গানিস্থানের দৃষ্টান্তও প্রত্যক্ষ। ভারতীয় নৃপতিদিগের রাজ্যে (Native Statesএ) যে হিন্দুমুসলমান মনের প্রীতিতে বাস করেন তাহার সাক্ষ্য ভারত গভর্ণমেণ্টের সংবাদ বিভাগের কর্ত্তা (Director of Information) মিঃ রাশব্রুক উইলিয়ম্‌স্‌ও (Mr. Rushbrook Williams) দিয়াছেন

—"At an era when in British India communal disturbances are lamentably frequent, all creeds and castes contrive to dwell in amity under Princely rule.......To find a Hindu Prince partaking in the particular festivities of his Mahomedan subjects and vice versa, is the rule and not the exception." অর্থাৎ যে যুগে, যখন ব্রিটিশ ভারতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ শোচনীয়ভাবে সর্ব্বদা ঘটিতেছে, তখন (ভারতীয়) রাজন্যবর্গের শাসনাধীনে সমস্ত জাতি ও বর্ণ মিত্রতায় বাস করিতে পারিতেছে। একজন হিন্দু রাজাকে তাঁহার মুসলমান প্রজার বিশিষ্ট উৎসব সমূহে যোগদান করিতে এবং মুসলমান রাজাকেও হিন্দু প্রজার উৎসব সমূহে যোগদান করিতে যে দেখা যায় তাহা নিয়মই, নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। স্থানে স্থানে বর্ত্তমানে যে ব্যতিক্রম হইতেছে তাহাও ঐ নিয়মেরই ব্যতিক্রম। ইংরাজ আগমনের ঠিক পূর্ব্বেও আলীবর্দ্দী খাঁর সময়ে (১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে) সরকারী কর্ম্মবিভাগেও হিন্দু মুসলমান তুল্যভাবে বিবেচিত হইত। ষ্টিওয়ার্ট সাহেব বলিয়াছেন :—"Such was the state of Bengal when Alivardy Khan............ assumed its Government. Under his rule the country was improved, merit and good conduct were the only passports to his favour. He placed Hindus on an equality with Mussalmans, in choosing ministers and nominating them to high military and civil Command." —Stewart quoted in the India Reform Pamphlet No. 9, P. 22. * অর্থাৎ :—আলীবর্দ্দী খাঁ যখন ভারত শাসনভার গ্রহণ

* এই পুস্তিকা ৩৭ জন পার্লামেণ্টের মেম্বর বিশিষ্ট Indian Reform Society কর্ত্তৃক প্রচারিত।

করিলেন তখন বাঙ্গলার অবস্থা এইরূপ ছিল—তাঁহার শাসনাধীনে দেশটি উন্নত হয় ও তাঁহার অনুগ্রহ লাভে গুণ ও সচ্চরিত্রতাই একমাত্র অনুমতি পত্র ছিল। মন্ত্রী নিয়োগে এবং উচ্চ সামরিক বা রাজ্য পালন সম্বন্ধীয় পদে মনোনীত করিতে তিনি হিন্দুদিগকে মুসলমানদিগের সহিত সমপদে রাখিতেন। কিন্তু ইংরাজ আমলে তাহা অন্যরূপ হইয়াছে। অদূরদর্শী শাসনকর্ত্তা তাঁহার শাসনদণ্ড অব্যাহত রাখিবার জন্য ভেদনীতির প্রবর্ত্তন করিবেনই; কিন্তু আমরা মহামূর্খ সেই কুহকজালে বদ্ধ হইতে চাই কেন? এই কুহকজাল ছিন্ন করিতে হইলেই হিন্দু মুসলমান আচরণীয় অনাচরণীয়, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সকলের মধ্যেই এই সঙ্কীর্ণভাব দূর করিয়া উদারভাব আনিতে হইবে; নতুবা পল্লীর, ভারতের উন্নতি সুদূর-পরাহত। ভারতবাসীর মহামিলনের এই একটি প্রবল অন্তরায়কে জাতীয় একতা সাধনায় বিদূরিত করিতে হইবেই।

(৩) ফরিদপুরে ও বাংলায় অস্পৃশ্যতার বিপুলতা।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে, সংখ্যা হিসাবে হিন্দুর মধ্যে নমঃশূদ্রের স্থান অনেক উপরে। কোন কোন স্থানের হিন্দুর চারি ভাগের তিন ভাগ ইহারা। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারীর গণনায় (Census Reports এ; Vide the Calcutta Gazette. July, 14, 1932, pp. 1354—70.) ফরিদপুরে নমঃশূদ্রের সংখ্যা ৪,২৭,৬৯৮। আর ফরিদপুরে ব্রাহ্মণ ৫৫,৪৪৩; কায়স্থ ৯৪,৫৯১ ও বৈদ্য মাত্র ৫,৫১৬। অর্থাৎ উচ্চবর্ণের এই তিন জাতি একত্রে কেবল নমঃশূদ্রের প্রায় একতৃতীয়াংশ। আর ফরিদপুরে এক মুসলমানের সংখ্যাই ১৫,০৭,১৫৭। ফরিদপুরে ৮,৪৭,০৬৪ জন হিন্দুর মধ্যে প্রায় ২,১৮,৩৯১ জন স্পৃশ্য; সুতরাং ৬,২৮,৬৭৩ জন অস্পৃশ্য। ফরিদপুর হিন্দুর শতকরা ৭৪ জন বা প্রায় ৪ ভাগের ৩ ভাগ অস্পৃশ্য এবং সমগ্র ফরিদপুর

বাসীর প্রায় ২৪ লক্ষ লোকের মধ্যে মুসলমানদিগকে লইয়া ২১,৩৫,৮৩০ জন অস্পৃশ্য। অর্থাৎ :—ফরিদপুরবাসীর প্রায় আট ভাগের সাত ভাগ বা তারও বেশী অস্পৃশ্য বা শতকরা প্রায় ৯০ জন অস্পৃশ্য।

বাংলায় অস্পৃশ্য অনাচরণীয় জাতির সংখ্যা যে কত প্রবল তাহা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর গণনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। আমরা যে সমস্ত জাতি সংখ্যায় খুব কম তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া উচ্চ নীচ প্রায় সমস্ত বর্ণ বা জাতিরই সংখ্যা দিলাম। ইহা হইতে বাংলায় অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের গুরুত্ব বোধগম্যও হইবে এবং জাতিবাদের ভারকেন্দ্র কোন্ দিকে তাহাও সবিশেষ উপলব্ধ হইবে। (১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১৩৫৪—১৩৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

নং	জাতি	লোক সংখ্যা	নং	জাতি	লোক সংখ্যা
১।	ব্রাহ্মণ	১৪,৪৭,৬৯১	১৫।	তিলি	২,০৭,৮৮৩
২।	কায়স্থ	১৫,৫৮,৪৭৫	১৬।	তেলি ও কলু	২,৯৫,৩০৬
৩।	বৈদ্য	১,১০,৭৩৯	১৭।	ধোপা(রজক)	২,২৯,৬৭২
৪।	রাজপুত	১,৫৬,৯৭৮	১৮।	কর্ম্মকার	২,৬৫,৫৩১
৫।	গোয়ালা	৫,৯৯,২৮৩	১৯।	নমঃশূদ্র	২০,৯৪,৯৫৭
৬।	নাপিত	৪,৫১,০৬৮	২০।	রাজবংশী	১৮,০৬,৩৯০
৭।	কুম্ভকার	২,৮৯,৮১০	২১।	ঝালোমালো	১,৯৮,০৯৯
৮।	মাহিষ্য	২৩,৮১,২৬৬	২২।	জালি কৈবর্ত্ত বা আদি কৈবর্ত্ত	৩,৫২,০৭২
৯।	বারুজীবী	১,৯৫,১৩৯	২৩।	তাঁতি ও তাতোআ	৩,৩০,৫১৩
১০।	সদ্‌গোপ	৫,৭১,৭৭২	২৪।	যোগী বা যুগী	৩,৮৪,৬৩৪
১১।	পোদ (পৌণ্ড্র)	৬,৬৭,৭৩১	২৫।	হাড়ি	১,৩২,৪০১
১২।	পুণ্ডরী (পুণ্ড্র)	৩১,২৫৫	২৬।	বাগ্দী	৯,৩৭,৫৭০
১৩।	সাহা	৪,২০,১৯৯	২৭।	বাউরি	৩,৩১,২৬৮
১৪।	শুঁড়ী	৭৬,৯২০	২৮।	চামার	১,৫০,৪৫৮

নং	জাতি	লোক সংখ্যা	নং	জাতি	লোক সংখ্যা
২৯।	মুচী	৪,১৪,২২১	৩৮।	পলিয়া (পাল)	৪৩,১৬৩
৩০।	কাপালি	১,৬৫,৫৮৯	৩৯।	পাটনী	৪০,৭৬৬
৩১।	ডোম (মুদ্দফরাস)	১,৪০,০৬৭	৪০।	বাইতি (চুনিয়া)	৮,৮৮৮
৩২।	মেথর	২৩,২৮১	৪১।	মাল	১,১১,১৬৭
৩৩।	ভুঁইমালী	৭২,৮০৪	৪২।	মল্ল	২৬,২৫৪
৩৪।	ভূইয়া	৪৯,৩৭০	৪৩।	ব্যাধ	১৮,৯২৫
৩৫।	ভূমিজ	৮৪,৪৪৭	৪৪।	বৈষ্ণব, বৈরাগী বা বোষ্টম্	৩,৩৭,৭৭১
৩৬।	কুর্ম্মি	১,৯৪,৬৫২	৪৫।	সাঁওতাল হিন্দু	৪,৩৩,৫০২
৩৭।	মালী (মালাকার)	৭৯,০৮৪			ইত্যাদি

ইহা ছাড়া বাংলায় মুসলমান ২,৭৮,১০,১০০ ; বৌদ্ধ ১,২৩.৪৯৭ ; শিখ ৭,২৬৪ ; জৈন—৮,৪৩২ ; ভারতীয় খৃষ্টীয়ান—১,০০,৭৭৭ ; ইঙ্গ-ভারতীয় (Anglo-Indians)—২৭,৫৭৩ প্রভৃতিও আছেন। ইঁহারাও হিন্দুর নিকট অস্পৃশ্য বা জল অনাচরণীয়।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আদমসুমারীর গণনায় বাংলার মোট লোক সংখ্যা ৫,১০,৮৭,৩৩৮। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, রাজপুত, গোয়ালা, নাপিত, কুম্ভকার, মাহিষ্য ও কৈবর্ত্তকে * মাত্র স্পৃশ্য বা জল আচরণীয়

* 'কৈবর্ত্ত'রা প্রথমে জল অনাচরণীয় ছিলেন পরে বল্লাল সেনের কৃপায় ইঁহারা জল আচরণীয় হন।—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ২৫৪ পৃঃ। "এখনও পুর্ব্ব বাঙ্গলার কোন কোন স্থানে কৈবর্ত্ত আচরণীয় নহে।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, মহিমাচন্দ্র মজুমদার, ২৫৪ পৃঃ, ২ ফুটনোট। নাবিক কৈবর্ত্তও বল্লালের আদেশে জলচল হন।—সত্যচরণ শাস্ত্রীর গ্রন্থাবলী (ভারতে অলিকসন্দর), ৪০০ পৃঃ। "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়···গোয়ালাদিগের জল প্রচলন হয়।"—ঐ ৪০০ পৃঃ। হালিক কৈবর্ত্ত বা কৃষিজীবী মাহিষ্যরা বল্লাল সেন কর্ত্তৃক "পতিত" ও "হেয়" হন।—ভ্রান্তিবিজয়, ১ম ভাগ, শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ১৭৪-৭৫ পৃঃ;

বলিলে (ইহা বাদে যে আর ২।৪টী জাতি জলচল আছেন তাঁহারা সংখ্যায় নগণ্য এবং এবারকার আদমস্থমারীর গণনায় তাঁহাদিগের পৃথক সংখ্যা দেওয়া হয় নাই; যেমন—গন্ধবণিক, স্থবর্ণবণিক, † ময়রা ইত্যাদি) তাঁহাদের সংখ্যা দাঁড়ায়—৬৯,৯৫,৩১০। অর্থাৎ:—শতকরা প্রায় ১৩½ জন বাঙ্গালী মাত্র জল আচরণীয় বা জল স্পৃশ্য। মন্দিরে বা পূজাদি দেবকার্য্যে 'জলচল' ধরিতে গেলে বাঙ্গলায় মাত্র তিন জনও শতকরা জলচল যথার্থরূপে হইবে না। মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, খৃষ্টান, জৈন প্রভৃতিও হিন্দুর নিকট অস্পৃশ্য বা জল অনাচরণীয়। জাতির ⅘ অংশকে এইরূপ অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় করিয়া রাখার ন্যায় বিরাট্ সামাজিক পাপ জগতে খুব কমই আছে। সমাজের এত বড় বৃহত্তম অঙ্গটা যদি অচল হয় তবে সমগ্র সমাজ দেহটা যে স্থাণুর ন্যায় পঙ্গু, অচল হইবে তাহাতে আর আশ্চয্য কি? হায় উচ্চবর্ণ, 'ছুঁৎবাই'তে আপনার সমাজ দেহটাই নষ্ট, মরণোন্মুখ করিতে বসিয়াছ! সমগ্র ভারতে প্রায় ২৩ কোটি হিন্দুর মধ্যে প্রায় ৬ কোটী অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয়; আর বাংলায় ২ কোটী ১১ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে প্রায় ১ কোটী ৪১ লক্ষ অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয়। ৩৫ কোটী ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানাদির মধ্যে প্রায় ১৭ কোটী অস্পৃশ্য বা জল অনাচরণীয়। অর্থাৎ ভারতীয় হিন্দুর চতুর্থাংশ (¼) বা ভারতবাসীর প্রায় অর্দ্ধাংশ (½)

যাদবচন্দ্র লাহিড়ী কৃত 'কুল কালিমা', ৩৬ পৃঃ। মাহিষ্যদিগের ব্রাহ্মণ এবং গোয়ালা-দিগের ব্রাহ্মণরা এখনও জল অনাচরণীয় রহিয়াছেন। (Statistical Account of 24 Parganas—Hunter, p. 573 ও ভ্রান্তিবিজয়, ঐ, ১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। "কৈবর্ত্তের পুরোহিত সর্ব্বত্রই অনাচরণীয়"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ২৫৪ পৃঃ, ২ ফুটনোট। কিন্তু মাহিষ্য বর্ত্তমানে আচরণীয়।

† বল্লাল সেনের "আজ্ঞায় উচ্চ বর্ণজ স্থবর্ণবণিকের জল অচল হইয়াছিল"—সত্যচরণ শাস্ত্রীর গ্রন্থাবলী, ঐ, ৪০০ পৃঃ; cf. ভ্রান্তিবিজয়, ১ম ভাগ, শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২১৬-২১৭ পৃঃ।

অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয়; আর বাঙ্গালী হিন্দুর ২/৩ অংশ বা সমগ্র বাঙ্গালীর ৪/৫ অংশই অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয়। বাঙ্গলার পাপ ভারত হইতেও বেশী। বাঙ্গালী, এত বড় পাপ, এতবড় জটিল ব্যাধিটী লইয়া তুমি জাতীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে কিরূপে, কোন্ আশায়, কোন্ বলে?

ইহা তো গেল 'জল স্পর্শ' বা 'জল আচরণ' ব্যাপারে। আর 'অন্ন স্পর্শে', 'অন্ন আচরণে'? বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ সমগ্র হিন্দুর ৬১/২ অংশ মাত্র। (Census of India, 1931, Vol V, pt. I, p, 460 দ্রষ্টব্য)। এই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আবার মাহিষ্য, গোয়ালা, নমঃশূদ্র, রাজবংশী প্রভৃতির ব্রাহ্মণেরা উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদিগের নিকট অচল ও অনাচরণীয়। সুতরাং অন্ন হিসাবে বাঙ্গালার শতকরা ৯৫ জন লোকই অস্পৃশ্য, অনাচরণীয়। বাঙ্গালী হিন্দু, ইংরাজ সরকারকে তুমি গালাগালি দাও, সে ভারতের শতকরা ৯৩ জনকে মূর্খ, নিরক্ষর করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া। আর তোমার সমাজ সরকার যে শতকরা ৯৫ জনকে 'অস্পৃশ্য', জীবন বেদের পরশমণির পরশহারা 'অচল' করিয়া রাখিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কোন্ জনগণ আজ 'সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স্', আইন অমান্য-আন্দোলন উপস্থিত, 'চল' করিবে? বাঙ্গালী হিন্দু, এই বিপুল 'অচল' সমষ্টি যে আজ অচলায়তনের মতো, পাষাণভারের মতো তোমার জাতিকে, জাতির প্রগতিকে বন্দী, শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিতেছে তাহা কি ভাবিতেছ?

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ বাদ দিয়া আর সমস্তকেই নিম্নবর্ণের গণ্ডীর মধ্যে ফেলিলে এই গণ্ডীটী এত বৃহদায়তন হইবে যে উচ্চবর্ণদিগকে 'এক ঘরে'র মতই দেখাইবে। অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়দিগের সমস্যা ও মূল্য যে কত গুরুতর তাহা এই উপরোক্ত বিবরণই স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহাদিগের অধিকাংশই (শতকরা প্রায় ৮৯ জন) আবার পল্লীবাসী।

মুষ্টিমেয় সহরবাসীর নিকট এই সমস্যা শিথিল হইলেও বিপুল পল্লীবাসীর নিকট ইহা জটিলই রহিয়াছে। এই অবনতদিগকে শিক্ষায় দীক্ষায়, ধর্ম্মে কর্ম্মে, জ্ঞান গরিমায় সমুন্নত করিতে না পারিলে পল্লী মঙ্গল এবং ভারত উদ্ধার কোন ক্রমেই সংসাধিত হইবে না। জাতির এই 'শুচি বায়ু' রোগ দূর না করিলে জাতির মস্তিষ্ক বিকৃত হইবে। ভারতের কল্যাণ মানে ভারতের অধিকাংশ লোকের কল্যাণ; আর ভারতের অধিকাংশ লোক যখন এই তথাকথিত অস্পৃশ্য সম্প্রদায়, তখন এই অস্পৃশ্য ব্যক্তিদিগের কল্যাণে, জাগরণে ভারতের মহাকল্যাণ নিহিত।

(৪) নানা প্রয়োজনে শূদ্রের অভ্যুত্থান বাঞ্ছনীয় :—

(ক) শূদ্র যুগের প্রয়োজন।

জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ব্রাহ্মণ বা intellectual class দিগের প্রাধান্য চলিয়া গিয়াছে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ঋষি বা Spiritual classএর প্রাধান্য জগতে চিরদিন থাকিতেছে ও থাকিবে। সে ব্রাহ্মণত্ব দিব্য ত্যাগে, মহান্ চরিত্রে এবং জীবন্ত ধর্ম্মে। ক্ষত্রিয় বা military classএর প্রাধান্যের যুগও অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে জগত সভায় যে বৈশ্য বা commercial classএর প্রাধান্য আছে তাহাও টলায়মান। ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান, আফগানিস্থান, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি স্থানে শূদ্রের বা নিম্নবর্ণ শ্রমিক-দিগের অভ্যুত্থান হইতেছে। তাহার ফলে 'বলশেভিজম্' (Bolshevism) 'সোস্যালিজম' (Socialism) 'কম্যুনিজম্' (Communism) 'লেবারিজম্' (Labourism), 'রিপাব্লিকানিজম্' (Republicanism), 'সিন্‌ফিনিজম্' (Sien Feinism) প্রভৃতিতে নিম্নবর্ণের অভ্যুত্থান দেখিতেছি। ভারতের নিম্নবর্ণেরা 'Sleeping Leviathan' বা অতিকায় জানোয়ারের মত ঘুমাইয়া আছে। তাহারা যদি জাগ্রত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উচ্চবর্ণের

বিরুদ্ধে দাঁড়ায় বা তাহাদিগকে 'বয়কট' করে, তবে এই উচ্চবর্ণের অবস্থা যে ভীষণ সঙ্কটাপন্ন হইবে, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। অত্যাচারে, অবিচারে, হেলায়, অবজ্ঞায় উচ্চবর্ণ ইঁহাদিগকে বহুদিন পদদলিত করিয়া আসিয়াছেন, তাহার ফলে প্রকৃতির প্রতিশোধ শীঘ্রই আসিতেছে। কুম্ভকর্ণের ন্যায় এই ঘুমন্ত নিম্নবর্ণ যদি যথাকালে জাগে তবে সে নর, অমর, সুরাসুর সকলেরই অজেয় হইবে। ভারতের উচ্চবর্ণেরা প্রায় মৃত; নিম্নবর্ণের ভিতরেই কেবল জীবনী শক্তি ধিকি ধিকি স্পন্দিত হইতেছে। জলদগম্ভীরস্বরে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন:—"তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হ'চ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি *। যাদের "চলমান শ্মশান" ব'লে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঘৃণা ক'রেছেন ভারতে যা কিছু বর্ত্তমান জীবন আছে তা তাদেরই মধ্যে। আর "চলমান শ্মশান" হ'চ্চ তোমরা।...... এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা। ভূত ভারত শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কালকুল তোমরা কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না? ...তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক্। বেরুক্ লাঙ্গল ধ'রে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালো, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক্ মুদির দোকান থেকে—ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক্ কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক্ ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার স'য়েছে, নীরবে স'য়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ ক'রেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে, আধখানা রুটী পেলে

* মমি=ইজিপ্ট বা মিশর দেশে রাজা বা রাজকীয় বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের যে মৃত দেহ তৈল মসলাদি দ্বারা বহুকাল রক্ষিত করা হয় তাহাকে 'মমি' বলে।

ত্রৈলোক্যেও এদের তেজ ধ'রবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যেও নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটী চুপ ক'রে দিন রাত খাটা এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম। অতীতের কঙ্কালচয়! এই সাম্‌নে তোমার উত্তরাধিকারী ভারত।"—পরিব্রাজক, ৫০—৫১ পৃষ্ঠা। আর্য্য প্রতিনিধি সভার সভাপতি পণ্ডিত শঙ্কর নাথও বলিতেছেন:— "Now if the Hindus, out of their stupidity hesitate to show sympathy with the legitimate aspirations of the socalled Low class Hindus and do not remove their untouchability etc. then these people are not ready to wait any longer and suffer the indignities, degradation and disgrace from the hands of those, who in many cases are no way superior to them in learning and education and hence they are sure to lose not only the sympathy and material help from those people, but will turn them as the worst enemies of the race."—Hindu Sangathan and our Depressed Brethren, p. 23. অর্থাৎ:— এখন যদি হিন্দুরা তাঁহাদিগের নিবুদ্ধিতা বশতঃ এই তথাকথিত নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদিগের যথার্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলির প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে ইতস্ততঃ করেন এবং তাঁহাদিগের অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি দূর না করেন তাহা হইলে এই সমস্ত লোকেরা আর অধিককাল অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নহে এবং যাহারা অনেক ক্ষেত্রে তাহাদিগের অপেক্ষা বিদ্যা ও শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ নহে, তাহাদিগের হস্ত হইতে অপমান, হীনতা এবং হেয়ত্ব ভোগ করিতে প্রস্তুত নহে এবং এই জন্য তাঁহারা এই সমস্ত লোকদিগের সমবেদনা ও আর্থিক সাহায্যই যে কেবল নিশ্চয় হারাইবেন তাহা নহে,

তাঁহারা ইঁহাদিগকে জাতির নিকৃষ্টতম শক্রতে পরিণত করিবেন। এই অবনত জাতিদিগকে শূদ্র যুগের প্রাধান্য কালে যদি আমরা সমুন্নত না করি তবে যুগধর্ম্মের পশ্চাতে আমরা পিছাইয়া পড়িব। তাই এই অবনত জাতিদিগকে সমুন্নত করিবার জন্য রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্ম্ম নৈতিক প্রয়োজনও আসিয়া পড়িয়াছে।

(খ) রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন।

রাজকার্য্যে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারি রাজনীতির আশ্রয় সাধারণতঃ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। বিপক্ষ পক্ষকে ভেদনীতির দ্বারা দুর্ব্বল ও পরাজিত করা চিরন্তন রাজনৈতিক প্রথা। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই ইহা শত্রুপক্ষের সংহতিশক্তি ভঙ্গ করিবার জন্য অবলম্বিত হইয়াছে। ইংরাজ রাজও ইহা করিতেছেন এবং যতদিন পারিবেন করিবেন। মুষ্টিমেয় ইংরাজ যে এই কোটি কোটি ভারতবাসীকে অঙ্গুলি হেলনে বিতাড়িত করিতেছেন, তাহার মূলসূত্র এই হিন্দু-মুসলমানের এবং উন্নত ও অবনত সম্প্রদায়ের মনোমালিন্যে এবং সংহতি শক্তির অভাবে। বঙ্গভঙ্গের সময় তদানীন্তন বাঙ্গলার ছোট লাট স্যর ব্যামফীল্ড্ ফুলার প্রকাশ্যে হিন্দুদিগকে 'দুয়ো' (দুঃখী) রাণী এবং মুসলমানকে 'সুয়ো' (সুখী) রাণী বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী রাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড বলিয়াছেন :—

"Sinister influences have been and are at work on the part of the Government ; that Mahammedan leaders have been and are inspired by certain British officials and that these officials have pulled and continue to pull, wires at Simla and in London, and a malice aforethought sow discord between the

Mahammedans and the Hindu communities by showing to the Mahammedans special favours."—The Awakening of India, by Ramsay Macdonald, p. 283. অর্থাৎ :—সরকার পক্ষ হইতে অসাধু প্রভাব নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছে ও হইতেছে; কতকগুলি ব্রিটিশ রাজপুরুষ দ্বারা মুসলমান নেতাগণ অনুপ্রাণিত হইয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন; ঐসব রাজপুরুষেরা সিমলায় ও লণ্ডনে তার নাড়িতেছেন এবং মুসলমানদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়া হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে পূর্ব্বচিন্তিত বিদ্বেষ-বিবাদের বীজ বপন করিতেছেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দেও 'লণ্ডন টাইমস্' পত্রে তদানীন্তন ইংরাজ প্রধান মন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ডের (Ramsay Macdonald) সহকর্ম্মী তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড অলিভিয়র লেখেন :—"No one with a close acquaintance with Indian affairs will be prepared to deny that on the whole there is a predominant bias in British officialdom in favour of the Muslim community partly on the ground of closer sympathy but more largely as a make weight against Hindu nationalism." অর্থাৎ :—ভারতীয় ব্যাপারের সহিত পরিচয় বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না যে, মোটের উপর মুসলমান সমাজের দিকে কতকটা ঘনিষ্টতর সহানুভূতিবশতঃ, কিন্তু বেশীর ভাগ হিন্দুজাতীয়তার বিরুদ্ধে ভারসাম্য সম্পাদানার্থ ব্রিটিশ কর্ম্মচারীগণের প্রবল পক্ষপাতিত্ব রহিয়াছে। 'ছাইমন কমিশন' ইহাতে আর এক নূতন ভেদ-সুর যোজনা করিয়াছেন। ইঁহারা অবনত সম্প্রদায়ের বন্ধু সাজিয়াছেন। হিন্দু উন্নত ও অবনত সম্প্রদায়ে যে মন কষাকষি চলিতেছে তাহা ইঁহারা আরও ঘষাঘষি করিয়া দিতেছেন। "Communal Award" বা সাম্প্রদায়িক

ভোটদান ব্যাপারে ইহাকে আরও জটিল করিয়া হিন্দু-সমাজকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ঐ পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যের লেখক প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড প্রমুখ কর্ত্তারাই কাজ হাসিল করিতেছেন। সামন্ত নৃপতিদিগকেও আয়র্ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আল্ষ্টারের (Ulster) ন্যায় ব্রিটিশ ভারতের বিরুদ্ধে খাড়া করিবার চেষ্টাতেও তাঁহারা আছেন। আমাদের ভিতর যখন এই জাতীয় দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান তখন তাহার সুযোগ বিপক্ষ পক্ষ লইবে না কেন? জাতীয় মহামিলনে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সবল হইলেই আমাদের এই দুর্ব্বলতা দূর হইবে। আমাদিগের রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধরদিগের প্রধান কর্ত্তব্য এখন এই অবনত সম্প্রদায়কে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার ও দাবী দিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রেমের অচ্ছেদ্য নিবিড় বন্ধন রচনা করা। অবনত সম্প্রদায়েরও প্রধান কর্ত্তব্য চির শত্রু বিদেশীর ক্রীড়া-পুত্তলিক হইয়া সোদরে সোদরে ঝগড়াঝাটি মারামারি না করিয়া আপনাদিগের ঘরোয়া বিবাদ আপনারাই মিটান। মুসলমান ভাইদিগেরও ইহাই কর্ত্তব্য। প্রীতির ভিতরেও আদান-প্রদান দান-প্রতিগ্রহণ আছে। দায়ে ঠেকিয়া এক পক্ষকে কেবল যদি দাতাই সাজিতে হয়, তবে সেই দায় উদ্ধার হইয়া গেলেই প্রেমের বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়ে। উচ্চবর্ণকে যেমন নিম্নবর্ণের এবং হিন্দুকে যেমন মুসলমানের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও দাবীদাওয়া স্বীকার করিতে হইবে, নিম্নবর্ণ ও মুসলমানদিগকেও তদ্রূপ অসঙ্গত ও অন্যায্য অধিকার ও দাবীদাওয়া ত্যাগ করিতে হইবে। উচ্চবর্ণকে সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামী ত্যাগ করিয়া উদার হইয়া সমতল ভূমিতে আসিয়া ইঁহাদিগের সহিত বিজয়ালিঙ্গন করিতে হইবে এবং নিম্নবর্ণকে নিম্নভূমি হইতে সমুন্নত হইয়া উচ্চে সমতল ভূমিতে আসিয়াই এই বিজয়ালিঙ্গনের বাহুডোরে নিবদ্ধ হইতে হইবে। এই রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন স্বীকার পূর্ব্বক তাহাকে মূর্ত্ত বিগ্রহে পরিণত করিতে পারিলেই জাতীয় শক্তি দুর্জ্জয় অমোঘ হইয়া

দাঁড়াইবে। ভাবী স্বরাজের ইহাই ভিত্তিভূমি। নিখিল ভারতের মিলন-মন্ত্রই স্বরাজ যুদ্ধের বিজয়-ভেরী, তূর্য্য-নিনাদ।

(গ) সামাজিক প্রয়োজন।

সামাজিক প্রয়োজনেও এই অবনত সম্প্রদায়দিগকে সমুন্নত করিবার প্রয়োজন আসিয়াছে; সমাজ-দেহের নিম্নাঙ্গকে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিলে পরিণামে সমগ্র দেহটাই স্থাণুর ন্যায় অচল হইয়া পঙ্গু হইবে। এদিকে আবার গুণ ও কর্ম্ম, চরিত্র ও ধর্ম্মানুযায়ী নিম্নবর্ণের অনেকে সমাজদেহের উচ্চাঙ্গস্বরূপ। তাঁহাদিগকে নিম্নাঙ্গের কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া রাখিলে তাহাতে যে সামাজিক অপচয় হয় তাহা খুবই বেশী। শূদ্রজাত বশিষ্ঠ, ব্যাস, শুক, কনাদ, নাভাজী, রুইদাস, হরিদাস প্রভৃতিকে যদি শূদ্র কর্ম্মেই নিয়োজিত থাকিতে হইত, তবে যে বিপুল intellectual wastage বা মানসিক অপচয় এবং spiritual wastage বা আধ্যাত্মিক অপচয় হইত তাহার সামাজিক ক্ষতিটা কি সাংঘাতিকই না হইত! আনন্দের বিষয় যে প্রাচীন সামাজিকেরা তাহা করেন নাই। তদ্রূপ নিষ্ঠুর কসাই-প্রতিম গোয়ালাকে দুগ্ধ দান করিব না বলিয়া যদি গাভী নিত্য একাদশী আরম্ভ করে, তবে কুলপাংশন গোয়ালাকুলের ধ্বংস যত হউক বা না হউক, তাহার নিজের ভবলীলাসাঙ্গের উপক্রম অতি আশুই হইবে। সমাজ-বিধানে নিম্নজাতিরা জাতির অন্ন-বস্ত্র বিধান, রক্ষণ-পোষণটাই কেবল করিবেন আর ধনবলে মদমত্ত ধনিক বা উচ্চবর্ণেরা কেবল দণ্ডবিধান এবং মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলাটাই আদায় করিবেন—ইহা অন্যায্য এবং অসঙ্গত। যে বলদ লাঙ্গল বহে তাহার স্বাস্থ্য ও দানাপানির ব্যবস্থা এবং বিশ্রামের কর্ত্তব্যতা অস্বীকার করিলে গৃহস্থের কেবল অলক্ষ্মী লাভই হইবে। ধর্ম্মশীল, বুদ্ধিমান্ চাষীর গাভী নিত্য পূজা পাইয়াই মাতার ন্যায় কল্যাণী হয়। উচ্চবর্ণ যদি নিম্নবর্ণের

প্রভু হন, তবে নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণের প্রভু-পালক-পিতা। তাঁহাদিগের শ্রমলব্ধ বিত্তেই উচ্চবর্ণের ধনাগম। মা লক্ষ্মীর আসন যে ধানের সেরে, সে ধান চাষার কোল ভরিয়াই জন্মে তাঁহার মাথার ঘামে রস পাইয়া। সমগ্র জাতির দেহে বলসঞ্চয় ও রসায়ন করিতে হইলে শিল্পী হস্ত-পদাদিকেও তাহাদিগের প্রাপ্য বলি, পূজা ও নমস্কারী দিতে হইবে। সমাজ-যন্ত্রের দুই এক চক্রে চক্রান্ত করিয়া কেবল তৈল মর্দ্দন করিতে থাকিলে, অন্যান্য চক্রগুলি তৈলাভাবে মরিচাযুক্ত ও জীর্ণ হইয়া পড়িবে। ইহার পরিণাম সমগ্র যন্ত্রটারই অচলতা ও বিকলতা। ভারত-হিন্দু-সমাজ-যন্ত্রের অধঃপতন সুরু হইয়াছে, সেই কুক্ষণ হইতে, সেই 'কাল বেলা' হইতে, যখন অভিজাত ব্রাহ্মণেরা বিধিনিষেধের জটিল জালে মূর্খ কৈবর্ত্তের ন্যায় জলাশয়ের সমস্ত মৎস্যই শিকার করিয়া, তাহাদিগকে স্মার্ত্ত গর্ত্তের পঙ্কিল ডোবায় 'জিয়াইয়া' রাখিয়াছেন। নবীন তৃণের তৃষাহরা বর্ষাভাবের বিপুল ধারা যখন অজস্র নামিয়াছে তখন এই নিখিল বন্যায়, হে মূর্খ ব্রাহ্মণ জালিক, উহাদিগকে মুক্ত করিয়া দাও। বর্ষাশেষে উহারা আপনিই তোমার জলাশয় পূর্ণ করিয়া বিরাজমান থাকিবে। কিছুকাল শাস্ত্রমতেও মৎস্য ভক্ষণে বিরত থাকিলে (যথা কার্ত্তিক, মাঘ, চৈত্র, বৈশাখ, আষাঢ় মাসে) পরিণামে মৎস্য বংশের বৃদ্ধিতে তাহাদিগেরও লাভ, তোমারও লোলুপ রসনার লাভ। মহামূর্খ ভোগীরা ভোগের মর্ম্ম জানে না। প্রচুর ভোগ করিতে হইলেও যে যোগের দরকার, অজস্র ব্যয় করিতে হইলেও যে প্রচুর সঞ্চয়ের প্রয়োজন, তাহা অটুট সত্য সর্ব্বনৈতিক দিক্ দিয়াই। নিম্নস্তরের সুদৃঢ় শক্তির উপরই উচ্চস্তরের গর্ব্বিত গিরিশৃঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়া অভ্রংলিহ হইবার স্পর্দ্ধা রাখে। দাম্ভিক গিরিশিখর যদি পর্ব্বতকোলকে অবহেলা করিয়াই বাড়িতে থাকে তবে তাহার শেষ-শয্যা পর্ব্বতের সানুপ্রদেশেই রচিত হইবে। সমাজের এই স্তরবিভাগরচনা গুণ, কর্ম্ম ও ধর্ম্মের

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রচলিত না হইলে তাহা ভেদ বিবাদ বৈষম্যের মৃত্যু-লীলাই প্রকট করিবে। এই তথ্য বা রহস্য অবগত হইয়াই সমাজ-তান্ত্রিককে সমাজ-যন্ত্র রচনা করিতে হইবে। সমাজের নিম্নস্তরই দাবা খেলার 'ব'ড়ে' বা পদাতিক। যে রাজার পদাতিক বা সাধারণ সৈন্য অধিক শক্তিশালী, কৌশলী এবং বহুল, বিজয়লক্ষ্মী সেই রাজারই অঙ্কশায়িনী। প্রজাশক্তির উপরই রাজশক্তির দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রতিষ্ঠিত। শূদ্র-শক্তির উপরই উচ্চবর্ণের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। এই পদাতিক বা প্রজাশক্তিই শূদ্রশক্তি। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণকায়স্থবৈদ্যে সমাজ হয় না। 'সমাজ' অর্থ সমূহ বা গণ। নিম্নবর্ণেরাই এই সমূহ বা গণ। এই বিশাল সমাজকে হীন, দুর্ব্বল, পদানত করিয়া সমাজপতি ব্রাহ্মণদিগের সম্মানও যে জগৎসভায় ক্ষুণ্ণ ও ক্ষীণ হইয়াছে তাহা কি তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না? পারিবারিক নাবালকত্ব, নিম্নত্ব আঠার বৎসরের গণ্ডী পার হইলেই শেষ হয়, আর সাম্প্রদায়িক নাবালকত্ব বা নিম্নত্ব রাজনৈতিক নাবালকত্ব বা দাসত্বের ন্যায় কি চিরকাল অখণ্ড, অব্যয়, অক্ষয় হইয়া থাকিবে কেবল লগুড় যুক্তির (Argumentum ad baculinum) বলেই? শূদ্র নাবালককে সাবালক না করিলে সাবালক অশূদ্র সংখ্যা যে শূন্যে বিলীন হইবে ক্রমশঃ কমিতে কমিতে! তাই শূদ্রশক্তির অভ্যুত্থানই তরুণ ভারতের সমাজ সংগঠন। শূদ্ররূপী অধিকাংশ জনগণের ব্রাহ্মণত্ব বিধানই সমাজের ব্রহ্মত্ব বা বৃহত্ত্ব বিধান।

হিন্দুর সহিত মুসলমানের সংঘর্ষ যখন মহামূর্খ দুই জাতিই চালাইতেছে, তখন মুসলমানের সহিত সংঘর্ষে হিন্দুর টিকিয়া থাকিতে হইলে এই নিম্নবর্ণের সাহায্যেই হইবে। উচ্চবর্ণেরা ভীরু, দুর্ব্বল ও কাপুরুষ হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় নামের অযোগ্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ-বীর্য্য ও ক্ষাত্রশক্তির প্রকাশ নিম্নবর্ণের মধ্যেই যাহা কিছু দেখা যায়। বর্ত্তমান

কালে ইঁহারাই প্রকৃত গুণে ও কর্ম্মে অনেকাংশে ক্ষত্রিয়। নিম্নবর্ণের সহায়তা ব্যতিরেকে উচ্চবর্ণের বর্ত্তমানে এরূপ ক্ষমতা নাই যে, দুর্দ্ধর্ষ গোরা গুণ্ডার বা মুসলমান গুণ্ডার (মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় "bullies"এর) * নির্য্যাতন হইতে তাঁহাদিগের জননী, ভগিনী, পত্নী, কন্যা প্রভৃতিকে রক্ষা করেন। নিম্নবর্ণকে এই ক্ষাত্রমর্য্যাদা এখন না দিলে পরে দায়ে ঠেকিয়া দিতে হইবে। সামাজিক এই প্রয়োজনেও শূদ্রশক্তিকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিবার আহ্বান আসিয়াছে।

(ঘ) ধর্ম্মনৈতিক প্রয়োজন।

সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন ধর্ম্মনৈতিক প্রয়োজনেও এই অচলায়তনের পাথুরে' গণ্ডী ভাঙ্গিবার আবশ্যক হইয়াছে।

অনার্য্য-কন্যা উলুকীর গর্ভজাত মহর্ষি কণাদ তাঁহার বৈশেষিক দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে বলিয়াছেন:—"যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।" অর্থাৎ:—যাহা হইতে উন্নতি এবং মোক্ষলাভ

* আমার অনেক মুসলমান ভাই "দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান গুণ্ডা" বাক্যে প্রবল আপত্তি তুলিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চাহি যে, "মুসলমান" শব্দ "গুণ্ডা" শব্দের বিশেষণ হওয়ায় গুণ্ডাদের মধ্যে যাহারা মুসলমান তাহাদেরই বুঝায়। ইহার মানে আদৌ ইহা নহে যে, সব বা অধিকাংশ মুসলমান 'গুণ্ডা'। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে ইহাতো অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মুসলমান দুর্ব্বৃত্ত কর্তৃক ধর্ষিতা অপহৃতা হিন্দু নারীর সংখ্যা ১৯২৬-১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে সরকারী কাগজে কলমে ৬৮২; আর হিন্দু দুর্ব্বৃত্ত বা গুণ্ডা কর্তৃক অপহৃতা মুসলমান নারীর সংখ্যা ঐ ৬ বৎসরে দাঁড়াইয়াছে ৩৯। ('হিন্দুমিশন' প্রচার পত্রিকা দ্রষ্টব্য)। মুসলমান সমাজহিতের জন্য মুসলমান ভাইদিগকে এই অপ্রিয় সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অনুরোধ করি; আর হিন্দু ভাইদিগকে তাঁহাদের ধর্ষিতা দুর্ব্বলতাকে মনেপ্রাণে বুঝিতে অনুরোধ করি। চরিত্রহীনতায় কোনও জাতিরই শক্তি বাড়ে না বা উন্নতি হয় না।

সিদ্ধ হয় তাহাই ধর্ম্ম। এই উন্নতি এবং দুঃখ হইতে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি * ব্রাহ্মণদিগের যে এক চেটিয়া ব্যবসা বা monopoly হইতে পারে না—ইহা ব্রাহ্মণেরাও স্বীকার করিবেন। ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় দিক্ দিয়াই যখন এই উন্নতি এবং দুঃখ নিবৃত্তি জাতিকে আশ্রয় করে তখনই জাতির প্রকৃত কল্যাণ। ভারতের বহু ব্যক্তি ধর্ম্মরাজ্যের খুব উন্নতস্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহার জন-সমষ্টির অবস্থা অতীব শোচনীয়। ভারতের ধর্ম্ম "বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়" আজকাল কোথায়? ঔপনিষদিক ও বৌদ্ধযুগেই কেবল ভারতের ধর্ম্ম বহুজনসুখ ও হিতসাধন করিয়াছিল। তাহার পরে শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্যদেব ভারতবাসীর ধর্ম্মকে জনগণ কল্যাণে নিয়োজিত করিলেও তাহা সমগ্র ভারত কল্যাণসাধন তত দীর্ঘকাল করিতে পারে নাই। শঙ্করাচার্য্যদেব তাঁহার শারীরক মীমাংসা ভাষ্যের ১ অধ্যায় ৩য় পাদে বলিয়াছেন—"প্রাণিনাঞ্চ সুখপ্রাপ্তয়ে ধর্ম্মো বিধীয়তে।" অর্থাৎ:—সমস্ত প্রাণীর সুখ-প্রাপ্তির জন্যই ধর্ম্মের বিধান। এত বড় বিরাট্ মানব সমষ্টির সুখবিধান যে ধর্ম্ম করিতে পাবে, তাহাই প্রকৃত ভূমার ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্ম অল্প ধর্ম্ম। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—ছান্দোগ্য উপনিষদের এই সুখ তো অল্পের ভিতর নাই, তাহা ভূমা বা বৃহতের মধ্যেই। বৃহৎ ভারতের কল্যাণ সাধনই প্রকৃত ধর্ম্ম। গোঁড়া ব্রাহ্মণেরাও যে বলিয়া থাকেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১) সেই সর্ব্বের মধ্যে কি নিম্নবর্ণের, অস্পৃশ্য অনাচরণীয় জাতির স্থান নাই? এই সর্ব্বের বেশীর ভাগটা যে উঁহারাই। ঈশোপনিষদ্ বলিতেছেন—"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥"—৬। অর্থাৎ:—যিনি আত্মাতে সর্ব্বভূত দেখেন এবং সর্ব্বভূতে আত্মাকে দেখেন, তিনি সেই কারণে কাহাকেও ঘৃণা করেন না। এই সর্ব্বভূতের মধ্যে কেবল কি

* "নিঃশ্রেয়সমাত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ"—মহামহোপাধ্যায় শঙ্করমিশ্রকৃত উপস্কারটীকা।

ব্রাহ্মণাদি ভূতেরাই আছেন ? শূদ্রকে সহস্র বিধি নিষেধের জঞ্জালজালে নাগ পাশে বান্ধিয়াছেন যে মনু বা ভৃগুমুনি, অথবা তাঁহাদের নামের দোহাই দিয়া যে ব্রাহ্মণ, সেই তিনিই বলিতেছেন—"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বরাজ্যমধিগচ্ছতি॥ যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥ এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ। প্রাপ্যৈতং কৃতকৃত্যো হি দ্বিজ ভবতি নান্যথা॥"—মনুসংহিতা ১২।৯১-৯৩। অর্থাৎ :—আত্মযাজী সকল ভূতে আত্মাকে সমভাবে দেখিয়া এবং আত্মাতে সর্ব্বভূতের অবস্থিতি জানিয়া স্বরাজ্য লাভ করেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্মত্যাগ করিয়াও আত্মজ্ঞান, ইন্দ্রিয়জয় এবং বেদাভ্যাসের জন্য যত্ন করিবেন। অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মত্যাগ করা ভাল, তবু আত্মজ্ঞানাদিতে অযত্ন করা ভাল নয়। আত্মজ্ঞানাদিই মুক্তির প্রধান উপায়। এই সকলই দ্বিজাতির, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের জন্ম-সাফল্যের মূলীভূত; অন্য লাভে দ্বিজের কৃতকৃত্যতা নাই। পরন্তু এই আত্মজ্ঞান লাভেই তিনি কৃতকৃত্য হন। প্রতি মানবে, সর্ব্বভূতেই আত্মা আছেন, ইহা যিনি সত্যসত্যই দেখেন, তিনিই ধর্ম্মনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বরাজও লাভ করিবার যোগ্য হন। এই স্বরাজ বা ব্রহ্মত্ব লাভের পথে, শাস্ত্রের সমস্ত বিধি নিষেধ অন্তরায় হইলে তাহা দূর করিতে মনুমহারাজই উপদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণ! দ্বিজ! নিম্নবর্ণের প্রতি ব্যক্তিতে যদি তুমি ব্রহ্ম বা আত্মাকে দেখিতে না পার, তবে তুমি ব্রাহ্মণ, দ্বিজ নহ। ব্রাহ্মণ! নিম্নবর্ণের প্রতিব্যক্তিতে, সর্ব্বভূতে এই আত্মদর্শন ভুলিয়াই আজ তোমার এত শোক, এত দুঃখ, এত দুর্গতি, বাহ্যজগতের দিক্ দিয়াও। গীতাও বলিতেছেন :—"বিদ্যা বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"—৫।১৮; ব্রহ্মপুরাণম্, ২৩৬।২৯। পণ্ডিতেরা বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে সমদর্শী। যাঁহারা উচ্চবর্ণে

নিম্নবর্ণে, স্পৃশ্যে অস্পৃশ্যে সমদর্শন করিতে না পারেন, তাঁহারা যেন পণ্ডিত বলিয়া বড়াই করেন না; তাঁহারা যেন মূর্খতালিকা ভূক্ত হন। কঠোপনিষদ্ ষষ্ঠী বল্লীতে বলিতেছেন—"ইন্দ্রিয়েভ্য পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্। সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥ ৭। অব্যক্তাত্ত পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ। যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥" ৮। অর্থাৎ:—ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে অহঙ্কার শ্রেষ্ঠ, অহঙ্কার হইতে মহদাত্মা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং মহৎ হইতে অব্যক্ত প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ। অব্যক্ত হইতে ব্যাপক এবং অশরীর পুরুষ শ্রেষ্ঠ, যাঁহাকে জানিয়া জীব মুক্ত হয় ও অমৃতত্ব পায়। এই ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার, বুদ্ধি ও পুরুষ বা আত্মাসম্পন্ন জন্তু কি কেবল ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণেরা? বেদ, উপনিষদ্, সাংখ্য, যোগ, বেদান্তাদি শাস্ত্র মুক্তির এই মহামন্ত্র উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলকেই দিয়াছেন। বহুজনের, জনগণের সুখ শান্তি বিধান এই মহাধর্ম্মসাধনাতেই। 'ধর্ম্মযুগে', সত্যযুগে, উপনিষদ্-যুগে, বৌদ্ধযুগে ইহা ভারতে সাধিত হইয়াছিল। বহুজন সুখকর, বহুজন হিতকর 'utilitarianism' বা 'The greatest happiness of the greatest number,' হে ভারতবাসী! তোমাদেরই নিজস্ব ধন! যীশুখৃষ্টের জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্ব্বেও আর্য্যগৌতম বুদ্ধদেব বলিতেছেন:—"চরথ ভিক্ষবে চারিকং বহুজনহিতায় বহুজন-সুখায় লোকানুকম্পায় অত্থায় হিতায় সুখায় দেবমনুস্‌সানম্।"—সংযুক্ত নিকায়, ৪।১।৫। অর্থাৎ:—হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দেবমনুষ্যদিগের অর্থ, হিত ও সুখের নিমিত্ত বহুজন হিতার্থে বহুজনসুখার্থে, লোকানুকম্পার জন্য চর্য্যায় চরণ কর। শঙ্করাচার্য্য দেবও বলিয়াছেন, "জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদ-ভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ স ধর্ম্মঃ।" —গীতাভাষ্যোপক্রমণিকা। অর্থাৎ:—জগতের স্থিতিকারণ সমস্ত প্রাণীদের সাক্ষাৎভাবে উন্নতি এবং দুঃখ হইতে মুক্তি যাহা তাহাই ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম নামধেয় বস্তু কোটী কোটী

মানব মানবীর সাক্ষাৎ উন্নতির ব্যবস্থা করিতে পারেনা, তাহাদিগকে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দুঃখসমূহ হইতে মুক্ত করিতে পারে না, তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। ইটালীর দার্শনিক বেকারিয়া (Beccaria) পাশ্চাত্যে ইহার পরিকল্পনা করিলে পর বেন্থাম ও মিল (Jeremy Bentham ও John Stuart Mill) তাহাকে বিগ্রহবান্ করেন এবং হার্ব্বার্ট (Herbert Spencer) তাহাতে উচ্চভাবের ব্যঞ্জনা দান করেন। পাশ্চাত্যেরা জগতে যে ধর্ম্মনৈতিক তত্ত্ব রাজনৈতিক আসরে আনিয়া জনগণের বা mass এর কল্যাণসাধন করিতেছেন, হে ব্রাহ্মণ, হে উচ্চবর্ণ, তোমরা সেই তত্ত্বকে 'অচলায়তনের' গণ্ডীর মধ্যে, অব্যবহৃত পুঁথির পাতার মধ্যে না রাখিয়া বিশ্বের উদার আসরে নামাইয়া দাও। তাহাতে ভারতেরও কল্যাণ, জগতেরও কল্যাণ। নিখিল মানবের কল্যাণ প্রচেষ্টা কে করিবে? ক্ষুদ্র পরিবারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও গ্রাসাচ্ছদনের প্রচেষ্টার মধ্যে ব্রাহ্মণজাতিও যদি ডুবিয়া যায় তবে ভারতের, নিখিল জাতির মঙ্গলযজ্ঞ, পল্লীবোধন কে করিবে? আপনার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ চিন্তায় যে বিভোর, আপনার ভোগ চিন্তাই যাহার সর্ব্বস্ব, সে কেমন করিয়া বিরাট্ জাতির কথা চিন্তা করিবে, নিখিল জাতির কোটী কোটী মানব মানবীর কথা চিন্তা করিবে? জাতির স্রোতকে শুদ্ধ ও স্বাস্থ্য সম্পন্ন করিতে হইলে, একদল সামাজিক ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসক চাই যাঁহারা জাতির কল্যাণকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিবেন। অশোকের ন্যায় অর্থ সাহায্য দিয়া "ধর্ম্ম মহামাত্র" দিয়াও ঐ কার্য্য করা যাইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কার্য্য হয় সর্ব্বত্যাগী ধর্ম্ম মহাত্মাদিগের দ্বারা। বিশ্বহিতে বিশ্বহোতারই প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ, সমস্ত জাতির ব্রহ্মত্ববিধানে তুমি যদি সেই বিশ্বহোতা ব্রহ্মযাজক স্বরাজী ব্রাহ্মণ হইতে না পার, তবে তোমার আসন অন্যে দখল করিবে। তোমরা যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাক সেই শাস্ত্রই নিম্নবর্ণের স্বপক্ষে জাতিভেদের সংকীর্ণ মতের বিপক্ষে

বহু 'ভোট' দিয়াছেন। ধর্ম্মবস্তুটী কতকগুলি মতবাদরূপ খোসাভূষার জঞ্জাল নহে। ধর্ম্ম চিরদিন সারবস্তুকে দেশ, কাল ও পাত্র অনুযায়ী ব্যবস্থাবেশে সজ্জিত করিয়া থাকে। বর্ত্তমান দেশ, কাল ও পাত্রানুযায়ী ধর্ম্মদেবতাকেও 'নবকলেবর' ধারণ করিতে হইবে। দেশের বর্ত্তমান প্রয়োজনও এই নববেশ চাহে। এক সময়ে যে বেশ হয়তো পরিধাতার কাছে উজ্জ্বল, মনোহারী ও প্রয়োজনীয় ছিল, তাহাই কালে মলিন, অশোভন, ও নিষ্প্রয়োজনীয় হয়। তখনই নববেশের প্রয়োজন; আমাদিগের সারগর্ভ ন্যায় যুক্তি ও তাহাই উপপাদন করে।

(৫) যুক্তিযুক্ত শাস্ত্রমতই গ্রহণীয়।

এখন দেখা যাউক শাস্ত্রীয় বচন এই জাতিভেদের সংকীর্ণতা ও অস্পৃশ্যতা নির্দেশ দূরীকরণে কিরূপ আদেশ ও নির্দ্দেশ করেন। অবশ্য এই শাস্ত্র সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত। "তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"—মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৩১২।১১৭। অর্থাৎ :— তর্ক অপ্রতিষ্ঠ; শ্রুতিসকল বিভিন্ন; ঋষি একজন নহেন যে তাঁহার মতই প্রমাণ; ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত অর্থাৎ নিগূঢ়; অতএব মহাজন যে পথে গিয়াছেন, সেই পথই পথ। আমরা শাস্ত্রের মধ্যে যে সব শাস্ত্র মহাজন, তাঁহাদের মতই গ্রহণ করিব এবং ধর্ম্মরূপ আচরণে যাঁহারা মহাজন তাঁহাদের মতও গ্রহণ করিব। কুটিল তর্কের স্থিরতা না থাকিলেও ন্যায়সঙ্গত যুক্তি বিচার দ্বারাই আমাদিগকে শাস্ত্র-মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে হইবে। শাস্ত্রের মধ্যে যাহা যুক্তিপূর্ণ তাহাই গ্রাহ্য। "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"—(মনুসংহিতার ১২।১১৩ শ্লোকের টীকায় কুল্লুকভট্টধৃত বৃহস্পতি বচন।) কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া কর্ত্তব্য বিনির্ণয় করিবে না। কারণ, যুক্তিহীন বিচারে

ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে। যোগবাশিষ্ঠ বলিয়াছেন—"বিচারাৎ তীক্ষ্ণতামেত্য ধীঃ পশ্যতি পরং পদং। দীর্ঘসংসাররোগস্য বিচারো হি মহৌষধম্॥"—যোগবাশিষ্ঠ, মুঃ ১৪।২। অর্থাৎ :—বিচার দ্বারা তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়া বুদ্ধি পরম পদ দর্শন করে। বিচারই দীর্ঘসংসাররোগের মহৌষধ। যোগবাশিষ্ঠ আরও বলিতেছেন—"বরং কর্দ্দমভেকত্বং মলকীটতা বরং বরমন্ধগুহাহিতত্বং ন নরস্যাবিচারতা॥"—যোঃ বাঃ, মুঃ ১৪।৪৬। অর্থাৎ :—কর্দ্দমভেকত্ব, মলকীটতা, এবং অন্ধগুহায় থাকা বরং ভাল, তথাপি নরের বিচার-শূন্যতা ভাল নহে। সুতরাং আমরা যুক্তিপূর্ণ বিখ্যাত সৎশাস্ত্রই গ্রহণ করিব এবং মহাজনের পথ অনুসরণ করিব।

(৬) শাস্ত্রের সাম্যবাদ।

যাঁহারা চরিত্রে ও ধর্ম্মে সমুন্নত, যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার, আত্মজ্ঞানের অধিকারী, যাঁহারা ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, সাধু, ভক্ত, পণ্ডিত, তাঁহাদিগের ভিতর যে জাতিভেদের ও অস্পৃশ্যতার বন্ধন নাই, তাহা প্রায় অধিকাংশ শাস্ত্রই এবং সাধুমহাপুরুষেরা প্রচার করিয়াছেন। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, নিম্নবর্ণে বা নীচকুলে জন্মিয়াও অনেকে ব্রাহ্মণ, ঋষি, সাধু, মহাপুরুষ, ভক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট বিধি দিয়াছেন। সৃষ্টির আদিতে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ ছিল না; সকলেই ব্রাহ্মণ বা সমবর্ণের ছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে একই পিতামাতা সম্ভূত তাহা রামায়ণও বলিতেছেন। "মহাত্মা কশ্যপের অন্যতর পত্নী, মনু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই সকল মনুষ্য প্রসব করেন।"—বাল্মীকি রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড ১৪ সর্গ। মহাভারতে ও পদ্মপুরাণে আছে :—"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগত। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥"—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষপর্ব্ব, ১৮৮।১০ ও পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ২৫। অর্থাৎ :—ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর

বিশেষ নাই। সমুদয় জগত ব্রাহ্মণময়। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলিতেছেন:—"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যতে তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ॥ পঞ্চলক্ষণ সম্পন্ন ইদৃশীয়ো ভবেদ্দ্বিজঃ। তমহং ব্রাহ্মণং ব্রূয়াম্ শেষা শূদ্রাঃ যুধিষ্ঠির॥" শ্রীমদ্ভাগবত; ৭।১১।৩৫-৩৬। অর্থাৎ:—কোন বর্ণ-বিশেষের লক্ষণাদি যদি অন্য বর্ণের ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয় তবে তাহাকে সেই বর্ণেরই নির্দ্দেশ করিবে। হে যুধিষ্ঠির, এইরূপ পঞ্চলক্ষণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ, অন্য সকলে শূদ্র। এই বচন অনুসারে অনেক ব্রাহ্মণকেই শূদ্র হইতে হয়, অনেক শূদ্রই ব্রাহ্মণ হন! মোক্ষ মূলার (Max Mullar) বলেন বৃবু নামক এক সূত্রধর বংশ কার্য্য বা ধর্ম্মগুণে ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভরদ্বাজ ঋষির অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। [Vide Chips from a German workshop, vol. II (1867), p. 128] ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ১১২ সূক্তের ৩য় ঋকে স্তোত্রকারের (ব্রাহ্মণের) পুত্রকে ভিষক বা চিকিৎসকরূপে পাওয়া যায় এবং কন্যাকে ময়দাওয়ালীর নিম্নকার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়। "কারুরহং ততো ভিষগুপলপ্রক্ষিণী ননা। নানা ধিয়ো..." ইত্যাদি। "দেখ আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যবভর্জনকারিণী। আমারা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি।"—৺রমেশ দত্তের অনুবাদ। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ৭১ সূক্তে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্মক্রিয়াদি সাধনে অসমর্থ ব্যক্তিরা কৃষক বা তন্তুবায় হইতেন। যথা:—"ইমে যে নার্বাঙ ন পরশ্চরংতি ন ব্রাহ্মণা সো ন সুতে করাসঃ। ত এতে বাচমভিপদ্য পাপয়া সিরী স্তংত্রং তন্বতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ॥"—ঋগ্বেদ ১০।৭১।৯ অর্থাৎ:—"এই যে সকল ব্যক্তি যাহারা ইহকাল বা পরকাল কিছুই পর্য্যালোচনা করে না, যাহারা স্তুতি-প্রয়োগ বা সোমযাগ কিছুই করে না, তাহারা পাপযুক্ত, অর্থাৎ দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা করিয়া নির্ব্বোধ

ব্যক্তির ন্যায় কেবল লাঙ্গল চালনা করিবার উপযুক্ত হয়, অথবা তন্তুবায়ের কার্য্য করিবার উপযুক্ত হয়।"—৺রমেশ দত্তের অনুবাদ। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার ঋগ্বেদের অষ্টম অষ্টকের ভূমিকায় (on Board the Nuddea, London, 26th May, 1886) লিখিয়াছেন—"সমস্ত ঋগ্বেদের মধ্যে 'জাতি' বিভাগের কোনও নিদর্শন নাই। ঋগ্বেদ সংহিতার অন্যতম প্রকাশক জার্ম্মাণ পণ্ডিত মোক্ষমূলার সাহেবও বলিয়াছেন :—"If then, with all the documents before us, we ask the question, does caste, as we find it in Manu and at the present day, form part of the ancient religious teaching of the Vedas? We can answer with a decided No. There is no authority whatever in the hymns of the Veda for the complicated system of castes, no authority for the offensive privileges claimed by the Brahmin, no authority for the degraded position of the Sudras. There is no law to prohibit the different classes of the people from living together, from eating and drinking together; no law to prohibit the marriage of people belonging to different castes; no law to brand the offspring of such marriages with an indelible stigma."—Max Muller's Chips from a German workshop, II (1867), pp. 307-308. অর্থাৎ :—আমরা যে সমস্ত দলিল পাইয়াছি তাহাতে যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, মনুতে এবং বর্ত্তমান কালে যে জাতি আছে, তাহা কি বেদের অতি প্রাচীন ধর্ম্ম শিক্ষার অন্তর্গত? ইহার উত্তরে আমরা নিশ্চিত 'না' বলিতে পারি। বেদের স্তোত্রসমূহে জটিল জাতিভেদ প্রথার কোন রূপই প্রমাণ নাই

ব্রাহ্মণদিগের দাবীকৃত অসন্তুষ্টিকর অধিকারের কোনও বিধান নাই; শূদ্রদিগের হীন অবস্থার কোন প্রমাণ নাই; ভিন্ন ভিন্ন জাতির একত্র বাস, আহার ও পানাদির নিষেধক কোনও নিয়ম নাই। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লোকদিগের মধ্যে বিবাহ নিষেধক কোনও আইন নাই। এইরূপ বিবাহের সন্ততিবর্গকে দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত করিবার কোনও বিধান নাই। শুক্ল যজুর্ব্বেদসংহিতার অন্যতম প্রকাশক মিঃ ওয়েবারও (Mr. Weber) বেদের সময়ের জাতি সম্বন্ধে বলেন :—"There are no castes as yet; the people is still one united whole, and bears but one name, that of Visas."—Indian Literature (Translation), P. 38. অর্থাৎ :—তখনও জাতি সমূহ হয় নাই; লোক সমূহ তখন পর্য্যন্তও এক একত্রিত সমষ্টি এবং কেবল এক 'বিশ' নামেই ছিল। যজুর্ব্বেদ বলেন যে, বেদে ব্রাহ্মণাদির ন্যায় শূদ্রেরও সমান অধিকার। যথা :—"যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়॥"—শুক্ল যজুর্ব্বেদ, মাধ্যন্দিনীয় শাখা, ২৬ অ, ২য় মন্ত্র। অর্থাৎ :—আমি যেরূপ এই কল্যাণদায়িনী বেদবাণী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য, নিজের স্ত্রী ও সেবকদিগকে এবং অন্যান্য সকল জনগণকে উপদেশ দিতেছি, তোমরাও তদ্রূপ প্রদান কর। শূদ্রের কেবল যে বেদে অধিকার আছে তাহা নহে, যে শূদ্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব ঋষিত্ব দিতেও শাস্ত্র কুণ্ঠিত হন নাই। জন্ম, জাতি, বর্ণ, দেহাদি যে ব্রাহ্মণ নহে তাহাও শাস্ত্র বহু স্থলে বলিয়াছেন। প্রকৃত ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে, তাহা বজ্রসূচিকোপনিষদ্ জ্বলন্ত ভাষায় পরিষ্কার ব্যক্ত করিয়াছেন। যুক্তিযুক্ত শ্রুতিবাক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিয়া ইহার সমগ্রটাই উদ্ধৃত করিলাম। এই ব্রাহ্মণত্বের মাপকাঠিতে 'জাতিভেদ' 'বর্ণভেদ' তিরোহিত হইয়াছে। "যজ্জ্ঞানাদ্ যান্তি মুনয়ো ব্রাহ্মণ্যং পরমাদ্ভুতম্। তৎত্রৈপদব্রহ্মতত্ত্ব-

স্বহমস্মীতি চিন্তয়েৎ॥ ১। ওঁ আপ্যায়ন্ত্বিতি শান্তিঃ। চিৎসদানন্দ রূপায় সর্ব্বধী বৃত্তিসাক্ষিণে। নমো বেদান্তবেদ্যায় ব্রহ্মণেঽনন্তরূপিণে॥ ওঁ বজ্রসূচীং প্রবক্ষ্যামি শাস্ত্রমজ্ঞানভেদনম্॥ দূষণং জ্ঞানহীনানাং ভূষণং জ্ঞানচক্ষুষাম্॥১॥ ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রা ইতি চত্বারো বর্ণাস্তেষাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণ এব প্রধানা ইতি বেদবচনানুরূপং স্মৃতিভিরপ্যুক্তম্॥ তত্র চোদ্যমস্তি কো বা ব্রাহ্মণো নাম কিং জীবঃ কিং দেহঃ কিং জাতিঃ কিং জ্ঞানম্ কিং কর্ম্ম কিং ধার্ম্মিক ইতি। তত্র প্রথমো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন অতীতানাগতানেক দেহানাং জীবস্যৈকরূপত্বাৎ একস্যাপি কর্ম্মবশাদনেকদেহসংভবাৎ সর্ব্বশরীরাণাং জীবস্যৈকরূপত্বাচ্চ। তস্মান্ন জীবো ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন আচণ্ডালাদি পর্য্যন্তাণাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাজ্জরামরণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সাম্যদর্শনাদ্ ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাভাবাৎ। পিত্রাদি শরীর দহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদি দোষসংভবাচ্চ। তস্মান্ন দেহো ব্রাহ্মণ ইতি॥ তর্হি জাতি ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন জাত্যন্তর জন্তুষনেকজাতিসংভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গোমৃগ্যাঃ কৌশিকঃ কুশাৎ। জাম্বুকো জম্বুকাৎ। বাল্মীকো বাল্মীকাৎ। ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যকায়াম্। শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ। বশিষ্ঠ উর্ব্বশ্যাম্। অগস্ত্যঃ কলশেজাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি॥ তর্হি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন ক্ষত্রিয়াদয়োঽপি পরমার্থদর্শিনোঽভিজ্ঞা বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি॥ তর্হি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রারব্ধসংচিতাগামি কর্ম্মসাধর্ম্যদর্শনাৎ কর্ম্মাভিপ্রেরিতাঃ সন্তো জনাঃ ক্রিয়াঃ কুর্বন্তীতি তস্মান্ন কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্যদাতারো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি॥ তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নামঃ। যঃ কশ্চি-

দাত্মানমদ্বিতীয়ং জাতিগুণক্রিয়াহীনং ষড়ূর্ম্মিষড়্ভাবেত্যাদি সর্ব্বদোষ-রহিতং সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপং স্বয়ং নির্ব্বিকল্পমশেষকল্পাধারমশেষ-ভূতান্তর্যামিত্বেন বর্ত্তমানমন্তর্বহিশ্চাকাশবদনুস্যূতমখণ্ডানন্দস্বভাবম-প্রমেয়মনুভবৈকবেদ্যম্ পরোক্ষতয়াভাসমানং করতলামলকবৎ সাক্ষাদ-পরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদিদোষরহিতঃ শমদমাদিসংপন্নো। ভাব-মাৎসর্য্যতৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো। দম্ভাহংকারাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্ততে॥ এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসানামভি-প্রায়ঃ॥ অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধির্নাস্তেব॥ সচ্চিদানন্দমাত্মানমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ভাবয়েদাত্মানং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম ভাবয়েদিত্যুপনিষৎ॥ ওঁ আপ্যায়স্ত্বিতি শান্তিঃ॥" অর্থাৎ—মুনিরা যাঁহার জ্ঞান হইতে পরমাদ্ভুত ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হন সেই ত্রিপদ (সত্য জ্ঞান অনন্ত) ব্রহ্ম তত্ত্বই 'আমি' ইহা চিন্তা করি। চিদ্রূপ, সদানন্দরূপ, সর্ব্বজ্ঞানবৃত্তির সাক্ষী, বেদান্তবেদ্য অনন্ত-রূপ ব্রহ্মকে নমস্কার। জ্ঞানহীনদিগের দূষণস্বরূপ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভূষণস্বরূপ এবং অজ্ঞান-ভেদক বজ্রসূচী নামক শাস্ত্র বলিতেছি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান ইহা বেদোক্ত বচনের অনুরূপ এবং স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে। ইহাতে এই প্রশ্ন উঠে যে কে ব্রাহ্মণ? জীব কি ব্রাহ্মণ? অথবা দেহ? বা জাতি বা জন্ম? বা জ্ঞান? কিংবা কর্ম্ম? কিংবা ধার্ম্মিকই ব্রাহ্মণ? তন্মধ্যে প্রথমতঃ যদি বল যে জীবই (অন্তরাত্মা) ব্রাহ্মণ; না তাহা নহে, কারণ অতীত এবং অনাগত বহু দেহাশ্রিত জীব একই থাকে এবং সেই এক জীবেরই কর্ম্ম হেতু অনেক প্রকার (ব্রাহ্মণেতর) দেহ উৎপন্ন হয় বলিয়া সেই নানাবিধ শরীরস্থ জীব একই থাকে; অতএব জীব ব্রাহ্মণ নহে॥ তবে কি দেহই ব্রাহ্মণ? না, কারণ (ব্রাহ্মণ হইতে) চণ্ডালাদি জাতি পর্য্যন্ত সমস্ত মনুষ্য দেহই পঞ্চভূতের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া, তাহারা এক জাতীয় বলিয়া এবং

সকলেরই জরা মরণাদি ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সমধর্ম্মক বলিয়া এবং ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ এরূপ কোন (দৈহিক ভেদজ্ঞাপক) নিয়ম নাই বলিয়া। পরন্তু (ব্রাহ্মণ) পিত্রাদির শরীর দাহন করার জন্য পুত্রের ব্রহ্মহত্যা পাপও সম্ভব হয়; অতএব দেহ ব্রাহ্মণ নহে॥ তবে কি জাতি ব্রাহ্মণ? না, কারণ পশু আদি অন্য অনেক জাতি হইতে সম্ভূত বহু মহর্ষি আদি হইয়াছেন, যেমন ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগী হইতে, কৌশিক কুশ হইতে, জাম্বুক শৃগাল হইতে, বাল্মীকি বল্মীক হইতে, ব্যাস কৈবর্ত্তকুমারী হইতে, গৌতম শশপৃষ্ঠ হইতে, বশিষ্ঠ উর্ব্বশী হইতে, অগস্ত্য কলসে জাত। ইঁহাদের জাতি না থাকিলেও অগ্রে জ্ঞানযুক্ত বহু ঋষি হইয়া গিয়াছেন; অতএব জাতি ব্রাহ্মণ নহে। যদি বল জ্ঞানই ব্রাহ্মণ, না, কারণ পরমার্থজ্ঞানসম্পন্ন বহু ক্ষত্রিয়াদি আছেন; অতএব জ্ঞান ব্রাহ্মণ নহে। তবে কি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ? না, কারণ সমস্ত প্রাণীদেরই প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য (এই সাধারণ নিয়ম) দেখা যায় এবং সেই কর্ম্মের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই (কর্ম্ম সংস্কার বশেই) সকলে কর্ম্ম করিতে থাকে (অর্থাৎ কর্ম্মের এমন ভেদ দেখা যায় না যদ্দ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া কাহাকেও পৃথক্ করা যায়); অতএব কর্ম্ম ব্রাহ্মণ নহে। তবে কি ধাম্মিকই ব্রাহ্মণ? না তাহাও নহে, কারণ ক্ষত্রিয়াদি বহু ধনদাতা ধার্ম্মিক আছেন; অতএব ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ নহে। তবে ব্রাহ্মণ কে? যিনি আত্মাকে বা গ্রহীতাকে (সর্ব্বেশ্বররূপ সত্ত্বপ্রধান বিশ্বাত্মা অক্ষর ব্রহ্মের মত) অদ্বিতীয়, জাতিগুণ ক্রিয়াহীন, ষড়ূর্ম্মি (ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু) ষড়্ভাব বিকার ("অস্তিত্ব, জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয়, নাশ,"—বরাহোপনিষদ, ৮) ইত্যাদি সর্ব্বদোষরহিত; সত্যজ্ঞান-আনন্দ-অনন্ত-স্বরূপ স্বয়ং বিকল্পহীন কিন্তু অশেষ বিকল্প আদির আধার (বা গ্রহীতা) সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী-রূপে বর্ত্তমান, অন্তর্ব্বাহ্য সর্ব্বত্র আকাশবৎ অনুস্যূত, অখণ্ডানন্দস্বভাব,

অপ্রমেয়, অনুভবের দ্বারাই, (যাঁহার অস্তিত্ব) বেদ্য। করতলামলকবৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষ করিয়া সেই আত্মাকে অপরোক্ষরূপে ভাসমান করিয়াছেন, যিনি কৃতার্থত্ব হেতু কামরাগাদি দোষহীন, শমদমাদি সম্পন্ন, যিনি ভাব (চিত্ত-বিকার), মাৎসর্য্য, তৃষ্ণা, আশা, মোহ আদি রহিত, যিনি দম্ভ, অহংকারাদির দ্বারা অস্পৃষ্ট চিত্তযুক্ত হইয়াছেন, তিনিই শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ-ইতিহাসের অভিপ্রেত ব্রাহ্মণ; অন্যথা ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না। নিজেকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মভাবনা করিবে, নিজেকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম (অক্ষর ব্রহ্ম) ভাবনা করিবে। ইতি উপনিষৎ। ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি ইত্যাদি শান্তিপাঠ। এইরূপ বিশিষ্ট গুণ এবং কর্ম্ম ও ধর্ম্ম দ্বারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়। প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিতে এইরূপ নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ব্রহ্মজ্ঞকেই বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"—৪।১৩। গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগবশতঃই চারি বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভৃগু ভরদ্বাজকে এবং পদ্মপুরাণে নারদ মান্ধাতাকে বলিতেছেন—"ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্।" —মহাভারত, শান্তি, ১৮৮।১০; পদ্মপুরাণ, স্বর্গ খণ্ড, ২৫ অ। অর্থাৎ :— মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। মহাভারত আরও বলিতেছেন:— "ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ। ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥"—ঐ, শান্তিপর্ব্ব, ১৮৮।১৪। অর্থাৎ :— ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কার্য্য দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন, অতএব সকল বর্ণেরই নিত্যধর্ম্ম ও নিত্যযজ্ঞে অধিকার আছে।"— কালীসিংহ। মৎস্য পুরাণও ১৪২ অধ্যায়ে বলিতেছেন:—"ততঃ সমুদিতা বর্ণাস্ত্রেতায়াং ধর্ম্মশালিনঃ।" অর্থাৎ :—তাহার পরে ত্রেতাযুগে ধর্ম্মশালী চতুর্ব্বর্ণ সমুদিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও (১১।১৭।১০-১১) আছে, "আদিতে সত্যযুগে মনুষ্যগণের একমাত্র বর্ণ ছিল।" এই সমস্ত

হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, যে কোন জাতি হইতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ সমুদিত হইতে পারেন এবং পূর্ব্বে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণেরাই গুণকর্ম্মের তারতম্য অনুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছেন। মহাভারতে হনূমান ভীমকে বলিতেছেন:—"ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চকৃতলক্ষণাঃ। কৃতেযুগে সমভবন্ স্বকর্ম্মনিরতাঃ প্রজাঃ॥ ১৮। সমাশ্রয়ং সমাচারং সমজ্ঞানঞ্চ কেবলম্। তদাহি সমকর্ম্মাণো বর্ণা ধর্ম্মানবাপ্নুবন্॥ ১৯। একদেবসমাযুক্তা একমন্ত্রবিধিক্রিয়াঃ। পৃথগ্ধর্ম্মাস্ত্বেকবেদা ধর্ম্মমেকমনুব্রতাঃ॥ ২০। চাতুরাশ্রম্যযুক্তেন কর্ম্মণা কালযোগিনা। অকাম ফলসংযোগাৎ প্রাপ্নুবন্তি পরাং গতিম্॥ ২১।"—মহাভারত, বনপর্ব্ব (তীর্থযাত্রা পর্ব্ব), ১৪৮।১৮—২১। অর্থাৎ তৎকালে সত্যযুগে সতঃসিদ্ধ শমদম প্রভৃতি গুণসম্পন্ন স্বকর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারাই প্রজা ছিলেন। সমান কর্ম্মবিশিষ্ট এই বর্ণ চতুষ্টয় (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) ব্রহ্মাশ্রয়ী, ব্রহ্মগতি ও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন এবং একমাত্র ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতেন। তাঁহারা এক দেব পরমাত্মা, এক প্রণবরূপ মন্ত্র, এক বেদান্ত শ্রবণাদিরূপ বিধি ও এক ধ্যানাদিস্বরূপ ক্রিয়ার অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পৃথক্ ধর্ম্মসম্পন্ন হইলেও এক বেদ ও এক প্রকার কর্ম্মে নিয়তব্রত ছিলেন এবং কামফলবর্জ্জিত হইয়া আশ্রম চতুষ্টয় সমুচিত, কালোপযোগী কর্ম্ম দ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত হইতেন। ধর্ম্মযুগ ও সত্যযুগের এই মহাসাম্যবাণী যেদিন ব্রাহ্মণ ভুলিয়াছেন, সেই দিন হইতেই সঙ্কীর্ণ জাতিভেদ আরম্ভ হইয়াছে। শূদ্রেরও ব্রাহ্মণের তুল্য প্রণব জপে, পরমাত্মা ধ্যানে, বেদবেদান্ত পাঠে পূর্ণ অধিকার যে প্রাচীন যুগে ছিল, তাহা ভুলিয়াই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। আদি পুরাণ ব্রহ্মপুরাণও বলেন:—"দত্ত প্রেতোদকপিণ্ডাশ্চ সর্ব্বে বর্ণাঃ কৃতক্রিয়াঃ॥ কুর্য্যুঃ সমগ্রাঃ শুচিনঃ পরত্রেহ চ ভূতয়ে। অধ্যেতব্যা ত্রয়ী নিত্যং ভবিতব্যং বিপশ্চিতা॥ ধর্ম্মতো ধনমাহার্য্যং

যষ্টব্যং চাপি যত্নতঃ”—ব্রহ্মপুরাণম্, ২২১।১৬২-১৬৪। অর্থাৎ সমস্ত বর্ণের সকলেই শুচি হইয়া প্রেতের তর্পণ ও পিণ্ড দানাদি করিয়া ইহ ও পরলোকের হিতজনক কার্য্য করিবে। তাঁহাদের নিত্যত্রয়ী (তিন বেদ) অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য পরিণামদর্শী হইয়া। তাঁহারা ধর্ম্মতঃ ধন উপার্জ্জন করিয়া যত্ন পূর্ব্বক যজ্ঞ করিবেন। বিষ্ণুপুরাণও (৩।১৭।৬) বলেন :—

“ঋগ্ যজুঃ সাম সংজ্ঞেয়ং ত্রয়ী বর্ণাবৃতি র্দ্বিজ।
এতামুজ্‌ঝতি যো মোহাৎ স নগ্নঃ পাতকী স্মৃতঃ ॥
ত্রয়ী সমস্ত বর্ণানাং দ্বিজ সংবরণং যতঃ।
নগ্নো ভবত্যুজ্‌ঝিতায়ামতস্তস্যামসংশয়ম্ ॥”

অর্থাৎ :—(পরাশর কহিলেন মৈত্রেয়কে)—“দ্বিজ! বর্ণের আবরণ স্বরূপ ঋগ্, যজুঃ, সামসংজ্ঞক ত্রয়ীকে যে ব্যক্তি মোহবশতঃ পরিত্যাগ করে, সেই পাতকীর নাম নগ্ন। হে দ্বিজ! **ত্রয়ীই সমস্ত বর্ণের সংবরণ**; অতএব এই ত্রয়ীরূপ সংবরণ পরিত্যাগ করিলে নগ্ন হয়, ইহাতে সংশয় নাই। শতপথ ব্রাহ্মণে (১২।৬।১,৪০-৪১) আছে যে, বশিষ্ঠ এবং তাঁহার বংশধরগণ বেদমন্ত্র জানিতেন বলিয়াই ব্রাহ্মণ হন, আর অধুনা যে কেহ উহা অধ্যয়ন করিতে পারেন বলিয়া, তিনিও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন এবং যিনিই এই সমস্ত মন্ত্র জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্য ও ব্রাহ্মণরূপে সম্বোধিত হইবার যোগ্য। শূদ্রদিগকেও পুনরায় এই বেদে, মন্ত্রে, যজ্ঞে, প্রণবে অধিকার দিয়া তাঁহাদের ব্রহ্মত্ব বা ব্রাহ্মণত্বকে জাগরিত করিতে হইবে। জাতিভেদের তিরোভাবে সমগ্র বর্ণ বা জাতির এই ব্রহ্মভাবে পুনরানয়নই ধর্ম্মযুগ ও সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা। সত্যযুগ-তুল্য সকলের ব্রাহ্মণত্ব বিধানেই জাতি-সমস্যা পূরণ হইবে।

(৭) গুণ-কর্ম্ম-ধর্ম্মের দ্বারা জাতি নির্দ্দেশ।

কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেই যে ব্রাহ্মণ হইবেন এরূপ বিধান প্রাচীন শাস্ত্র-সঙ্গত নহে। বংশ এবং কুলেরই কেবল প্রাধান্য না দিয়া

হিন্দু-শাস্ত্রকার এবং আর্য্য সাধু মহাপুরুষেরা বহুস্থলেই মহোচ্চ গুণ, কর্ম্ম, তপস্যা ও ধর্ম্মের দ্বারাই শ্রেষ্ঠ জাতিত্বের বিধান দিয়াছেন। পতঞ্জলিও লিখিয়া গিয়াছেন, "তপঃ শ্রুতং চ যোনিশ্চ এতদ্ ব্রাহ্মণ-কারণম্। তপ শ্রুতাভ্যাং যো হীনো জাতি ব্রাহ্মণ এব সঃ॥"—পাণিনি মহাভাষ্য, ৫।১।১১৫। অর্থাৎ:—তপস্যা ও বেদজ্ঞান অথবা যোনি ইহাই ব্রাহ্মণ-কারক। তপস্যা ও শ্রুতি জ্ঞানে যে হীন সে কেবল জাতি ব্রাহ্মণ। নিম্নতম বর্ণে বা জাতিতে জন্মিয়াও যে কেহ গুণে, কর্ম্মে এবং ধর্ম্মে যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন তাহার সাক্ষ্যও নিম্নে দিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—"বিপ্রাদ্দ্বিষড়গুণযুতাদরবিন্দনাভপদারবিন্দ-বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্॥"—৭।৯।১০। অর্থাৎ:—শ্রীভগবানবিমুখ দ্বাদশ-গুণযুক্ত বিপ্র হইতে চণ্ডাল (কুকুর ভক্ষণকারী) বরিষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবত (২।৪।১৭) আরও বলেন, "কিরাত হূনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কশা আভীর কঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥" অর্থাৎ:—কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, কঙ্ক, যবন ও খস প্রভৃতি যে সকল পাপজাতি, তাহারাও যে ভগবানের আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ হয়, প্রভাবশালী সেই ভগবান্‌কে নমস্কার।' গরুড় পুরাণ বলিতেছেন:—"অষ্টবিধাহেষা ভক্তি যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে। ৯। স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ॥" ১০। —গরুড় পুরাণ, ২৩১।৯।১০। অর্থাৎ:—এই অষ্টবিধ ভক্তি যে ম্লেচ্ছে বর্ত্তমান তিনিই বিপ্রেন্দ্র, মুনি, শ্রীমান্, যতি ও পণ্ডিত। তাঁহাকেই দান করিবে এবং তাঁহার নিকট হইতেই গ্রহণ করিবে (দান ও প্রতিগ্রহণ ব্রাহ্মণ-কর্ম্ম)। এরূপ ম্লেচ্ছ হরির ন্যায় পূজ্য। গরুড় পুরাণ (বিষ্ণু-মাহাত্ম্য, ২৪৫ অ) আরও বলিতেছেন:—"যে নমন্তি জগদ্‌যোনিং বাসুদেবং সনাতনম্।......শদ্র ।ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।

দ্বিজ-জাতি সমং মন্যে ন যাতি নরকং নরঃ ॥" অর্থাৎঃ—জগদ্‌যোনি সনাতন বাসুদেবকে যাঁহারা নমস্কার করেন, সেই সমস্ত ভগবদ্ভক্ত শূদ্র, নিষাদ বা শ্বপচও দ্বিজজাতি সম বলিয়া বিবেচিত হন এবং (ঐ) নর নরকে যান না। "ভক্তিঃ পুনাতিমন্নিষ্ঠা শ্বপাকানামপি সম্ভবাৎ।"—শ্রীমদ্ভাগতম্, ১১।১৪।২০। অর্থাৎ :—আমাতে নিষ্ঠারূপ যে দৃঢ়া ভক্তি তাহা চণ্ডালকেও জাতিদোষ ("সম্ভবাৎ জাতিদোষাদ্"—শ্রীধরটীকা) হইতে পবিত্র করেন। পদ্মপুরাণ বলিতেছেন :—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ। বিষ্ণুভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥"—অর্থাৎ ঃ—হরিভক্ত চণ্ডালও ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুভক্তিহীন ব্রাহ্মণাদি দ্বিজেরাও চণ্ডালাধম। পাদ্মে আরও আছে :—"ন শূদ্রা ভবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতা। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥" অর্থাৎ :—তাহারা কেবল ভগবদ্ভক্ত, শূদ্রগণ নহে, তাহারাই ভাগবত বলিয়া মান্য। সর্ব্ববর্ণে তাহারাই শূদ্র যাহারা জনার্দ্দন ভক্ত নহে। হরিভক্তি বিলাস, (১০ম বিলাসে ৯১ অঙ্ক) ও ইতিহাস সমুচ্চয় বলিতেছেন :—"ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্ ॥" অর্থাৎ :—চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ আমার প্রিয় নহে কিন্তু মদ্ভক্ত চণ্ডালও আমার প্রিয়। এইরূপ চণ্ডালকেই দান করিবে এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহণ করিবে (যেমন ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে করা হয়) ; আমি যেরূপ পূজ্য তিনিও তদ্রূপ পূজ্য। বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নবাধিকশততমসর্গে রামচন্দ্র মহর্ষি জাবালিকে বলিতেছেন :—"বৈদিক সদাচার অবলম্বনে অনার্য্যও আর্য্য সদৃশ, অশুচিও শুচি, অলক্ষণও লক্ষণযুক্ত এবং দুঃশীলও শীলবান্ হয়।" জাতি পূজনীয় নহে ; কল্যাণকারক গুণই পূজনীয় ; দেবগণ গুণবান্ চণ্ডালকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন—ইহা যে হিন্দুশাস্ত্রই বলিয়াছেন। যথা :—"ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ। চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং

বিদুঃ ॥"—গৌতম সংহিতা। কদাচারী ব্রাহ্মণ আর সদাচারী চণ্ডাল—এই উভয়ের মধ্যে শাস্ত্র সদাচারী চণ্ডালকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন; আর হিন্দু সমাজ তুমি তাহা দিবে না? মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৩য় উল্লাসে ১৪২ শ্লোকে ব্রহ্ম-সাধনায় সকলেরই সমান অধিকার দিয়াছেন। যথা:—"শাক্তাঃ শৈবা-বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপতাস্তথা। বিপ্রা বিপ্রেতরাশ্চৈব সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ ॥" অধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা উচ্চবর্ণ যেমন নীচ হন তদ্রূপ ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা নিম্নবর্ণও উচ্চবর্ণ হন—ইহা আপস্তম্বসূত্র (শ্রৌত সূত্র) বলিতেছেন:—"ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ। অধর্ম্মচর্য্যায়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ ॥" শুক্রনীতিতে শুক্রাচার্য্যও বলিয়াছেন যে জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ হয় না। গুণ এবং কর্ম্মের ভেদ বশতঃই হইয়া থাকে। যথা:—"ন জাত্যা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য এব ন। ন শূদ্রো ন চ বৈ ম্লেচ্ছো ভেদিতঃ গুণ কর্ম্মভিঃ ॥"—শুক্রনীতি, ৩৮।১। শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন—"জন্মনা জায়তে শূদ্রো সংস্কারাদ্দ্বিজোচ্যতে।" জন্ম দ্বারা যখন সকলেই শূদ্র হইলেন তখন প্রকৃত সংস্কার কয়জন দ্বিজের হইয়া থাকে? গলায় সুতার badge বা চিহ্ন ধারণ করিলেই যদি দ্বিজ হওয়া যায়, তবে গলায় সুতা বাঁধা শূদ্রের হুকাটাও ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ। অত্রি-সংহিতার বচন অনুসারে আজিকালিকার অধিকাংশ ব্রাহ্মণকেই নিষাদ, ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল প্রভৃতি হইতে হয়। অত্রিসংহিতা বলিতেছেন:—"চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব শূচকো দংশকস্তথা। মৎস্য মাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে" ॥ ৩৭০। ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিত। তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥ ৩৭১। বাপী কূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ। নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে ॥ ৩৭২। ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ। নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে ॥" ৩৭৩। অর্থাৎ:—"চৌর, তস্কর (বলপূর্ব্বক পরধনাপহারী), সূচক

(কুপরামর্শদাতা), দংশক (কটুভাষী) এবং সর্ব্বদা মৎস্য মাংস লোভী ব্রাহ্মণ "নিষাদ" বলিয়া কথিত। যে ব্রহ্ম (বেদ এবং পরমাত্মা) তত্ত্ব কিছুই জানে না অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলেই অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ "পশু" বলিয়া খ্যাত। যে নিঃশঙ্কভাবে (পাপের ভয় না করিয়া) কূপ, তড়াগ, সরোবর এবং আরাম (সাধারণ ভোগ্য উপবন) রুদ্ধ করে (তত্তৎস্থলের ব্যবহার বন্ধ করে) সেই ব্রাহ্মণ "ম্লেচ্ছ" বলিয়া কথিত হয়। ক্রিয়াহীন (সন্ধ্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মহীন), মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্ম (সত্যবাদিতা প্রভৃতি) রহিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ "চণ্ডাল" বলিয়া গণ্য। শাস্ত্রের এই বিধান অনুযায়ী বিচার করিতে গেলে পুলিশ কর্ম্মচারী, জমিদার কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় ঘুষ-খোর, বড় বড় রাজ-কর্ম্মচারীরা এবং সুদ-খোর ব্রাহ্মণ মহাজনেরা "চৌর তস্কর" পর্য্যায়ভুক্ত হন। ব্রাহ্মণ উকীল, মোক্তার, মুহুরী, ব্যারিষ্টার, এটর্ণি প্রভৃতি "সূচক" (কু-পরামর্শদাতা) পর্য্যায়ভুক্ত হন। বাঙ্গালার "মছলি-খোর" এবং বলি দিয়া বা বিনা বলিতেই মহামায়ার "মহাপ্রসাদ-খোর" পুরোহিত ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় শতকরা ৯৯জন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণই "নিষাদ" হন। ব্রহ্মতত্ত্ব আদৌ জানেন না, অথচ ব্রহ্ম-সূত্রের গর্ব্ব প্রায় সকল ব্রাহ্মণই করিয়া থাকেন। অত্রি মুনি তাঁহাদিগকে "পশু" বলিতেছেন। আর মান্দ্রাজ অঞ্চলে এবং আমাদের দেশেও যে সব ব্রাহ্মণেরা 'পঞ্চম'দিগকে বা নিম্নবর্ণকে কূপ, তড়াগ, আরামাদির ব্যবহার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, অত্রি মুনি তাঁহাদিগকে "ম্লেচ্ছ" বলিতেছেন। আর যে সব ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাদি নিত্য কর্ম্ম করেন না, মূর্খ, মিথ্যাবাদী এবং শূদ্রাদি মানুষের প্রতিও নির্দ্দয় তাঁহারা "চণ্ডাল" বা চাঁড়াল। আজিকালকার এই সব "ম্লেচ্ছ", "চণ্ডাল", "নিষাদ", "পশু" ব্রাহ্মণেরা কি অত্রি মুনির নামে 'Defamation Case' বা মানহানির মোকর্দ্দমা করিবেন?

(৮) মহাজন মত

অতঃপর এ সম্বন্ধে আমরা কয়েকজন অবতার ও মহাপুরুষের মত উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।২৪, ১০।৪০।২২), গরুড়পুরাণ (৮৬।১০), মৎস্যপুরাণ (৪৭।২৪৭), বরাহপুরাণ (৪।৩, ১১৩।২৭), বায়ুপুরাণ (একলিঙ্গ মাহাত্ম্য ১২।৪৩, ১৪।৩৯), নৃসিংহপুরাণ (৩৬।২৯) কল্কিপুরাণ (২।৩।২৯), শ্রীগীতগোবিন্দ (১ম সর্গ) প্রভৃতি যাঁহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়াছেন,সেই গৌতম বুদ্ধদেব ধম্মপদে বলিয়াছেনঃ—"ন জটাহি ন গোত্তেহি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো, যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো স্বচী সো চ ব্রাহ্মণো।"—ব্রাহ্মণ বগ্‌গো, ১১। অর্থাৎ:—জটা দ্বারা, গোত্রের দ্বারা বা জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না; যাহাতে সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, তিনিই শুচি, তিনিই ব্রাহ্মণ। বুদ্ধদেব উদানেও (সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ে) বলিয়াছেন—"যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো স্বচী সো চ ব্রাহ্মণো' তি।"—উদান, ১।৯ (৬পৃঃ) (cf. মহাবগগো ১।১০।২৫)। ঐ উদানে বুদ্ধদেব আরও বলিয়াছেন:—"বাহেত্বা পাপকে ধম্মে যে চরন্তি সদা সতা খীণসংযোজনা বুদ্ধা তেবে লোকস্মিং ব্রাহ্মণা' তি॥" —উদান, ১।৫ (৪পৃঃ) অর্থাৎ:—যাঁহারা পাপকর্ম্ম অতিবাহিত করিয়া সর্ব্বদা বিচরণ করেন, সেই ক্ষীণবন্ধন শান্ত বুদ্ধগণই ইহলোকে ব্রাহ্মণ। জাতি বা জন্মপাপ যদি রহিয়াই গেল, তবে আর ব্রাহ্মণত্ব কি করিয়া সম্ভব? তাই বুদ্ধদেব বলিতেছেন:—"পূব্বে নিবাসং যো বেদী সগ্‌গাপায়ঞ্চ পস্‌সতি। অথো জাতিক্খয়ং পত্তো অভিঞ্‌ঞা বোসিতো মুনি। এতাহি তীহি বিজ্জাহি তেবিজ্জো হোতি ব্রাহ্মণো॥"—অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩।৫৮।৬ (১।১৬৫পৃঃ), সংযুক্তনিকায়, ৬।১।৮।৫। অর্থাৎ:—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম যিনি জানেন,সৃষ্টি ও লয় বা জন্ম ও মৃত্যু, যিনি দেখেন বা জানেন, যিনি জাতিক্ষয়-প্রাপ্ত এবং যিনি অভিজ্ঞা-ভাবিত মুনি তিনিই এই ত্রয়ী বিদ্যার দ্বারা ত্রয়ীবিৎ ব্রাহ্মণ হন। ত্রিবেদী ব্রাহ্মণেরা জাতির

বড়াই করিলে আর যেন ত্রিবিদ্যার বড়াই না করেন। শ্রীভগবানের পূর্ণ অবতার বলিয়া খ্যাত, ব্রাহ্মণ শিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিতেছেন:— "কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥" শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন:—"মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে। শুচি হ'য়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে॥" শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে লোচনদাস ঠাকুর বলিতেছেন:— "কৃষ্ণ না ভজিলে দ্বিজ নহে কদাচিত। পুরাণে প্রমাণ এই শিক্ষা আছে নীত॥" বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বলিয়াছেন:—"জাতিকুল ক্রিয়াধনে কিছু নাহি করে। প্রেমধন আৰ্ত্তিবিনে না পাই কৃষ্ণেরে॥ যে-তে-কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে। তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্ব-শাস্ত্রে কহে॥"

ভালবাসার রাজ্যে, প্রেম কাননে, ভক্তি নিকেতনে জাতিভেদাদি কোথায়? পিরীতির কথায় পাড়াগাঁয়ে সকলে বলিয়া থাকে—"যা'র সঙ্গে যা'র মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।" কথাগুলি সাধারণতঃ কদর্থে ব্যবহৃত হইলেও ইহার ভিতর মূল্যবান্ উপদেশ আছে। কবিকঙ্কনও বলেন—"যে যারে মনে ভায় সেজন ভজে তায়।" ভক্তি-প্রীতির রাজ্যে কোন ভেদই নাই—অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, বর্ণভেদাদি ত দূরের কথা। এই ভক্তি-প্রীতির প্রকৃত ভাব যদি আমরা বর্ণে বর্ণে জাতিতে জাতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তবে সর্ব্বসমস্যারই সমাধান সহজে হইবে। তাই দেখিতে পাই ভক্তি-প্রধান বৈষ্ণবধর্ম্মে জাতিভেদ বড় একটা নাই। বৈষ্ণবশাস্ত্র হইতে আরও বলিতেছি। চৈতন্য ভাগবতে হরিদাস ঠাকুর (যিনি জাতিতে মুসলমান ছিলেন, কিন্তু পরে ব্রাহ্মণ-পূজ্য 'ঠাকুর' হইয়াছেন) বলিতেছেন:—"নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে। পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥ একশুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়। পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয়॥"—শ্রীচৈতন্য ভাগবত, আদি, ১১। প্রকৃত

বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্তের কাছে অতীব হীন জাতীয় বৈষ্ণবও বন্দনীয় পূজার্হ। সাধক কণ্ঠহার শ্রীবৈষ্ণব বন্দনায় বলিতেছেন :—"পুলিন্দ পুক্কশ ভীল কিরাত যবনে। আভীর কঙ্ক আদি করি সকলে সমানে॥ সুভোগ শবর ম্লেচ্ছ আদি করি যত। ব্রহ্মা আদি চারি বেদ সবার আরাধ্য॥ যত যত হীন জাতি উদ্ভবে বৈষ্ণব। সবারে বন্দিব সবে জগত দুর্লভ॥" ৩৪ পৃঃ। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (অন্ত্যলীলা, ৪।৬৬—৬৮) বলিতেছেন :—"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য। জেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণ ভজনে নাই জাতি-কুল-বিচার॥ দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান। কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড়ো অভিমান।" বৈষ্ণবশাস্ত্র আরও বলিতেছেন :—"ব্রাহ্মণ আচণ্ডাল কুক্কুরান্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি॥ এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি। সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি মতি॥" শ্রীনরোত্তম ঠাকুর (দাস) 'পাষণ্ডদলন' গ্রন্থে বলিয়াছেন :—"শূদ্র নহে কৃষ্ণের ভজন যেই করে। সেইজন ভাগবত জানিহ সংসারে॥ সর্ব্ববর্ণে সেই শূদ্র যে না ভজে হরি। সর্ব্বশাস্ত্রে এই কথা কহিছে ফুকারি॥ নিষাদ শ্বপচ শূদ্র হরির ভকতে। নীচ করি মানে যেই যায় নরকেতে॥ বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুত শ্রীচরণে বিমুখ। শ্বপচ হইতে নীচ শাস্ত্র অনুরূপ॥ বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা জাতিবুদ্ধি করে। তাহার সমান পাপী নাহিক সংসারে।" "জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা পড়িল। ঠাকুর (শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া খ্যাত রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব) বলিলেন :— এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায় ভক্তি। ভক্তে জাতি নাই। ভক্তি হইলেই দেহ, মন, আত্মা সব শুদ্ধ হয়। গৌরনিতাই হরিনাম দিতে লাগলেন আর আচণ্ডালে কোল দিলেন। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ নয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাকলে শুদ্ধ পবিত্র হয়।" —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (শ্রীম) ৫ম ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

মহাত্মা তুলসীদাস, কবীরদাস প্রভৃতি মহাপুরুষেরাও বলিয়াছেন:—“জাত্ পাত্ ন পুচ্ছত কোই। জো হরিকো ভজে সোই হরিকো হই॥” জাতিপাতি কেহই জিজ্ঞাসা করে না। যে হরিকে ভজনা করে সেই হরির ভক্ত হয়। “হরিজন, হিজড়া, হুরুকনা সতী, শূরমাদি জোই। ন যহ সব জাঁতোমে উপজে ইন্‌কে জাত ন কোই॥” হরিজন, নপুংসক, পলাতকা কন্যা সতী, শূর ইহাদের কোন বিভিন্ন জাতি নাই। সব জাতি বা বর্ণেই ইহারা জন্মলাভ করিয়া থাকে।

(৯) শাস্ত্রীয় উদাহরণ।

বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে জাতির কোনও নাগবন্ধন না থাকিলেও, অপ্রাচীন স্মৃতি, সংহিতা, পুরাণাদিতে একদিকে যেমন অনেক স্থানে জাতির নাগবন্ধন রচিত হইয়াছে, অন্যদিকে তদ্রূপ বহুস্থলে এই বন্ধন পাশ কাটিয়া মুক্তির মহামন্ত্রও উচ্চারিত হইয়াছে। আমরা এখন তাহার প্রাচীন ও অপ্রাচীন উদাহরণ দিব। পূর্ব্বযুগে আমরা দেখিতে পাই, নিম্নবর্ণে নীচকুলে জন্মিয়াও অনেক ঋত্বিক্, ব্রাহ্মণ, ঋষি প্রভৃতি হইয়া অনেক উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণাদিরও পূজনীয় হইয়াছেন। জনকের প্রশ্নে পরাশর বলিতেছেন, “রাজন্নেতদ্ভবেদ্ গ্রাহ্যমপকৃষ্টেন জন্মনা। মহাত্মনাং সমুৎপত্তিস্তপসাভাবিতাত্মনাম্॥ উৎপাদ্য পুত্রান্ মুনয়ো নৃপতে যত্রতত্রহ। স্বেনৈব তপসা তেষামৃষিত্বং বিদধুঃ পুনঃ। পিতামহশ্চ মে পূর্ব্বমৃষ্যশৃঙ্গশ্চ কশ্যপঃ। বেদস্তাণ্ডঃ কৃপশ্চৈব কাক্ষীবৎ কমঠাদয়ঃ॥ যবক্রীতশ্চ নৃপতে দ্রোণশ্চ বদতাং বরঃ। আয়ুর্মতঙ্গো দত্তশ্চ দ্রুপদো মাৎস্য এব চ॥ এতে স্বাং প্রকৃতিং প্রাপ্তা বৈদেহ তপসোশ্রয়াৎ। প্রতিষ্ঠিতা বেদবিদো দমেন তপসৈব হি।”—মহাভারতম্, শান্তিপর্ব্ব, ২৯৬।১২-১৬। অর্থাৎ:—তপস্যার দ্বারা ভাবিতাত্মা মহাত্মাদের অপকৃষ্ট জন্মের দ্বারা বর্ণ বা গোত্র গ্রাহ্য

হয় না। হে রাজা, মুনিরা যেখানে সেখানে পুত্রোৎপাদন করিয়া তাঁহাদের নিজ তপস্যায় পুনরায় তাঁহাদের ঋষিত্ববিধান করেন। আমার পিতামহ বশিষ্ঠ, ঋষ্যশৃঙ্গ, কশ্যপ, বেদ, তাণ্ড্য, কৃপ, কাক্ষীবান্, কমঠ, যবক্রীত, দ্রোণ, আয়ু, মতঙ্গ, দ্রুপদ ও মাৎস্য প্রভৃতি অপকৃষ্ট যোনিতে স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াও তপোবলে ও দমগুণ দ্বারা বেদবিদরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এইরূপ শূদ্রকে বেদবিদ দ্বিজগণ 'ক' নামক বৈদিক দেবতা বা ব্রাহ্মণ ("কং প্রজাপতিং ব্রাহ্মণং"—ঐ নীলকণ্ঠটীকা) বলেন আর পরাশব তাঁহাদিগকে বিষ্ণু বলেন। —(মহাভারত, শান্তি, ২৯৬।২৮)। বৈদিকযুগে দাসী-পুত্র কক্ষীবান্, পরাশর শূদ্র, শূদ্র ওলন্দ্য, বন্দ্য এবং সংকৃতি বেদমন্ত্র রচনা করিয়া ঋষি হইয়াছিলেন।—মৎস্য পুরাণ, ১৩২ অধ্যায়। মহাভারতে, মৎস্য পুরাণে বায়ুপুরাণে কক্ষীবানের গল্প আছে। দীর্ঘতমা মুনির ঔরসে দাসী উষিজের গর্ভে কক্ষীবান জন্মগ্রহণ করেন। কক্ষীবান ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬-১৩১ সূক্তের রচয়িতা ঋষি। কবষ ঐলুষ ঋষি শূদ্র; তিনি ঋগ্বেদের ১০।৩০-৩৪ সূক্তের রচয়িতা। 'জরৎকর্ণ, ঐরাবত, সর্প' ঋষি (ঐ, ১০।৬।৭৬), "পণয়োঽসুরাঃ"ও ঋষি (ঐ, ১০।৯।১০৮)। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।৪।৫) আছে—শূদ্র সত্যকাম জাবাল জারজ ও দাসীপুত্র হইলেও মহর্ষি গৌতম তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়া ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন। শূদ্র জানশ্রুতি পৌত্রায়ণকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। ইহার শ্রুতি প্রমাণ—"অহ হারে ত্বা শূদ্রং তবৈব সহ গোভিরস্তু" ইত্যাদি। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতম সর্গে আছে যে ব্যাধ-রমণী "তপঃ সিদ্ধা" শবরী মতঙ্গাশ্রমের পরমর্ষিগণকে পরিচর্য্যা করিতেন এবং তাঁহাদিগেব পরিচারিকা ও শিষ্যা ছিলেন। রামচন্দ্রের পরিচর্য্যার জন্য তিনি অনেক আরণ্যখাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন। রামায়ণে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, এক সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশ ক্রমে এক

সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয় বংশে পরিণত হয়। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র বিবস্বান, বিবস্বানের পুত্র মনু, মনুর পুত্র ইক্ষাকু, ইনিই অযোধ্যার আদিম নৃপতি। এই ইক্ষাকুর বংশেই পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে রঘু, অজ, দশরথ এবং রামের জন্ম। (বাল্মিকী-রামায়ণ, আদিকাণ্ড সপ্ততিতমসর্গ।) ইক্ষাকুর পিতা, পিতামহাদি ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁহা হইতে অধস্তন পুরুষগণ ক্ষত্রিয়। ঐরূপ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণেরও মূল ব্রাহ্মণ বংশ। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধ মনুর কন্যা ইলার গর্ভে পুরূরবাকে জন্ম দেন; ইঁহাদের হইতেই ক্ষত্রিয় চন্দ্র বংশের উৎপত্তি। (বিষ্ণুপুরাণম্, ৪।৬।২০ ; ব্রহ্ম পুরাণম্, ৯।১০ অধ্যায়।) মহাভারতও (আদিপর্ব্ব, ৭৪।১৪) বলেন "ব্রহ্মক্ষত্রাদয়স্তস্মান্মনো র্জাতাস্ত মানবাঃ। ততোঽভবন্মহারাজ ব্রহ্মক্ষত্রেণ সঙ্গতম্।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সমস্ত মানবেরা মনু হইতে জাত। তাহা হইতেই, হে মহারাজ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সহিত সঙ্গত হন। বিষ্ণুপুরাণে উদ্ধৃত একটি প্রাচীন গাথায় পাওয়া যায় যে এই চন্দ্রবংশে বহু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছেন। "ব্রহ্ম ক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশো রাজর্ষি সৎকৃতঃ।"—বিষ্ণুপুরাণ, ৪।২১।৪ ; ভাগবত, ৯।২২। অর্থাৎ :—রাজর্ষি সৎকৃত এই (চন্দ্র) বংশ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তিস্থান। নিষাদপতি গুহক রামের "প্রাণতুল্য সখা" ছিলেন। গুহক "চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্নব্যঞ্জনাদি" রামচন্দ্রকে প্রদান করেন, এবং রামচন্দ্র তাহা "স্বীকার" করেন ; কিন্তু তিনি তখন ফল-মূল ভোজী, তাপসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া উহা "প্রতিগ্রহ" করিতে পারিলেন না। (বাল্মীকি-রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৫০ সর্গ।) গুহক-চণ্ডালের হাতে দেওয়া ভাত, ডা'ল, তরকারী, প্রভৃতি যে রামচন্দ্র খাইতেন তাহা ইহা হইতে পরিষ্কার অনুমান করা যায়। তির্য্যগ্‌জাতি গৃধ্ররাজ শূদ্র জটায়ুর মৃতদেহের অগ্নি-সৎকার করিয়া রামচন্দ্র তাঁহার পিণ্ডদান এবং

তর্পণ পর্য্যন্ত করেন। (ঐ, অরণ্যকাণ্ড, ৬৮ সর্গ।) বিদুর ও যুযুৎসু শূদ্র ছিলেন। সূতজাতীয় শূদ্র লোমহর্ষণ, সৌতি, সঞ্জয়, বণিক তুলাধার এবং অতীব নীচজাতীয় ধর্ম্মব্যাধ ব্রহ্মবিদ্যা পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। "রোমহর্ষণিকা সংহিতা" প্রণেতা ঐ শূদ্র রোমহর্ষণের বা লোমহর্ষণের ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৩।৬।১৮-১৯)। লোমহর্ষণ "বেদাদি মোক্ষশাস্ত্রে সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন।" (ব্রহ্মপুরাণ, ১।১৭)। সূতজাতীয় ঐ রোমহর্ষণ ব্যাসশিষ্য ছিলেন। সূতপ্রণীত ঐ রোমহর্ষণিকা সংহিতা এবং রোমহর্ষণের অপর তিন ব্রাহ্মণ শিষ্য কাশ্যপ বংশীয় অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়নকৃত তিন সংহিতা লইয়া বিষ্ণু-পুরাণ সংহিতা রচিত হয়।—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬।১৮-২০। হিন্দুর সুবিখ্যাত ব্রহ্মবিদ্যারূপ যোগশাস্ত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদের বক্তা বা রচয়িতা যে নিম্নবর্ণের সঞ্জয় তাহা কি উচ্চবর্ণের চোখে পড়ে? (গীতা, ১৮।৭৪-৭৫ দ্রষ্টব্য।) আর গীতার মূল প্রবক্তা যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণোত্তম, সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব স্বরূপে কীর্ত্তিত সেই শ্রীকৃষ্ণ যে বর্ণসঙ্কর, অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছ জাতিসম্ভূত তাহা কি হিন্দুর স্মরণ আছে? ক্ষত্রিয় যযাতির ঔরসে ব্রাহ্মণ-কন্যা দেবযানীর গর্ভে যে যদু জন্মগ্রহণ করেন (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৮৫।২০-২১; ৭৯।৩৪-৩৫), শ্রীকৃষ্ণ সেই যদুবংশজাত যাদব। যদু যযাতির আদেশে "অন্ত্যজ" বা "ম্লেচ্ছ" জাতিতে বিনিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। "অন্ত্যেষু ("অন্ত্যেযু ম্লেচ্ছেষু"—নীলকণ্ঠটীকা) স বিনিক্ষিপ্য পুত্রান্ যদুপুরোগমান্"—মহাভারতম্, আদি, ৮৬।১২। অর্থাৎ যযাতি যদু প্রভৃতি পুত্রদিগকে অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছজাতি মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া বনে গেলেন। মহাভারতে আরও আছে, "যদোস্তু যাদবা জাতাস্তুর্ব্বসো র্যবনাঃ স্মৃতাঃ। দ্রুহ্যোঃ সুভাস্তু বৈ ভোজা অনোস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥ পুরোস্তু পৌরবো বংশো যত্রোঽহসি পার্থিব।"—ঐ, আদিপর্ব্ব, ৮৫।৩৪-৩৫। অর্থাৎ :—যদু হইতে যাদব, তুর্ব্বসু হইতে যবন, দ্রুহ্য হইতে ভোজ,

অণু হইতে ম্লেচ্ছজাতি এবং পুরু হইতে পৌরব বংশ যে বংশে, মহারাজ (জনমেজয়) আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ম্লেচ্ছ যবনাদি যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা তাহা স্মরণ করিবার প্রয়োজন আসিয়াছে। কাশীতে বৈশ্য বণিক তুলাধার, জাজলি ঋষিকে ব্রহ্মবিদ্যা ও মোক্ষোপদেশ প্রদান করেন।—(মহাভারত, মোক্ষধর্ম্মপর্ব্ব, ২৫০-২৬৩ অধ্যায়।) ধর্ম্মব্যাধ তপোধন কৌশিক ব্রাহ্মণকে মোক্ষধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন।—(ঐ, বনপর্ব্ব, মার্কণ্ডেয় সমস্যাপর্ব্ব, ২০৩-৩১৫ অধ্যায়। এই কৌশিক ব্রাহ্মণই ধর্ম্মব্যাধকে বলিতেছেন —"সাম্প্রতঞ্চ মতো মেহসি ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়। ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মস্থ॥ দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ। যস্ত শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ॥ তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ। কর্ম্মদোষেণ বিষমাং গতিমাপ্নোতি দারুণাম্॥"—মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২১৫ অধ্যায়, ১৩।১৫ শ্লোক। অর্থাৎ:—"সম্প্রতি তোমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে; পাতিত্যজনক, কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্র সদৃশ হয়। আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি; কারণ ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়। মনুষ্যেরা কর্ম্মদোষ বশতঃ দুর্গতি লাভ করিয়া থাকে।"—৺কালী সিংহের অনুবাদ। হায় আধুনিক ব্রাহ্মণগণ, তোমরা যদি কৌশিক ব্রাহ্মণের মত, চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মশীল ব্যাধকে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণত্ব ও গুরুত্ব দিতে পারিতে, তবে সমগ্র হিন্দুসমাজের এই জাতিগত দুর্দ্দশা হইত না। বাল্মীকি রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গে আছে—"তখন পবনকুমার সেই শেষ রাত্রিতে ষড়ঙ্গ বেদবিদ্ উৎকৃষ্ট অগ্নিহোত্রযাজী ব্রহ্মজ্ঞ রাক্ষসদিগের বেদধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন।" রাক্ষসেরাও ষড়ঙ্গ বেদবিদ্ ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারে, আর শূদ্রেরা হইলে দোষ হইবে? কখনই নয়। রাক্ষসেশ্বর রাবণও

"বেদবিদ্যা এবং ব্রহ্মচর্য্য সমাপন পূর্ব্বক কর্ম্মের অধীন হইয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশ করেন।"—(বাল্মীকি রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ৯৩ সর্গ)। ক্ষত্রিয় অরিষ্ট সেন, রাজর্ষি সিন্ধু দ্বীপ, দেবাপী এবং বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।—(মহাভারত, শল্যপর্ব্ব, ৪০অ)। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র মহর্ষি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন—(বাল্মীকি রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৬৫ সর্গ)। বিশ্বামিত্র ঋগ্বেদের বহু সূক্তের রচয়িতা। তাঁহার পুত্র ঋষভ ঋষি, কত ঋষি, প্রজাপতি ঋষি, মধুচ্ছন্দা ঋষি, মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতৃঋষি ঋগ্বেদের অনেক সূক্তের রচয়িতা। এখানে ক্ষত্রিয় বংশ ব্রাহ্মণ ঋষি বংশে পরিণত হইয়াছে। বৃষাগিরের পুত্রগণ ঋজ্রাশ্ব রাজর্ষি অম্বরীষ, সহদেব, ভয়মান ও সুরাধা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী যোদ্ধা ছিলেন। ইঁহারা ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১০০ সূক্তের ঋষি। রাজা ভাবয়ব্যও ১ম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের ঋষি। ক্ষত্রিয় রাজর্ষি ত্রসদস্যু ৪র্থ মণ্ডলের ৪২ সূক্তেরর ঋষি। ত্রিবৃষ্ণের পুত্র ত্র্যরুণ রাজর্ষি, ভরতের অপত্য অশ্বমেধ রাজর্ষি ও পুরুকুৎসের অপত্য রাজর্ষি ত্রসদস্যু ৫ম মণ্ডল, ২৭ সূক্তেঋষি। বৈদিক বা ঔপনিষদিক যুগে ক্ষাত্রিয়েরা কেবল যে ঋষি হইতেন তাহা নহে, তাঁহারা যথাবিধি ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করাইয়া ব্রহ্মবিদ্যা দান পর্য্যন্ত করেন। সুপ্রাচীন বৃহদারণ্যকোপনিষদে ইহার পরিষ্কার উদাহরণ আছে। বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১ম ব্রাহ্মণের ১।১৪ ও ১৫ বচনে আছে যে, কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট বালাকি (বলাকার পুত্র) গার্গ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে অক্ষম হইয়া বলিলেন—আমি ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জন্য তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছি। "স হোবাচ গার্গ্য উপত্বায়ানীতি।" অজাতশত্রু বলিলেন যে, ব্রাহ্মণ যে ক্ষাত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে 'ব্রহ্ম উপদেশ করুন' বলেন তাহা প্রতিলোম অর্থাৎ বিপরীত-আচার। "স হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং চৈতদ্ যদ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াদ্ ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি।"

বৃহদারণ্যক, ২।১।১৫। ঐ বৃহদারণ্যকের ৬ষ্ঠ অধ্যয়ে, ২য় ব্রাহ্মণে আছে যে, আরুণেয় (অরুণতনয়) শ্বেতকেতু পাঞ্চাল-রাজ জৈবলি (জীবল পুত্র) প্রবাহণের প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার পিতা গৌতমকে তাহা জানান। গৌতমও তাহা না জানায়, তিনি ঐ রাজার নিকট ব্রহ্মচর্য্য লইয়া ঐ বিদ্যার প্রার্থী হন, রাজা বলিলেন—"গৌতম, আপনি তীর্থমত অর্থাৎ "শাস্ত্রবিহিত ন্যায়ে" (—শঙ্করাচার্য্য) আমার নিকট বিদ্যাগ্রহণে ইচ্ছা করুন। "হাঁ, আমি যথাবিধি আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি"—এই বলিয়া উপগমন কীর্ত্তন দ্বারা পূর্ব্বে যেরূপ ব্রাহ্মণেরা যাইতেন, তদ্রূপ তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিলেন। "স বৈ গৌতম তীর্থেনেচ্ছাসা ইত্যুপৈম্যহং ভবন্তমিতি বাচা হস্ম বৈ পূর্ব্ব উপযন্তি স হোপায়নকীর্ত্ত্যো বাস॥" বৃহদারণ্যক, ৬।২ ৭। পাঞ্চাল রাজ প্রবাহণ অতঃপর গৌতমকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। ক্ষত্রিয় রাজর্ষি জনক, গৃৎসমদ এবং বীতিহব্যও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন;—(শতপথ ব্রাহ্মণ; রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ১৮।৫৫; মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ৩০ অধ্যায়)। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৩০ অধ্যায়, ৩, ৫৭-৫৮ শ্লোকে আছে যে, গৃৎসমদ হৈহয়দিগের রাজা বীতিহব্যের পুত্র। বীতিহব্য ক্ষত্রিয় ছিলেন; কিন্তু পরে সবংশে ব্রাহ্মণ হন। তাঁহার পুত্র গৃৎসমদ ঋষি ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম তিন সূক্তের রচয়িতা। ত্রয্যারুণি, পুষ্করিণি এবং কবি, বা কপিল পরে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (ভাগবত, ৯।২১, বিষ্ণু পুরাণ, ৪।১৯।১০)। ধার্ষ্ট নামে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি অবনামণ্ডলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (ভাগবত, ৯।২।) শিনির পুত্র গার্গ্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। সন্নতিমানের পুত্র কৃতী ক্ষত্রিয় হইয়াও হিরণ্যনাভের নিকট যোগপ্রাপ্ত হইয়া প্রাচ্য সামের ছয়খানি সংহিতা বিভাগ পূর্ব্বক অধ্যাপন করেন। ক্ষত্রিয় হর্য্যশ্ব পুত্র মুদ্গল হইতে জাত ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া মৌদ্গল্য নামে অভিহিত হন।—বিষ্ণুপুরাণ,

৪।১৯।১৬। ক্ষত্রিয় ভর্ম্যাশ্ব পুত্র হইতে ব্রাহ্মণ জাতির মৌদ্গল্য গোত্র সম্ভূত হয় (ভাগবত ৯।২১)। নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য ছিলেন, পরে তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন (ব্রহ্মপুরাণম্, ৭।৪২, হরিবংশ, হরিবংশপর্ব্ব, ১১।৯)। হরিবংশের ৩১ অধ্যায়ে ৩৩।৩৫ শ্লোকে আছে যে, যযাতিপুত্র পুরু হইতে অধঃস্থ দ্বাবিংশতি পুরুষ মহারাজ বলির, অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, এবং কলিঙ্গ নামক পাঁচজন ক্ষত্রিয় পুত্র পরে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।—ব্রহ্মপুরাণম্, ১৩।৩০।৩১ এবং মৎস্য পুরাণম্ ৪৮।২৪।২৮ শ্লোকেও ঐরূপ আছে। বায়ু পুরাণ (৯৯।২৭) বলিয়াছেন যে বলি "পুত্রানুৎপাদয়ামাস চাতুর্ব্বর্ণ্যকরান্ ভুবি।" অর্থাৎ বলি চাতুর্ব্বর্ণ্যকর পুত্রসমূহ এই পৃথিবীতে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। অন্ধমুনি বৈশ্য ছিলেন, তাঁহার শূদ্রানী স্ত্রীর পুত্র সিন্ধুমুনি ব্রহ্মবাদী মুনি হইয়াছিলেন (বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৩ সর্গ, ৫১ ও ৬৪ সর্গ ২৪।৫৫)। জীবন্মুক্ত পক্ষিরাজ ভুষুণ্ড কাক শূদ্র ছিলেন। তিনি বিদ্যাধরকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। (যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, নির্ব্বাণ প্রকরণ, উত্তর ভাগ, ১৬ সর্গ এবং পূর্ব্বভাগ ১৮।২৭ সর্গ)। ঐ যোগবাশিষ্ঠে আরও আছে যে, "ব্রহ্মার রথবাহী হংসগণ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে, সর্ব্বদাই বেদমন্ত্র প্রণব উচ্চারণ করে এবং সামগান করে" (পঞ্চানন তর্করত্নকৃত ঐ বঙ্গানুবাদ, নির্ব্বাণ প্রকরণ, পূর্ব্বভাগ, ১৫ সর্গ)। ব্রহ্মার রথ বহিয়া পক্ষীরা পর্য্যন্ত বেদে এবং প্রণবে অধিকার পাইতে পারে, আর ব্রাহ্মণদিগকে এত রকমেও বহিয়া বহিয়া যদি শূদ্রেরা বেদে এবং প্রণবে অধিকার না পায়, তবে ব্রাহ্মণদিগের গৌরব এবং মর্য্যাদা কোথায় থাকে? যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে নিশাচর বেতাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সমাধিস্থ হন (ঐ নির্ব্বাণ প্রকরণ, পূর্ব্বভাগ, ৭২ সর্গ)। আর শূদ্রের বেলায় যত অপরাধ? স্কন্দ পুরাণে আছে :—"অব্রাহ্মণ্যে তদা দেশে কৈবর্ত্তান্ প্রেক্ষ্য ভার্গবঃ। স্বপক্ষং প্রবলং কর্ত্তুং যজ্ঞসূত্রমকল্পয়ৎ॥ স্থাপয়িত্বা স্বকীয়ে স ক্ষেত্রে

বিপ্রান্ প্রকল্পিতান্। জামদগ্ন্যস্তদোবাচ সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা॥” অর্থাৎ :—ভার্গব ব্রাহ্মণহীন সেই (ম্লেচ্ছ) দেশে কৈবর্ত্ত সকলকে দেখিয়া স্বপক্ষ প্রবল করিবার জন্য যজ্ঞসূত্র সৃষ্টি করিলেন এবং সেই সমস্ত প্রকল্পিত বিপ্রদিগকে স্বকীয় ক্ষেত্রে স্থাপন করিয়া সুপ্রীত অন্তরাত্মা জামদগ্ন্য তখন বলিলেন। পরশুরামের কৃপায় কৈবর্ত্তেরা ব্রাহ্মণ হইলেন। আবার কণ্বের কৃপায় ম্লেচ্ছেরা শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় হইলেন। যথা :—“সরস্বত্যাজ্ঞয়া কণ্বো মিশ্রদেশমুপাযযৌ ম্লেচ্ছান্ সংস্কৃতমাভাষ্য তদা দশ সহস্রকান্॥ বশীকৃত্য স্বয়ং প্রাপ্তো ব্রহ্মাবর্ত্তে মহোত্তমে। তে সর্ব্বে তপসা দেবীং তুষ্টবুশ্চ সরস্বতীম্॥ সপত্নীকাংশ্চৈতান্ ম্লেচ্ছান্ শূদ্রবর্ণায় চাকরোৎ। কারুবৃত্তিকারাঃ সর্ব্বে বভূবুর্বহুপুত্রকাঃ॥ দ্বিসহস্রাস্তদা তেষাং মধ্যে বৈশ্যা বভূবিরে। তদা প্রসন্নো ভগবান্ কণ্বো বেদবিদাং বরঃ॥ তেষাং চকার রাজানং রাজপুত্র পুরং দদৌ॥”—ভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গ, পূর্ব্বখণ্ড, ৪।২১। অর্থাৎ :—সরস্বতীর আজ্ঞায় কণ্ব মিশ্রদেশ (মিশরে) গিয়াছিলেন। তথায় দশ সহস্র ম্লেচ্ছকে সংস্কৃত শিখাইয়া বশীভূত করিয়া মহোত্তম ব্রহ্মাবর্ত্তে স্বয়ং তাহাদিগকে আনেন। তাহারা সকলে তপস্যা দ্বারা দেবী সরস্বতীকে তুষ্ট করে। তিনি সপত্নীক সেই ম্লেচ্ছগণকে শূদ্রবর্ণ করিয়াছিলেন। কারুবৃত্তিসম্পন্ন তাহাদের বহুপুত্র হইলে তাহাদের মধ্যে দ্বিসহস্র বৈশ্য হইয়াছিলেন। তাহার পর বেদজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ কণ্ব প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে রাজার পুত্র করিয়া পুরী দান করিয়াছিলেন। আজকালও অনেক শূদ্রাদি নিম্নবর্ণের ব্যক্তিগণ সরস্বতী দেবীকে তপস্যার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদ্যালাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কণ্বের ন্যায় এমন ব্রাহ্মণ কি নাই যিনি ইঁহাদিগকে উন্নত বর্ণে স্থাপিত করিতে পারেন? আজ আবার ব্রাহ্মণদিগকে তাহাই করিতে হইবে ম্লেচ্ছকেও ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করিয়া। ঐ ভবিষ্য পুরাণেই আছে যে, মহর্ষি কাশ্যপ তাহাও করিয়াছিলেন। যথা :—“মিশ্রদেশোদ্ভবাঃ

ম্লেচ্ছাঃ কাশ্যপেন সুশাসিতাঃ। সংস্কৃতাঃ শূদ্রবর্ণেন ব্রহ্মবর্ণমুপাগতাঃ। শিখাসূত্রং সমাধায়ঃ পঠিত্বা বেদমুত্তমম্॥"—ভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গ পূর্ব্বখণ্ড, ৪।২১। অর্থাৎ কাশ্যপের প্রচেষ্টায় মিশ্রদেশের (মিশরের বা ইজিপ্টের) অনেক ম্লেচ্ছ শিখাসূত্রধারণ ও বেদপাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ হন। স্কন্দ পুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে আছে যে, পরশুরাম শ্রাদ্ধ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ না পাইয়া 'চিতা' হইতে ৬০ জন ব্যক্তিকে লইয়া তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণত্ব, চতুর্দ্দশ গোত্র ও ষোড়শ উপাধি প্রদান করেন। এই ভাবে কোঙ্কন প্রদেশের 'চিৎপাবন' ব্রাহ্মণেরা সৃষ্ট হইয়াছিলেন। শবদাহকারী চণ্ডালদিগকেই কি তিনি ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন? ঐ সহ্যাদ্রি খণ্ডের অন্যত্র পাওয়া যায় যে মহারাষ্ট্রের কর্হাদ ব্রাহ্মণেরা পরশুরাম কর্ত্তৃক উষ্ট্র-অস্থি হইতে নির্ম্মিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা অনার্য্য সম্ভূত। রামচন্দ্র যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণ না পাইয়া অষ্টাদশ সহস্র পাহাড়িয়া জাতিকে ব্রাহ্মণ করেন সুরাটের ৫৫ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে 'পার্লাবাদ' নামক স্থানে। ইঁহারাই 'অনর্ব্লা' নামক গুজরাটি ব্রাহ্মণ। গুজরাটের 'সজোদ্র' ব্রাহ্মণেরাও এইরূপ পাহাড়িয়া জাতি হইতে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত। গুজরাটের 'নাগর' ব্রাহ্মণেরা 'নাগ' (সর্প) নামক অনার্য্য জাতি সম্ভূত শিবের কৃপায়। (John Wilson's 'Indian Çaste'; Bombay 1887. Vol II. pp. 19, 21; Bombay Gazetteer, Vol ix, Pt. I এবং The Indo-Aryan Races, Ramaprasad Chanda pp. 180-182 (1816 Ed.) দ্রষ্টব্য)। মহারাষ্ট্রের আভীর ব্রাহ্মণেরা আভীর (মহাশূদ্র) বংশ সম্ভূত বলিয়া রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় অনুমান করেন। (The Indo-Aryan Races, p. 184.) প্রাচীনকালেও এইরূপ অনেকে শূদ্রজাত হইয়াও মহাব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। যথা :—"জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্তাৎ শ্বপাকাচ্চ পরাশরঃ। শুক্যাঃ শুকঃ কণাদাখ্যঃ তথোলূক্যাঃ সুতোঽভবৎ। মৃগীজ ঋষ্যশৃঙ্গোঽপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ

মন্দপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্যমুচ্যতে॥ মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্তু মণ্ডুকীগর্ভসম্ভবঃ। বহবোঽন্যেঽপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে শূদ্রযোনয়ঃ॥” ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব্ব, ৪২ অ। অর্থাৎ :—কৈবর্ত্ত কন্যার গর্ভে ব্যাস, শ্বপাক (ব্যাধ বা কুকুর ভক্ষণকারী চণ্ডাল) গর্ভে পরাশর, ম্লেচ্ছকন্যা শুকীর গর্ভে শুকদেব, অনার্য্যাকন্যা উলূকীর গর্ভে কণাদ (বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা), শূদ্রকন্যা মৃগীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ, গণিকাগর্ভে বশিষ্ঠ, নাবিককন্যার গর্ভে মন্দপাল, এবং হীন, জাতীয়া মণ্ডুকীর গর্ভে মুনিরাজ মাণ্ডব্য জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ আরও অনেকে শূদ্রাদি গর্ভজাত হইলেও ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত একসঙ্গে এইরূপ বহু মহাপুরুষ ও মহানারীর নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। “মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ। রজস্তমঃ প্রকৃতয়স্তস্মিং স্তস্মিন্ যুগে যুগে॥ বহবো মৎ পদং প্রাপ্তা স্বাষ্টকায়াধবাদয়ঃ। বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥ সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ। ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাধ্বরে॥”—ঐ ১১।১২।৩-৫। অর্থাৎ :—মনুষ্য মধ্যে রজস্তমঃ স্বভাব, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজ প্রভৃতি মনুষ্যগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা :—বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ, বৃষপর্ব্ব, বলি: বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্, জাম্বুবান্, গজেন্দ্র, জটায়ু, বণিক্‌পথ (তুলাধার), ধর্ম্মব্যাধ, কুব্‌জা, ব্রজগোপীগণ ও যজ্ঞপত্নীগণ। “বাৎস্যায়ন অকুতোভয়ে বলিয়াছেন যে এই ঋষিত্ব ঋষির বংশধরগণের, আর্য্য অনার্য্য এমন কি ম্লেচ্ছগণের পর্য্যন্ত সাধারণ সম্পত্তি।”—ভারতে বিবেকানন্দ ২৫৬ পৃঃ। বাৎস্যায়ন আরও বলেন যে, যিনি যথাবিহিত সাক্ষাতকৃতধর্ম্মা তিনি ম্লেচ্ছ হইলেও ঋষি হইতে পারেন।—ভারতে বিবেকানন্দ, ৬৬৪ পৃঃ।

(১০) বুদ্ধ ধর্ম্মের আর্য্যত্ব

নারায়ণের অবতার বলিয়া প্রখ্যাত (পূর্ব্বে লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে) আর্য্য বা হিন্দু গৌতম বুদ্ধদেব জাতিভেদ মানিতেন না। অনেকে বুদ্ধদেবকে অহিন্দু বলিয়া থাকেন। এইজন্য এ স্থলে সংক্ষেপে বুদ্ধদেব যে সম্পূর্ণ হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্ম যে সম্পূর্ণ হিন্দুধর্ম্ম তাহা একটু বলিয়া লই। * আর্য্য বৌদ্ধধর্ম্ম খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫০০।৬০০ বৎসর হইতে খৃষ্টীয় ৫।৬ শত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতীয় প্রধান ধর্ম্মরূপেই বিরাজমান ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের প্রায় সর্ব্বস্থলেই মিল। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণ আর্য্যধর্ম্ম; পালি ত্রিপিটকে ইহাকে বহু বহু স্থলেই "অরিয়ো ধম্মো" বলা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম উপনিষদ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মেরই রূপান্তর। বিদেশী জার্ম্মাণ পণ্ডিত ম্যাক্স্‌মূলারও বলিয়াছেন—It has been rightly said, without Brahmanism no Buddhism"—The six systems of Indian Philosophy by Max Muller, p. 237. অর্থাৎ:— ইহা সত্য সত্যই বলা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণধর্ম্ম ছাড়া বুদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব নাই। শঙ্করাচার্য্যদেব (তাঁহার মায়াবাদে) ও তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদ আচার্য্য ('মাণ্ডুক্য কারিকা'তে) বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের পরমোদার বিপুল-কোলে মিশাইয়া লইয়াছিলেন। নাগার্জ্জুনের 'মাধ্যমিককারিকা'তে এবং গৌড়পাদ আচার্য্যের 'মাণ্ডুক্যকারিকা'তে বহুস্থলে ভাবসাম্য ও ভাষা-সাম্য দেখা যায়। বৌদ্ধ মাধ্যমিক এবং শাঙ্কর বৈদান্তিকদের মায়ার লক্ষণ প্রায় একরূপ। বুদ্ধদেব নিজেও যোগে (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধিতে) অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং তাঁহার এক গুরু ছিলেন সাংখ্য আরাড় কালাম, আর

* যাঁহারা বুদ্ধদেবের বৌদ্ধধর্ম্মের আর্য্যত্ব বা হিন্দুত্ব সম্বন্ধে আরও তথ্যগবেষণা জানিতে চাহেন তাঁহারা আমার লিখিত "বুদ্ধ চরিতের আভাষ" পড়িবেন।—লেখক।

এক গুরু ছিলেন যোগী রুদ্রক রামপুত্র। [মজ্‌ঝিমনিকায়ের অরিয়-পরিয়েসনা সুত্ত (১।১৬৩-১৬৬ পৃঃ) ; অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত মহাকাব্য (১২শ সর্গে) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য] এই বৌদ্ধধর্ম্ম শৈব বৈষ্ণবাদি ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত থাকিলে আজ হিন্দুধর্ম্ম প্রায় জগদ্ব্যাপী হইত। এই আর্য্য বৌদ্ধধর্ম্মে আমরা জাতিভেদের সঙ্কীর্ণতা পাই না। এই আর্য্য-বৌদ্ধযুগেও (প্রায় সহস্রাধিক বৎসর) আমরা ভারতে বর্ত্তমানের জাতিভেদ প্রথা বা অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা প্রথা পাই না। ঐতিহাসিক বৌদ্ধযুগের অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া বর্ত্তমান জাতি ভেদ প্রথার নাগবন্ধন হইতে ভারত মুক্ত ছিল। এই ঐতিহাসিক দেড় হাজার বৎসরের সাক্ষ্য বিবেচনা করিবার আশু প্রয়োজন আসিয়াছে। আর প্রাগৈতিহাসিক ঔপনিষদিক যুগের সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বর্ণবাদের মূল পরিকল্পনা, মূল উৎসপরিচয় আমরা পাই তাহাতে ভারতীয় বর্ণ সমূহ বর্ত্তমান জাতিবাদের নাগবন্ধন হইতে সম্পূর্ণই মুক্ত ছিল; তাহাতে বর্ত্তমান কুল ও বংশগত সঙ্কীর্ণ জাতিভেদের মূঢ় প্রগল্‌ভতা নাই। আছে তাহাতে এক আধ্যাত্মিক, দার্শনিক ঋষি পরিকল্পনা, এক দিব্য গুণ-কর্ম্ম-চরিত্র-ধর্ম্মপরিকল্পনা, যাহা আর্য্য বুদ্ধদেব ঋষিঋণ রূপে, উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াই সমাজে তাহা প্রতিষ্ঠিত করেন নবভাবে তাহার ব্যঞ্জনা ও মূর্চ্ছনা দিয়া। জাতিবাদের এই ঔপনিষদিক দার্শনিক পরিকল্পনাকে অস্বীকার করিয়াছেন ভারতীয় ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধযুগের অনেক পরে তখনই যখন তাঁহাদের প্রাণ উৎস রুদ্ধতোয় হইয়া আসিতেছে, দাম্ভিকতার প্রগল্‌ভনেশা শৈবাল দামের ন্যায় যখন জাতির স্বচ্ছন্দগতিকে বদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছে, পরমার্থ-তপস্যাহীনতা যখন অর্থ সাধনার ভোগবাদে মত্ত হইয়াছে, আত্মবাদকে পিষ্ট করিয়া দেহাত্মবাদকে জাতি রচনায় নিয়োগ করিয়া। যোগবাদের বিরুদ্ধে ভোগবাদের, আত্মবাদের বিরুদ্ধে দেহাত্মবাদের, ব্রহ্মবিদ্যার, পরাবিদ্যার বিরুদ্ধে কর্ম্মকাণ্ডের,

অপরাবিদ্যার, এই সুরাসুরের, ব্রাহ্মণ শূদ্রের দ্বন্দ্বের ইতিহাস, সম্যক্ আলোচিত হওয়ার প্রয়োজন আসিয়াছে। সে ইতিহাস অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাইব, যুগে যুগে সঙ্কীর্ণ জাতিবাদ ত্যাগ, সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াই ভারত তাহার সন্ন্যাসবাদের উপর, ভিক্ষা, বা যতিবাদের উপর যে বিশ্ব-মানবতা রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছে তাহাতে জাতিবাদের চাতুর্ব্বর্ণ্যের শ্রাদ্ধক্রিয়া, লৌকিক চিহ্ন শিখাসূত্র ত্যাগের, বিসর্জ্জনের 'বিরজা' হোমই দিব্যগন্ধে আকাশ বাতাসে মধুবিদ্যায় মধুময় হইয়াছে। এই আর্য্য ভাবধারারই এক বিপুল দিব্যাবদান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল বুদ্ধদেবে ও তাঁহার সমাজ সংস্থায়।

(১১) বুদ্ধদেব জাতিবাদ মানিতেন না :—

(ক) ক্ষত্রিয়ের 'গুরুত্ব'।

ব্রাহ্মণেরা যে 'গুরুত্ব' দাবী করেন তাহা বুদ্ধযুগে পাই না। বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব হইলেও তাঁহার প্রধান তিন শিষ্য সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন ও মহাকাশ্যপ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহা ছাড়া তদানীন্তন কালের বহু প্রথিতনামা ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ ও সমাজস্থরূপেই বুদ্ধদেবের 'উপাসক' বা গৃহীশিষ্য হন। যথা :—"জানুস্সোণি ব্রাহ্মণ" (মজ্ঝিমনিকায়, ১।৩।৭ বা ১।১৮৪ পৃঃ); "পিঙ্গলকোচ্ছ ব্রাহ্মণ" (মজ্, ১।৩।১০ বা ১।২০৫পৃঃ) "সালেয্যক ব্রাহ্মণ" গৃহপতিগণ (মজ্, ১।৫।১ বা ১।২৯০ পৃঃ); "দোণ" (দ্রোণ) "সঙ্গারবো" "কারণপালী" ও "পিঙ্গিয়ানি" ব্রাহ্মণ-গণ (অঙ্গুত্তরনিকায়, ৫।১৯২-১৯৪ নং); "সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ" (দীঘনিকায়, সোণদণ্ড সুত্ত, ৪।২৪ বা ১।১২৫ পৃঃ); "কূটদন্ত ব্রাহ্মণ" (দীঘ, কূটদন্ত সুত্ত, ৫।২৮ বা ১।১৪০ পৃঃ); "বাশেট্‌ঠ (বাশিষ্ট) ব্রাহ্মণ" (দীঘ, তেবিজ্জ-সুত্ত, ১৩।৮২ বা ১।১৫২ পৃঃ); সপরিবারে সপরিষদে অমাত্যগণসহ বিখ্যাত "পোকখরসাদি ব্রাহ্মণ" বুদ্ধশিষ্য হন (দীঘ, অম্বট্‌ঠসুত্ত, ৩।১।২২ বা

১।১১০ পৃঃ); বিখ্যাত মৈথিলী ব্রাহ্মণ গৃহপতি "ব্রহ্মায়ু" ব্রাহ্মণও বুদ্ধ-শিষ্য হন (দীঘ,ব্রহ্মায়ুসুত্ত, ২।৫।১ বা ২।১৪৫ পৃঃ); "অগ্‌গিক (অগ্নিক) ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ" ও বুদ্ধের উপাসক (গৃহীশিষ্য) হন (সুত্তনিপাত; ১।৭ বা ২০ পৃঃ)। ইঁহারা সকলেই গৃহস্থ ব্রাহ্মণরূপে সমাজে থাকিয়াই ক্ষত্রিয়কুলজাত বুদ্ধদেবের গৃহীশিষ্য হন। বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

(খ) ব্রাহ্মণত্ব জাতিতে নহে।

সুত্তনিপাতে জাতি সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের একটি চমৎকার উপদেশ আছে :—
"ন জচ্চা বসলো হোতি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো। কম্মুনা বসলো হোতি কম্মুনা হোতি ব্রহ্মণো॥"—সুত্তনিপাত, ১।৭।২২, (১৩৬) বা ১৯২ পৃঃ। অর্থাৎ :—জাতির দ্বারা কেহ বৃষল (পতিত জাতি) বা ব্রাহ্মণ হয় না; কর্ম্ম দ্বারাই বৃষল বা ব্রাহ্মণ হয়। কার্য্যতঃও বুদ্ধদেব এবং তাঁহার সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যেরা তাহাই করিয়াছেন।

(গ) বৌদ্ধযুগে বর্ত্তমান জাতিভেদ ছিল না।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০ অব্দে ঔপনিষদিক যুগের পরেই বুদ্ধদেবের সময়ে আমরা যে 'বর্ণভেদ' পাই তাহাতে বর্ত্তমান 'জাতিভেদ' ছিল না। পালি ত্রিপিটক হইতে আমরা ইহার অনেক সাক্ষ্য পাই। অঙ্গুত্তরনিকায়ে (১।১৬২; ৩।২২৪-২২৫ পৃঃ) ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ছাড়া চণ্ডাল, নৈষধ, বেণ, রথকার ও পুক্কশ নামক কয়েকটী পৃথক্ বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুত্তবিভঙ্গে নলকার, কুম্ভকার, 'পেসকার' (তন্তুবায়), চর্ম্মকার, নাপিত, বেণ, রথকার, চণ্ডাল, নিষাদ ও পুক্কশ এই অন্ত্যজ জাতিগুলির নাম আছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি হীন শিল্পী ও শেষের পাঁচটি হীন জাতি বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহারা শূদ্র হইতে পৃথক্। কিন্তু মন্বাদির মতে

যাহারা বর্ণসঙ্কর তাহারাই এখন শূদ্র বলিয়া খ্যাত। জাতিতে শূদ্র যে প্রাচীনকালে ও অপ্রাচীন কালে কাহারা ছিল সম্যক্ নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। মজ্‌ঝিম-নিকায়ের অস্‌সলায়নসুত্তে (৯৩ সুত্তন্ত, ২।১৪৭-১৫৭ পৃঃ); অঙ্গুত্তর-নিকায়ে (২।৮৫), সংযুত্তনিকায়ে (১।৯৩), বিনয়ে (৪।৬-১০) প্রভৃতিতে বেণ, নিষাদ ও রথকার নামক তিনটি জাতিও চণ্ডাল ও পুক্কশের সঙ্গে পাওয়া যায়। ইহারা হীনজাতীয় বলিয়া খ্যাত ছিল। ইহারাই কি শূদ্র? তাহা হইলে নমঃশূদ্র, রাজবংশী প্রভৃতিকে তো আর শূদ্র বলা যায় না। ইহা ছাড়া 'দাস' বলিয়া অন্য সম্প্রদায়ও ছিল। [দীঘনিকায়, ১।৫,৬০,৭২,৯৩,১৪১ ; অঙ্গুত্তরনিকায় ১।১৪৫,২০৬ ; ২।৬৭,৩।৩৬,১৩৩ ; ২১৭ ; বিনয় ১।১৯১, ৪।২২৪ ; জাতক ১।২০০ ; সুমঙ্গল বিলাসিনী (বুদ্ধঘোষের টীকা), ১।১৬৮ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য]।

(ঘ) জাতিবাদত্যাগের উচ্চ আদর্শ বুদ্ধদেবের সময়ে এবং পূর্ব্বেও ছিল।

অনেকে বলেন যে, বুদ্ধদেবই জাতিভেদ নিজ সম্প্রদায় হইতে তুলিয়া দেন। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। তাঁহার সময়ে বা তাঁহার পূর্ব্বে বর্ত্তমান জাতিভেদ ছিল না। মজ্‌ঝিমনিকায়ের অস্‌সলায়নসুত্ততে (৯৩ নং) আছে যে, ব্রাহ্মণেরা গৌতমকে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বলেন কারণ তাঁহারা ব্রহ্মার মুখজাত। তাহাতে উত্তরে বুদ্ধদেব যে অতীব চমৎকার যুক্তিযুক্ত বিবরণ দেন তাহা সংক্ষেপে দিলাম। বুদ্ধদেব বলেন :—(১) ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সব ব্রাহ্মণেরা জাত হন তাঁহারাই ঐরূপ বলেন। (২) "যোন কম্বোজেসু অঞ্ঞেসু চ পচ্চন্তিমেসু জনপদেসু দেব বন্না অয্যো চ' এব দাসো চ ; অয্যো হুত্বা দাসো হোতি ; দাসো হুত্বা অয্যো হোতীতি।"—(ঐ, ২।১৪৯ পৃঃ) অর্থাৎ :—যবনদেশে, কম্বোজদেশে এবং অন্য পশ্চিম জনপদে আর্য্য ও

দাস দুই বর্ণমাত্র আছে ; আর্য্য হইয়া দাস হয় ও দাস হইয়া আর্য্য হয়। ব্রাহ্মণ অশ্বলায়ণও ঐরূপ শুনিয়াছিলেন বলেন। সুতরাং বুদ্ধদেবের সময়েও অনেক স্থলে, যেমন কম্বোজে বা নেপালে, আর্য্য ও দাস এই দুইটী মাত্র বর্ণ ছিল। অশোকের 'ধর্ম্মলিপি' (Rock Edict No. 5) তে আমরা পাই যে, যবন, কম্বোজ, গান্ধার ও অন্যান্য পশ্চিম রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ তুল্য ভৃত্যদিগের সুখ ও কল্যাণের জন্য অশোক ধর্ম্মমহামাত্রদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। ওই শিলা লিপির "ব্রহ্মনিভ ভতিময়" কি যে ব্রাহ্মণেরা ভৃত্য বা যে আর্য্যেরা দাস হইয়াছিলেন তাহাই নির্দ্দেশ করে না? এই ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের মূল্য অনেক বেশী। (৩) প্রাণহত্যাদি মিথ্যা দৃষ্টি দ্বারা চারি বর্ণই নরকে যায়। (৪) প্রাণহত্যাদি হইতে বিরত সম্যক্ দৃষ্টি দ্বারা চারি বর্ণই স্বর্গে যায়। (৫) কোশল-দেশে (বর্ত্তমান সংযুক্তপ্রদেশ) চারি বর্ণই বৈরহীন মৈত্রীভাবাপন্ন। (এই কোশলদেশ আবার কবে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবে?)। (৬) ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণইনদীতে স্নান করিয়া স্বস্তিবোধ করে। (৭) ক্ষত্রিয়কুলের, ব্রাহ্মণকুলের, রাজন্যকুলের, চণ্ডালকুলের, নিষাদকুলের, বেণকুলের, রথকারকুলের, পুক্কশকুলের, যে কেহ অগ্নি জ্বালিলে তাহার অর্চ্চি (শিখা) বর্ণ ও প্রভাযুক্ত হয়। (৮) ক্ষত্রিয়কুমার এবং ব্রাহ্মণ কন্যা হইতে উৎপন্ন পুত্র মাতার সদৃশ বা পিতার সদৃশ হইলে তাহাকে ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বলা হয়। (এখানে পিতামাতার সাদৃশ্যানুযায়ী একই বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় পাইতেছি)। (৯) অশ্ব ও গর্দ্দভের শাবক মাতা বা পিতার সাদৃশ্যানুসারে অশ্ব বা গর্দ্দভ বক্তব্য হয়। (১০) সহোদর দুই ভাইয়ের মধ্যে যে অধ্যাপকের নিকট শিক্ষিত সেই শ্রাদ্ধ-যজ্ঞাদিতে আদৃত (অপরটি শিক্ষিত নহে)। (১১) এই অশিক্ষিত সহোদর যদি শীলবান্ কল্যাণ-ধর্ম্মযুক্ত হয় তবে সে দুঃশীল পাপধর্ম্মযুক্ত শিক্ষিত সহোদর অপেক্ষা শ্রাদ্ধ-যজ্ঞাদিতে আদৃত।

(এইরূপে গৌতম বুদ্ধদেব চারি বর্ণেরই শুদ্ধি জ্ঞাপন করেন)।—(মজ্‌ঝিমনিকায়, অস্‌সলায়নসুত্ত, ২।৫।৩ (৯৩) বা ২।১৪৮-১৫৪ পৃঃ)। ইহার পরে বুদ্ধদেব এক প্রাচীন কাহিনী উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ঋষি অসিতদেবল সপ্তব্রহ্মর্ষিকে গর্ভস্থ ভ্রূণের ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব বা শূদ্রত্ব জানা যায় না বলিয়া তাঁহাদের "জাতিবাদ" দূর করেন (ঐ, ২।১৫৭ পৃঃ)। সুতরাং ঐরূপ উদার ও যুক্তিযুক্ত গুণকর্ম্মচরিত্র ধর্ম্মানুযায়ী উচ্চ জাতিবাদ বুদ্ধদেবের নিজস্ব সৃষ্টি নহে। বুদ্ধদেবের ন্যায় অনেক ঋষিও তৎকালে ঐরূপ উদার মত পোষণ করিতেন এবং সমাজেও ইহার প্রাধান্য ছিল। বুদ্ধদেব দীর্ঘনিকায়ের অম্বট্‌ঠসুত্তে বলিতেছেন :—"পহায় খো অম্বট্‌ঠ জাতিবাদবিনিবন্ধঞ্চ গোত্তবাদ বিনিবন্ধঞ্চ"।—(দীঘ, অম্বট্‌ঠ সুত্ত, ৩।২।১ বা ১।১০০ পৃঃ) অর্থাৎ :—হে অম্বষ্ঠ, জাতিবাদবন্ধন ও গোত্রবাদবন্ধন ত্যাগ করিয়াই অনুত্তর বিদ্যাচরণসম্পদ সাক্ষাৎ করা যায়। নির্ব্বাণ বা মোক্ষসাধনা বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। মোক্ষ বা নির্ব্বাণ পথে জাতিবাদবন্ধন ও ও গোত্রবাদবন্ধন অন্যান্য সমস্ত বন্ধনের ন্যায় যে ত্যাগ করিতে হয়, ইহা ভারতের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের নির্ব্বাণ বা মোক্ষসাধকদিগের উপলব্ধ মত। এই জন্য ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস বা ভিক্ষু-আশ্রমে জাতিভেদ ভারতে কোন দিনই নাই।

(ঙ) সন্ন্যাসে জাতিবাদ তিরোহিত

দীর্ঘনিকায়ের অগ্‌গঞ্ঞসুত্তে (২৭।৭ বা ৩।৮৩ পৃঃ) এবং মজ্‌ঝিম নিকায়ের মধুরসুত্তে (৮৪ বা ২।৮৪-৮৯ পৃঃ) বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ন্যায়, বৈশ্যের এবং শূদ্রেরও শ্রমণ বা সন্ন্যাসী

হইবার পরিষ্কার উল্লেখ পাই। "শূদ্রস্য···আশ্রমা বিহিতাঃ সর্ব্বে... ভৈক্ষচর্য্যাং···তথা বৈশ্যস্য রাজেন্দ্র রাজপুত্রস্য চৈবহি।"—মহাভারতম্, শান্তিপর্ব্ব, ৬৩।১২-১৪। অর্থাৎ:—"স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রের সমস্ত 'আশ্রম' ও ভৈক্ষ্যধর্ম্ম গ্রহণে অধিকার আছে।" টীকাকার নীলকণ্ঠও বলেন,"শূদ্রোঽপি নৈষ্ঠিকং ব্রহ্মচর্য্যং বানপ্রস্থং বা সকল-বিক্ষেপ-কর্ম্মত্যাগরূপং সংন্যাসং বানুতিষ্ঠেদেব।" অর্থাৎ শূদ্রও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য (চিরকৌমার্য্য), বানপ্রস্থ বা সকল-বিক্ষেপ-কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসে স্থিতি করিতে পারেন। অগ্‌গঞ্‌ঞ-সুত্তে (দীঘ, ২৭।৭ বা ৩।৮৩ পৃঃ) আমরা আরও পাই "ইমেসং হি বাসেট্‌ঠ চতুন্নংবণ্ণানং যো হোতি ভিক্‌খু অরহং খীণাসবো······সো তেসং অগ্‌গং অক্‌খয়তি ধম্মেন' এব নো অধম্মেন।" অর্থাৎ:—হে বাশিষ্ঠ (জনৈক বশিষ্ঠবংশজ ব্রাহ্মণ,) এই চারিবর্ণ হইতেই যিনি ভিক্ষু অর্হৎ ক্ষীণাসব···হন তিনিই সকলের অগ্র বা শ্রেষ্ঠ আখ্যাত হন, ধর্ম্মের দ্বারাই, অধর্ম্মের দ্বারা নহে। দীঘনিকায়ের সামঞ্‌ঞফলসুত্তে (§ ৬০।৬১) আছে যে একজন দাসও যদি শ্রমণ বা সন্ন্যাসী হন, তবে তিনি ক্ষত্রিয় রাজা অজাতশত্রুরও সম্মানার্হ ও পূজ্য। মজ্‌ঝিম নিকায়ের মধুরসুত্তে (২।৪।৪ (৮৪) বা ২।৮৯ পৃঃ) পরিষ্কার আছে যে, যে কোনও বর্ণের ব্যক্তি শ্রমণ বা সন্ন্যাসী হইলে তিনি সর্ব্ব-লোকের তুল্যভাবে সম্মানার্হ এবং পূজ্য। দীঘ, অম্বট্‌ঠসুত্তে (৩।১।২৮ বা ১।৯৯ পৃঃ) বুদ্ধদেব আরও বলিতেছেন যে, যেমন রাজার সেবক (শূদ্র) বা তাঁহার দাস আসিয়া যদি কোনও রাজবাক্য নিবেদন করে বা বলে, তবে সে যেমন রাজা বা রাজকর্ম্মচারী বলিয়া বিবেচিত হয় না, তদ্রূপ বামদেব, বিশ্বামিত্র, অঙ্গিরস, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষির মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া ঋষি হয় না। ব্রহ্ম বা আত্মার "দর্শনাদৃষিঃ" সুপ্রাচীন ভারতীয় মত, বর্ণ ও জাতির গণ্ডি পার হইয়াই প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে।

(চ) ত্রিপিটকে উদাহরণ

দীঘনিকায়ের অম্বট্‌ঠ-সুত্তে (৩।১।২৮ বা ১।৯৯ পৃঃ), মজ্‌ (১।৩৫৮), সংযুক্ত (১।১৫৩,২।২৮৪), ও দীঘতে (৩।৯২।৯৩) ক্ষত্রিয়দিগকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অন্য তিন বর্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ ও প্রথমোৎপন্ন বলা হইয়াছে। মহাভারতও বলেন :—"ক্ষাত্রোধর্ম্মো হ্যাদিদেবাৎ প্রবৃত্তঃ পশ্চাদন্যে শেষভূতাশ্চ ধর্ম্মাঃ।" —শান্তিপর্ব্ব (রাজধর্ম্ম পর্ব্ব ৬৪।২১।) অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আদিদেব হইতে সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মের পশ্চাৎ অঙ্গভূত অন্যান্য ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। জাতকে (৫;২৫৭) এক রাজা এক ব্রাহ্মণকে আপনা অপেক্ষা "হীন জচ্চো" (হীনজাতীয়) বলিয়াছেন। দীঘ, অম্বট্‌ঠসুত্তে (৩।১।২৩ বা ১।৯৬-৯৭) আরও আছে যে, রাজা ইক্ষ্বাকুর 'দিসা' নামক একদাসী কন্যার গর্ভে কৃষ্ণবর্ণ ঋষি কন্‌হ (কণ্ব বা কৃষ্ণ) জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ইক্ষাকুতনয়া খুদ্দরূপী বা মুদ্দরূপীর পাণিগ্রহণ করেন। এই 'কন্‌হ' হইতে ব্রাহ্মণ কন্‌হায়ণ (কণ্বায়ণ বা কৃষ্ণায়ণ) গোত্র সমুদ্ভূত হয়। অম্বট্‌ঠসুত্তের ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ এই কন্‌হায়ণ গোত্রসম্ভূত। আমরা দেখিতে পাই কপিলবাস্তুর রাজকুলের নাপিত 'উপালি' বিনয়ধরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। "বিনয়ধরানং উপালি"—(অঙ্গুত্তর ১।১৪।৪ ব ১।২৫ পৃঃ)। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের পরেই রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী সপ্তপর্ণীগুহায় প্রথম ধর্ম্ম-সঙ্গীতিতে এই নাপিত উপালির সাহায্যেই বিনয় পিটকের সঙ্কলন হয়।—(বিনয়, চুল্লবগ্‌গ, ৬।১৩।১,১২ ; ৭।১।৪ ইত্যাদি)। খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত থেরগাথা ও থেরীগাথার 'স্থবির' 'স্থবিরা' ভিক্ষুভিক্ষুণীদিগের মধ্যে অনেকেই নিম্নকুলোদ্ভূত বা নীচজাতিতে ছিলেন ; কিন্তু চরিত্র, তপস্যা ও ধর্ম্মের দ্বারা তাঁহারা বহু ব্রাহ্মণাদিরও পূজ্য বা পূজনীয়া হইয়াছিলেন। থেরগাথার কয়েকটী গাথার রচয়িতা সুনীত পুক্কশ ছিলেন ; নন্দ গোপাল ছিলেন ; মহাপন্থক ও চুল্ল (ছোট) পন্থক শ্রেষ্ঠীকন্যার গর্ভে এক দাসের ঔরসে জন্মলাভ করেন। দস্যু

অঙ্গুলিমাল (যিনি নরহত্যা করিয়া তাহাদের অঙ্গুলি দিয়া মালা ধারণ করিতেন) ভিক্ষু অর্হৎ হন। মজ্‌ঝিম নিকায়ের মহাতন্‌হসংখয় স্থত্তে আছে যে অন্য এক ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তয়িতা শ্রমণ সাতি ধীবর পুত্র ছিলেন। কেবল পুরুষের নহে, নিকৃষ্ট জাতীয় নারীরও যে 'থেরী' বা উচ্চতমা সন্ন্যাসিনী হইবার অধিকার ছিল, ইহাতে জাতি-ভেদের অস্তিত্বই কি বিড়ম্বিত হয় নাই ? যে দিন, যে কুক্ষণে ভারতে নারীর মর্য্যাদা শূদ্রের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইদিন হইতেই ভারতের অধঃপতন স্থরু হইয়াছে। তাই আমরা গৌরবময় বৌদ্ধযুগে ভারতের নারীগণকে সন্ন্যাসসজ্জায় জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে লোক-কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত দেখিতে পাই। থেরী গাথার ৭১জন 'থেরী' বা 'স্থবিরা' নারী সকলেই বিখ্যাতা সন্ন্যাসিনী। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে নিকৃষ্ট জাতীয়া ছিলেন। থেরী অম্বপালী পূর্ব্বে বেশ্যা ছিলেন; ইনি থেরীগাথার ২৫২।২৭০ নিপাতের বা শ্লোকের রচয়িত্রী। থেরী উপ্পল বণ্ণা (উৎপল বর্ণা) শ্রেষ্ঠি দুহিতা ছিলেন। প্রথম স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া ইনি পরে না জানিয়া আপন জামাতার সহিত বিবাহিতা হন। ইনি ঐ ২২৪ শ্লোকের রচয়িত্রী। থেরী অনোপমা শ্রেষ্ঠী কন্যা (থেরী গাথা ১৫১ ইত্যাদির রচয়িত্রী)। থেরী স্থজাতা বণিককুমারী ছিলেন। (ঐ ১৪৫ ইত্যাদির রচয়িত্রী)। থেরী পটাচারা কুলত্যাগিনী শ্রেষ্ঠী কন্যা ছিলেন (ঐ ২১২ ইত্যাদির রচয়িত্রী)। এই পটাচারার উপদেশে ৫০০ থেরী এক সময়ে দীক্ষিতা হন (ঐ ১২৭ ইত্যাদি)। থেরী বিমলা গণিকা ছিলেন (ঐ ৭২ ইত্যাদি)। বণিকদুহিতা শুক্কা (শুক্লা) ৫০০ ভিক্ষুণীর গুরু ছিলেন (ঐ ৫৪ ইত্যাদি)। থেরী উত্তমা দাসী ছিলেন (ঐ; ৪২)। থেরী উব্বিরি বণিক কন্যা ছিলেন (ঐ, ৫১)। থেরী অভয়মাতা উজ্জয়িনী নগরে পতিতা রমণী ছিলেন (ঐ, ৩৩।৩৪)। থেরী অড্‌ঢকাসী (অর্দ্ধকাশী) কাশীর (প্রায় অর্দ্ধকাশীর) মহাধনশালিনী

বেশ্যা ছিলেন (ঐ, ২৫, ২৬)। থেরী সুমঙ্গলের মা নলকার বা ছাতা নির্ম্মাতার পত্নী ছিলেন (ঐ, ২৩-২৪)। থেরী পুন্না বণিকদুহিতা (ঐ, ৩) এবং পুন্নিকা অনাথ পিণ্ডকের গৃহদাসী তনয়া ছিলেন। (ঐ, ২৩৬)। চাপা ব্যাধের কন্যা ছিলেন (ঐ, ২৯১।৩১১ নিপাতের রচয়িত্রী)। "সুভা কম্মারধীতা থেরী" (শুভা কর্ম্মকারকন্যা স্থবিরা) থেরী গাথার ৩৩৮।৩৬৫ শ্লোকের রচয়িত্রী।

খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত 'জাতক' হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, অনেকে নিম্নজাতীয় হইয়াও উচ্চত্ব লাভ করিয়াছিলেন। জাতকের ৩।৩৮১তে একজন কুম্ভকারের এবং ৪।৩৯২তে একজন চণ্ডালের শ্রমণ (বৌদ্ধ নহে) বা সন্ন্যাসী হওয়ার উল্লেখ আছে। কৈবর্ত্ত্য কুলজাত লোসক (লোশকজাতক ৪১নং)ও দাসের ঔরসে শ্রেষ্ঠীকন্যা পুত্র মহাপন্থক ও চুল্লপন্থক অর্হত্ব লাভ করেন (চুল্লশ্রেষ্ঠিজাতক, ৪নং)। ব্রাহ্মণের ঔরসে গণিকাগর্ভজাত উদ্দালক ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছিলেন (উদ্দালক জাতক, ৪৮৭নং)। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মালাকরকন্যা মল্লিকাকে বিবাহ করেন, (কুল্মাষপিণ্ডজাতক ৪১৫নং)। বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের এক কাষ্ঠহারিণী মহিষী ছিলেন, (কাষ্ঠহারিজাতক, ৭নং)। মহানামা শাক্যের ঔরসে এবং নাগমুণ্ডানাম্নী দাসীর গর্ভে কোশলরাজ প্রসেনজিৎপত্নী বাসবক্ষত্রিয়া জন্ম ল'ন। তাঁহার পুত্র বিরূঢক পরে কোশলরাজা হন, (কাষ্ঠহারিজাতক, ৪নং)। পর্ণিক (পুণ্ডরীক বা পুঁড়ো, শাকসব্জীর উৎপাদক) কুদ্দাল পণ্ডিত সন্ন্যাসী হন, (কুদ্দালজাতক ৭০নং)। সন্ন্যাসী মাতঙ্গ (৪৪৭নং), চিত্ত ও সম্ভূত (৪৯৮নং) চণ্ডাল ছিলেন। চণ্ডাল পুত্র শ্চপচ মাতঙ্গ বহু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি দ্বারা পূজিত হইয়া ব্রহ্মলোকে যান।—সুত্ত নিপাত, ১৯পৃঃ। সন্ন্যাসী দুকূলক (শ্যাম, ৫৪০নং) নিষাদ ছিলেন। জাতকে নারীরাও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, জানা যায় [ন্যাগ্রোধ মৃগজাতক (১২নং), অনুশোচনীয় (৩২৮নং) কুম্ভকার

(৪০৮নং), চুল্লবোধি (৪৪৩), হস্তিপাল (৫০৯), শোণনন্দ (৫২২), শ্যাম (৫৪০), ইত্যাদি জাতক দ্রষ্টব্য।]

"গঙ্গা, যমুনা, অচিরাবতী, সরভু ও মহীনদী যেমন সমুদ্রে পতিত হইয়া নাম জাতি ত্যাগ করে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই এই চারিবর্ণ শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ বা সন্ন্যাসী হইয়া তথাগতধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া নাম জাতি ত্যাগ করেন।"—বিনয়, চুল্লবগ্‌গ, ৯।১।৪। আমরা বলি :—গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্রাদি নদনদী যেমন সমুদ্রে পড়িয়া নাম জাতি ত্যাগ করে তদ্রূপ সমস্ত বর্ণ, সমস্ত জাতি, সমস্ত সম্প্রদায় সনাতন আর্য্য ধর্ম্মে পতিত হইয়া নাম জাতি বর্ণ গোত্র ত্যাগ করিয়াছে, করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে।

(১২) শঙ্করাচার্য্যদেবও বর্ত্তমান জাতিভেদ মানিতেন না।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দী হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির উপরে কুমারিল ভট্ট, গৌড়পদ আচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ যখন আবার বৌদ্ধধর্ম্মকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়া 'নব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের' (Neo-Brahmanism) পুনরভ্যুত্থান (Renaissance) আনয়ন করিলেন, তখনই বর্ত্তমান জাতিবাদের অঙ্কুরোদ্‌গম হইতে লাগিল। ইহারই পরে ক্ষুদ্রচেতা ব্রাহ্মণগণ স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার খর্ব্ব করিয়া তাঁহাদের গলায় নাগপাশ বাঁধিলেন এবং এই কার্য্য হাসিল করিবার জন্য অনেক পুরাণ সংহিতাদি নূতন রচনা করিলেন বা পুরাতনগুলির মধ্যে অনেক নূতন কথা প্রক্ষিপ্ত করিলেন। পালি সাহিত্য হইতে আমরা বেশ পরিষ্কারই বুঝিতে পারি যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত নিম্নবর্ণ বা নীচ জাতীয়েরও চরিত্র ও সাধন বলে উন্নত হওয়ার প্রথা ছিল। নীচবর্ণ বা জাতির স্ত্রী পুরুষ সকলেরই উচ্চতম শাস্ত্র ও উচ্চতম

সাধনায় অধিকার ছিল। বৌদ্ধ জাতকাদি গ্রন্থ রচিত হইবার শেষকাল পর্য্যন্তও (অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দী) এবং কুমারিল ভট্ট, গৌড়পাদ আচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্যদেবের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্তও বর্ত্তমান জাতিভেদের গোঁড়ামী ছিল না। অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মগত জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাদি ১৩ বা ১৪ শত বৎসর পূর্ব্বেকার। যাঁহারা ইহাকে "স্মরণাতীত কাল" (হিন্দুর নব জাগরণ, শ্রীদিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য কৃত ২৩৬, ২৪৭ পৃঃ ইত্যাদি); "শত শত বৎসরের" (হিন্দুর নবজাগরণ, ৬ পৃঃ), "শত শত শতাব্দীর" (ঐ, ১০২ পৃঃ; জাতিভেদ, ঐ কৃত, ২৪৪ পৃঃ); "যুগযুগান্তরের" (ঐ, ১০৯ পৃঃ), "সহস্র সহস্র বৎসর" (জাতিভেদ, ২৪৭পৃঃ); "যুগ যুগ হইতে" [মহাত্মা গান্ধী—হরিজন (বাঙ্গালা), ১৬।১১।১৩৩৯ (১ম ও ২য় সংখ্যা), ১২ পৃঃ], "সহস্র সহস্র বৎসর"—[বিবেকানন্দ, পরিব্রাজক, ৫১ পৃঃ]—বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন তাঁহারা ঐতিহাসিক ভ্রমবশতঃ না জানিয়া অতিরঞ্জন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যদেবের উক্তি বলিয়া খ্যাত, কিন্তু যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়, সেই সমস্ত বাদ দিলে, শঙ্করাচার্য্যদেব নিজে যে বড় একটা জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতা মানিতেন তাহা মনে হয় না। শঙ্করাচার্য্যও দলকে দল জেলে লইয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।—(ভারতে বিবেকানন্দ, ৩৩৩ পৃঃ)। শঙ্করাচার্য্যদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ বহু বৌদ্ধকে শুদ্ধ করিয়া যে ব্রাহ্মণাদিতে পরিণত করেন ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। শ্রীশঙ্কর দিগ্বিজয় এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্য জগদ্‌গুরু মঠাম্নায় গ্রন্থে আছে যে, পুরীর জগন্নাথ মন্দির পূর্ব্বে বৌদ্ধ মন্দির ছিল। হয়তো বৌদ্ধদের পূর্ব্বে উহা ৫৬ জাতির বা সর্ব্বজাতিরই মন্দির ছিল। সুতসংহিতা, স্কন্দ পুরাণাদি বলেন যে শবর বা চণ্ডাল জাতীয় "বিশ্ববসুর" উপাস্য "নীলমাধব"ই জগন্নাথাদি হন। ঐ শবর বিশ্ববসু বংশীয়েরা এখনও জগন্নাথাদির "নবকলেবর" সাধন এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। শবর বা চণ্ডাল

বিশ্ববসু বংশীয় এই 'দৈতপতি'দের এই অধিকার ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার সময়-কার এক তাম্রপত্রের সনদে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। জগন্নাথের মধ্যে রক্ষিত রত্নপেটিতে কেহ কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণের শেষাস্থি কেহ কেহ বলেন বুদ্ধের শেষাস্থি আছে। লাল মোহন বিদ্যানিধিকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় কিন্তু আমাদিগকে বলিতেছেন যে জাতিভেদত্যাগী সাম্যবাদী "ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ রাজা জগন্নাথে কীর্ত্তি। সাম্যবাদী তবু বলায় ক্ষত্রিয় বৃত্তি॥"—সম্বন্ধ নির্ণয় (২য় সং) ৫৮৪ পৃঃ। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ক্ষত্রিয় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কীর্ত্তি ঐ জগন্নাথ মন্দির যে চণ্ডাল মন্দির এবং বৌদ্ধ মন্দির তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। শ্রী রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ও বলেন, "Some features of the worship of Jagannath, Balarama and Suhhadra at Puri, such as the nonobservance of the caste rules in connection with the Mahaprasad or cooked food offered to the gods, and the presence of a class of priests called Daitas, who are said to be of aboriginal Savara descent, may perhaps be the last remnants of the primitive un-vedic Pancaratra ritual."—The Indo-Aryan Races, p. 121 (1916 ed.) অর্থাৎ:—মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে জাতিভেদ না মানা এবং 'দৈত' নামক আদিম শাবর বংশীয় এক শ্রেণীর পুরোহিতের অস্তিত্ব, পুরীতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার পূজার এই বিশেষত্বগুলি হয়তো আদিম অবৈদিক 'পাঞ্চরাত্র' পূজা পদ্ধতির শেষ অবশিষ্ট। এই চণ্ডাল মন্দিরের পূজাদি কালক্রমে পরে বৌদ্ধদের হাতে আসে এবং তাহার পরে যথাক্রমে শৈব ও বৈষ্ণবদের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসে।

শঙ্করাচার্য্যদেবই বৌদ্ধদেবতা ও তাঁহার সেবাইতদিগকে পরিষ্কার

হিন্দু করিয়া বৌদ্ধ মন্দিরকে হিন্দু মন্দিরে পরিণত করেন। ফাহিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তের তৃতীয় অধ্যায়ে (The Pilgrimage of Fahian. PP. 19-20.) ফাহিয়ান তাতারের অন্তর্গত খোটান (Khotan) প্রদেশে এক রথযাত্রা উৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন। রথস্থ প্রধান মূর্ত্তির (বুদ্ধদেবের) দুই পার্শ্বে দুই বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি এবং চারি পার্শ্বে অনেক দেবমূর্ত্তি ছিল—ফাহিয়েন এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ বৌদ্ধ রথযাত্রাও আষাঢ় মাসে হইত। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে খোটানে বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের এই বৌদ্ধ রথযাত্রাই কি বিখ্যাত জগন্নাথের রথযাত্রায় পরিণত হয় নাই? অথবা, বৌদ্ধ রথযাত্রা বা মূর্ত্তিযাত্রা, হিন্দু রথযাত্রা বা মূর্ত্তিযাত্রা হইতে বিভিন্ন বিবেচিত হয় নাই? ইহাতে তখনকার গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা কোনও আপত্তি করেন নাই এবং এখনকার গোঁড়া ব্রাহ্মণেরাও কোনও রূপ আপত্তি করেন না। জাতিভেদের ও অস্পৃশ্যতার গণ্ডী যে শঙ্করাচার্যদেব ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ মানিতেন না, এই পুরী মন্দিরই তাহার বিপুল উজ্জ্বল সাক্ষ্য। শ্রীশঙ্করাচার্য্য জগদ্গুরু মঠাম্নায় বলেন (৯-১০ পৃঃ) যে, পুরীর এই জগন্নাথ মন্দির এবং অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ ও উৎকল, পুরীর গোবর্দ্ধনমঠ ও তাহার প্রথমাচার্য্য শঙ্করশিষ্য পদ্মপাদ আচার্য্যের অধীন ছিল। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ ও উৎকলবাসীরা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে যে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিয়াছিলেন শঙ্করাচার্য্যদেব ও পদ্মপাদ আচার্য্যদেবাদির সময়ে, তাহা হিন্দু তুমি, বাঙ্গালী উড়িয়া তুমি, ভুলিলে কোন্ পাপে, কোন্ মহাপরাধে?

(১৩) গৌরাঙ্গদেবও বর্ত্তমান জাতিভেদ মানিতেন না।

শঙ্করাচার্য্যদেবের তিরোভাবের অনেক পরে তাহার দিগ্বিজয়কে সাধনহীন ব্রাহ্মণেরা জাতিবাদের জয়ে পরিণত করিয়া গোঁড়ামী আরম্ভ করিলেন। জীবনবেদের সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন পুঁথির পাতায় আটকাইয়া

গেল। এই দারুণ পাপ, মহাপ্রভু ব্রাহ্মণশিরোমণি গৌরাঙ্গদেব আসিয়া আবার সংস্কার করিলেন। চৈতন্য-প্রেমে গলিয়া সমস্ত জাতিবর্ণ একাকার হইল। জাতি-ভেদের তিরোভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা।

চৈতন্য দেবের নিত্যসঙ্গী যাঁহার কোলে গৌরাঙ্গ অনেক সময় থাকিতেন, "পৃথ্বীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম" (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য লীলা, ৭ম পরি, ৬৪) এমন যে রামানন্দ রায় তিনি ছিলেন "অস্পৃশ্য" (ঐ) "শূদ্র বিষয়ী" (ঐ, ৭।৬৩)। আর "দ্বিজ সন্ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন" (ঐ, ১১।১৯১) এমন যে "অস্পৃশ্য" যবন হরিদাস তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কোলে করিয়া গৌরাঙ্গ বলিতেন "তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে"। (ঐ ১১।১৮৯)। শুধু তাহাই নহে, ঐ যবন "হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ"। (ঐ অন্ত্যলীলা, ১১।১২) ঐ যবন হরিদাসের দেহত্যাগের পর মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব তাঁহাকে কোলে করি কৈল আপনি নর্ত্তন। আপনি শ্রীহস্তে কৃপায় বালু তারে দিল। আপনি প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১১।৩৪)। হীনজাতি যবনের এই শ্রাদ্ধ মহোৎসবের প্রসাদ তো বহু ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণেরাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। "আদিবশ্য" (শূদ্র জাতিবিশেষ) গোবিন্দ বহু ভক্তের প্রদত্ত "অমৃত গোটিকা মণ্ডা" "কর্পূর পুপী" "পিঠা পানা" "অমৃত মণ্ডা" প্রভৃতি বিবিধ প্রকার খাদ্য স্বহস্তে পরিবেষণ করিতেন। এই সব "পিঠা" "পানাদি" খাদ্য বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি আনিয়া দিতেন এবং গোবিন্দ "ঐছে সবার নাম লঞা প্রভু আগে ধরে। সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে॥" (ঐ অন্ত্যলীলা, ১০।৩৩—৩৪ । "বাসুদেব গদাধর দাস গুপ্ত মুরারী॥ কুলীন গ্রামবাসী খণ্ডবাসী আর যত জন। জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ॥" (ঐ, ১০।৪০)। রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতিখুড়া কালি দাস "শূদ্র বৈষ্ণবের ঘরে যায় ভেট লঞা" এই মত তার উচ্ছিষ্ট খায়

লুকাইঞা" (ঐ অন্ত্য, ১৬৷৫)। "ভূমিমালি জাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তার নাম।......তাঁহার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল।" (ঐ, ১৬৷৬)। ঝড়ু ভুঁইমালি অস্পৃশ্যের ঘরে জন্মিয়াও "ঝড়ুঠাকুর" (ঐ ১৬৷৭) হইয়াছেন। কালিদাস ঐ ঝড়ু ভুঁইমালির "উচ্ছিষ্ট" খান (ঐ, ১৬৷১৫) এবং "তাঁহার চরণ চিহ্ন যে ঠাঞি পড়িলা। সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা॥" (ঐ, ১৬৷১৩)। এমনি করিয়া গৌরাঙ্গদেব এবং তাঁহার ভক্তগণ যে জল চল, অন্নচল, জাতিচল ভক্তসনে প্রেম গোষ্ঠী করিয়া করিয়াছিলেন আজ সেই সত্যকার মহোৎসবকে গৌরভক্তাভিমানি অনেক বৈষ্ণবই অস্বীকার করিতেছেন জাত্যাভিমানে মগ্ন হইয়া। "সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য যুগের পরও বীরভদ্র খড়দহে একান্ত পরিত্যক্ত আড়াই হাজার বৌদ্ধ নেড়া নেড়ীদিগকে বৈষ্ণব পর্য্যায় ভুক্ত করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। রামকেলিতেও এইরূপ একটী অসাধারণ সাহসের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। জাতিনির্ব্বিশেষে শ্রীচৈতন্য ও পরবর্ত্তী যুগের শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, বীরভদ্র প্রভৃতির উদার লৌকিক ব্যবহার ও একত্রে আহার বিহার জন সাধারণকে যেমন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল, অপর দিকে তাহাদিগকে বিশালতর ধর্ম্মকৃষ্টিজীবনে দীক্ষিত করিয়াছিল।" [রাঁচী সাহিত্য সম্মেলনে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ, আনন্দ বাজার পত্রিকা ১৮ই পৌষ শনিবার (মফঃস্বল) ১৩৪৩।]

শ্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ও বলেন—"বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে এই নূতন সম্প্রদায় (শ্রীচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত—লেখক) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, ইহার কারণ এই সম্প্রদায়ে সকল জাতির সমান অধিকার এবং দুর্ব্বোধ্য জটিল দার্শনিকতার অভাব।"—বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য়ভাগ, ২৮৯-২৯০ পৃঃ। গৌরাঙ্গদেব বহু নীচ জাতি ও বৌদ্ধকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

গৌরাঙ্গদেব "বগুলা নামক অরণ্যে পন্থভীল নামক একজন দস্যুকে দীক্ষা-প্রদান করিয়াছিলেন।"—ঐ ৩০১ পৃঃ; গোবিন্দদাসের কড়চা, ৬৮-৭০ পৃঃ। জিজুরী নগরে "খণ্ডবাদেবের মন্দিরে দেবদাসী মুরারীগণকে উদ্ধার করিয়া চৈতন্য চোরা নন্দীবনে গমন করিয়াছিলেন।"—ঐ, ৩০৪ পৃঃ; গোবিন্দদাসের কড়চা, ১৪২-১৪৩ পৃঃ। "তথায় নারোজী নামক একজন দস্যু সদলে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।"—ঐ, ৩০৪ পৃঃ: গোবিন্দ-দাসের কড়চা, ১৪৪-১৪৮ পৃঃ। "ঘোঘাগ্রামে গমন করিয়া চৈতন্যদেব বারমুখীনাম্নী এক বেশ্যাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।'—ঐ, ৩০৫ পৃঃ; ঐ কড়চা, ১৬৫-৭০ পৃঃ। রাখালবাবু আরও বলিতেছেন:—"নব প্রচলিত ধর্ম্মে (চৈতন্যদেবের—লেখক) বর্ণাশ্রম বিচার ছিল না। পূর্ব্বে সমাজভ্রষ্ট ও জাতিভ্রষ্ট নরনারী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধসঙ্ঘে আশ্রয় লাভ করিত। বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইলে এই সকল নরনারী নিরুপায় হইয়াছিল। ইহারা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গলা-দেশে নেড়ানেড়ী নামে পরিচিত ছিল। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য এই সকল ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীকে নবীন বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন।"—বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় ভাগ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় কৃত, ৩১৫-৩১৬ পৃঃ; Dinesh Sen's History of the Bengali Language and Literature, pp. 566-567 ও দ্রষ্টব্য। গৌরাঙ্গদেবের মহোৎসবে সর্ব্বজাতির একত্রে বসিয়া প্রসাদভোজনে জাতি-ভেদেরই কি শ্রাদ্ধোৎসব যজ্ঞ পূর্ণ হয় নাই? চৈতন্যদেবের জাতিভেদবাদ তিরোভাবের প্রভাব বাঙ্গলায় প্রায় দুই শত আড়াই শত বৎসর ছিল। তাহার পরই আসিল হিন্দুর, বাঙ্গলার জাতিভেদের বিপুল বৈষম্য, উচ্চতা নীচতার সংকীর্ণ দলাদলি, সমাজ ধ্বংসলীলা, যাহার সুযোগ ও সুবিধা লইয়া বাঙ্গলায় ইংরাজ রাজত্বের ভূমি পত্তন হইল। মাদ্রাজ হইতে অস্পৃশ্য পারিয়াকে সেপাই করিয়া ক্লাইভ দাসত্বের শেল উচ্চবর্ণের বুকেও

বসাইলেন। "The Pariahs supplied a notable proportion of Clive's Sepoys."—The Encyclopœdia Britannica, vol. 20. p. 802 অর্থাৎ:—পারিয়াগণ ক্লাইভের সেপাইগণের বিশিষ্ট অংশই ছিল। উচ্চবর্ণ, তুমি চাহাকে নীচবর্ণ বলিয়া পাড়িয়া রাখিলে সেই 'পারিয়াই' তোমাকে 'শূদ্র' বা 'দাস' করিল রাষ্ট্রের দিক্ দিয়া। কী ভয়ঙ্কর প্রকৃতির প্রতিশোধ!

(১৪) বিখ্যাত মহাপুরুষেরাও জাতিবাদ ও অস্পৃশ্যতার বিরোধী।

বিখ্যাত বিখ্যাত অবতার, মহাপুরুষ, সাধু, মহাত্মা, আচার্য্য, গুরু প্রভৃতির মধ্যে আমরা এই জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা প্রভৃতি সঙ্কীর্ণতা পাই না। জনক, পরশুরাম, রাম, বাল্মীকি, বেদব্যাস, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, গৌতমবুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, রামানন্দ, তুলসীদাস, কবীর, নানক, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, জাহ্নবাদেবী, মীরাবাঈ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ, রামমোহন, ত্রৈলিঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ, দয়ানন্দ, বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধু, নবদ্বীপের রাধারমণ চরণ দাস বাবাজী প্রভৃতি শত শত সাধু মহাপুরুষেরা যাহাকে কার্য্যক্ষেত্রে বর্জ্জন করিয়া হিন্দু বা আর্য্য ধর্ম্মকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন সে পথ হইতে হিন্দু তুমি পরিভ্রষ্ট হইবে? সে পথকে কণ্টকাকীর্ণ ও সঙ্কীর্ণ করিয়া সনাতনী তুমি ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডীবদ্ধ হইবে? চামার রুইদাস, যবন হরিদাস, কামার গোবিন্দ, ধুনরী দাদু, ডোম নাভাজী, জোলা কবীর প্রভৃতি সাধু মহাপুরুষ বলিয়া বহু বহু ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। রুইদাস বা রৈদাস বা রবিদাস জাতিতে চামার ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ রামানন্দের শিষ্য এবং জোলা কবীরের গুরুভাই ছিলেন। রুইদাস চিতোরের মহারাণা কুম্ভের ক্ষত্রিয়া

রাণী, পরে পরমা বৈষ্ণবী মীরাবাঈয়ের দীক্ষা গুরু ছিলেন। গুজরাট প্রদেশে রুইদাসের লক্ষ লক্ষ শিষ্যপ্রশিষ্যাদির ধারা এখনও বর্ত্তমান। তাঁহারা "রবিদাসী" বলিয়া খ্যাত। ভারতে "কবীর পন্থী" হিন্দুও বহু আছেন। মহারাষ্ট্র-তিলক ছত্রপতি শিবাজীর অন্য গুরু তুকারাম শূদ্র বণিক ছিলেন। অস্পৃশ্য তিরুমল্ল তামিল ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও উপদেষ্টা হইয়াছিলেন। অস্পৃশ্যা নারী আবেয়া তামিল ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও উপদেষ্টা ছিলেন। ধর্ম্মরাজ্যে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা ভারতে চিরদিনই একাকার হইয়াছে। সময়ে সময়ে তাহার যে ব্যতিক্রম হইয়াছে সেই ব্যতিক্রম জাতিবাদ বর্জ্জনের নিয়মকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

(১৫) মিশ্রিত হিন্দুজাতি।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা আর্য্য অনার্য্য বলিয়া কোনও খাটী অবিমিশ্রিত জাতি বা বর্ণ আজকাল ভারতবর্ষে নাই। হিন্দুরূপ মহাসাগর সঙ্গমে সর্ব্বদেশের প্রায় সর্ব্বজাতি আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে। ইতিহাস এইরূপ সাক্ষ্য দেয়। গ্রীক, যবন, দ্রাবীড়, চীন, মঙ্গোলীয়, কিরাত, শক, হূণ, কুশল, পারদ, পহ্লব, তক্ষক, আভীর, গুর্জ্জর, তুরাণ, পারসীক, জাঠ, আহোম, তাতার, বেলুচী, আরব, গণ্ড, মণ্ড, কোল, ভীল, বিত্থা, চুটিয়া, কাছাড়ী, কোচ, পাহাড়ী, পালামোর, পহেয়া, সারগুজার, কিসান, বুনো, বাগ্দী, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি শত শত জাতির সংমিশ্রণ ফলে এই হিন্দুজাতি বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া দাড়াইয়াছে। মীরাট প্রদেশে তাগা ও ভার্গবজাতি প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কিন্তু ১৮৯১ খৃঃ সেন্‌সাস গণনায় তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া লেখায় তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছেন। (নব্য ভারত, ১৩২৮, ২৯৩ পৃঃ)। উড়িষ্যার কোন কোন নীচ জাতি ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। এখনও হিমালয় প্রদেশে

নীচবর্ণ ব্রাহ্মণ হইতেছেন। (I. L. R. 33. Madras, p. 342)। ১৯৩১ এর আদমস্বুমারীতে (Census Reportsএ) অনেক নিম্নজাতি উচ্চজাতিতে পরিণত হইয়াছেন। যথা :—বৈদ্যেরা "ব্রাহ্মণ বৈদ্য", বাগ্দীরা "ব্যাগ্র ক্ষত্রিয়", ভুঁইমালিরা "বৈশ্যমালী", ঝালোমালোরা "মল্লক্ষত্রিয়", হাড়িরা "বীরবংশী", কাপালীরা "বৈশ্য", সাহা, বারুজীবি প্রভৃতিরা "বৈশ্য", চামারেরা "রবিদাসী" প্রভৃতি হইয়াছেন। (Vide the Calcutta Gazette, July, 14, 1932, pp. 1354-1370.)। বর্ত্তমানে মাহিষ্য, বারুজীবী, নমঃশূদ্র এবং রাজবংশীরা তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছেন। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে কায়স্থেরা "শূদ্র" ছিলেন; এখন তাঁহারা "ক্ষত্রিয়" হইয়াছেন। লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল জেম্স্ টড (Jemes Tod) বহু কারণ দর্শাইয়া বলিয়াছেন—হয় বা অশ্বজাতি, তক্ষক, জীত, চীন, তাতার, মোগল, শক ও হিন্দু সম্ভবতঃ একই জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।- –[The Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol. 1. (1899), p. 60] টড্ সাহেব আরও বলেন যে, রাজস্থানের ৩৬টী রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ হুণ, আভীর বা তক্ষকাদি ছিলেন (ঐ, ৬০-৮৫ পৃঃ)। টড্ সাহেব আরও বলেন—"Hence the inference of a common origin between the Rajpoot and early races of Europe". (ঐ, ৬৩ পৃঃ) অর্থাৎ :—এইহেতু রাজপুত এবং ইউরোপের প্রাচীন জাতিগণের যে এক সাধারণ উৎপত্তি, এই সিদ্ধান্তই আইসে। এখনও পাঞ্জাবে হূণ-গোত্রের হিন্দু আছেন (Modern Review, 1917 Feb, p. 224.)। মনুসংহিতায় (১০।৪৩-৪৪) এবং মহাভারতে (অনুশাসন পর্ব্ব ৩৩।২১-২৩; ও ৩৫।১৭-১৮) আছে যে যবন, শক, চীন, পারদ, দরদ, খশ, কিরাত, প্রভৃতি জাতি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন; কিন্তু পরে পতিত হইয়াছেন। "শনৈকস্তু ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। বৃষলত্বং

গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রাঃ দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ। পোরদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥” —মনুসংহিতা, ১০।৪৩-৪৪॥ অর্থাৎ :—ক্রমশঃ ক্রিয়াদি লোপহেতু এবং উপনয়নাদি সংস্কারাভাবে ও যজনাধ্যয়নাদির অভাবে এবং ব্রাহ্মণগণের অনমুগ্রহে* লোকে নিম্ন ক্ষত্রিয়জাতিগুলি বৃষল বা পতিত জাতি হইয়াছে। যথা—পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, জবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ। মহাভারতও বলেন, “শাকাযবনাঃ কাম্বোজাস্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ॥ দ্রাবিড়াশ্চকলিঙ্গাশ্চ পুলিন্দাশ্চপ্যুশীনরাঃ। কোলিসর্পামাহিষকাস্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ॥ বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ।”—মহাভারতম্, অনুশাসন পর্ব্ব, ৩৩।২১-২৩। অর্থাৎ :—শক, যবন, কাম্বোজ, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, পুলিন্দ, উশীনর, কোলিসর্প এবং মাহিষকাদি ক্ষত্রিয় জাতিসমূহ ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ না পাইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাভারতে আরও আছে যে, “মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কোন্নশির, শৌণ্ডিক, দরদ, দর্ব্ব, চৌল, শবর, বর্ব্বর, কিরাত ও যবন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের কোপেই শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে।”—ঐ, অনুশাসন পর্ব্ব, ৩৫ অধ্যায় ১৭-১৮। শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পহ্লবগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে স্বাধ্যায় ও বষট্কারবিহীন করায় তাঁহারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হন।—(বিষ্ণুপুরাণম্ ৪।৩-১৮-২১ ; ব্রহ্মপুরাণম্ ৮।৩৫-৪৯।) এই সমস্ত হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শক, যবন, কিরাত, চীন, পৌণ্ড্র, দ্রাবিড় (Dravidians) প্রভৃতি অনেক অনার্য্য বা ম্লেচ্ছ জাতিই পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই আর্য্যদিগের তথাকথিত পূর্ব্ব অধিবাসী দ্রাবিড়দিগকে অনার্য্য বলেন ; কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রকারেরা তাঁহাদিগকে প্রথমে ক্ষত্রিয় এবং পরে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত বলেন ; আবার

* “অদর্শনাদনমুগ্রহাৎ”—নীলকণ্ঠ টীকা।

ধর্ম্মযুগে তাঁহারা সব ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব। ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানী স্ত্রীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামক দুই পুত্র হয় এবং অসুরকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু এই তিন পুত্র জন্মলাভ করেন। যদুর বংশে যাদবগণ, দ্রুহ্যুর বংশে ভোজগণ, পুরুর বংশে পৌরবগণ, তুর্ব্বসুর বংশে যবনগণ এবং অনুর বংশে ম্লেচ্ছগণ জন্মগ্রহণ করেন।—মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৭৫।১৩; ৮৫।৩৪-৩৫। ম্লেচ্ছযবনগণও যে হিন্দুর খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইভগিনী! রিজলী সাহেবের মতে বাঙ্গালীর মধ্যে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় রক্ত আছে। (Tribes and castes, Ancient India, p. 21,)। "নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ আধুনিক বঙ্গবাসিগণের নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাঁহারা দ্রবিড় ও মোঙ্গোলী জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন।...... বঙ্গবাসিগণকে জাতিনির্ব্বিশেষে দ্রবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল বলা যাইতে পারে।"—বাঙ্গলার ইতিহাস, ১ম ভাগ (১ম সং) শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত, ২৩ পৃঃ। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেন যে, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও নানা জাতির রক্ত আছে। (Early History of India by Vincent Smith, p. 408, footnote)। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধে বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে ৭ম পরিচ্ছেদে লিখিতে-ছেন :—"প্রথমে কোলবংশীয় অনার্য্য, তারপর দ্রাবীড়বংশীয় অনার্য্য তারপর আর্য্য এই তিনে মিশিয়া আধুনিক বাঙ্গালীজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।" বাঙ্গলার পুরাবৃত্তের ১ম ভাগের ৪১ পৃষ্ঠে আছে, "বাঙ্গালী-জাতি আর্য্য এবং অনার্য্যজাতির বিভিন্ন শাখার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে এবং বঙ্গসমাজে নানাবিধ সঙ্করবর্ণও বিদ্যমান রহিয়াছে।" ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গলার অধিকাংশ অস্পৃশ্যজাতিই বিস্মৃত বৌদ্ধগণের বংশাবলী। (Modern Review, 1912, August, p. 129, footnote.)। মহামহোপাধ্যায়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমাদের দেশে যাদের অনাচরণীয় জাত মনে করি, তারা বোধ হয় এককালে বৌদ্ধ ছিল। সেইজন্য অনাচরণীয় হ'য়েছে; তখন তারা আমাদের সঙ্গে মিলতে চেষ্টা করেনি, তারা প্রবল ছিল; পাল রাজগণের সময় (একাদশ শতাব্দী) তারা প্রবল ছিল, তারা ব্রাহ্মণদের ঢুক্‌তে দিত না।"—(প্রবর্ত্তক; কার্ত্তিক, ১৩৩০)। হরপ্রসাদ আরও বলেন,—"পালবংশের রাজারা (১০ম-১১শ খৃষ্টাব্দ) বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের সময় জাতিবিচার ছিল না। (Sastri's History of India, p. 39; প্রবর্ত্তক, কার্ত্তিক, ১৩৩৩)। "প্রাচীন গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া হূণজাতি যখন আর্য্যাবর্ত্তে উপনিবেশ স্থাপন করিল, হূণ বর্ব্বর যখন ম্লেচ্ছাচার ও ম্লেচ্ছভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যভাষা অবলম্বন করিল, তখন প্রাচীন প্রাচ্য কিছুকালের জন্য বিশ্রাম লাভ করিল।"—বাঙ্গালার ইতিহাস, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত, ২য় ভাগ, ২ পৃঃ। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আদমসুমারীর গণনায় বাঙ্গালায় হিন্দুদের ১৩৯টী পৃথক্ জাতির জনসংখ্যা বাহির হইয়াছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের গণনায় প্রদত্ত ২৪টী হিন্দুজাতির পৃথক্ জনসংখ্যা ১৯৩১এর গণনায় দেওয়া হয় নাই। ঐ ২৪টী হিন্দুজাতির মধ্যে গন্ধবণিক, স্বর্ণবণিক, ময়রা, তাম্বুলী, চাষাধোপা ইত্যাদি নাই। (১৯৩২এর ১৪ই জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেটে, ১৩৫৪-১৩৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই ২৪টী জাতি কি হইলেন? তাঁহারা নিশ্চয়ই সব সমাজে লুপ্ত হন নাই; লুপ্ত অকার ('ঽ') রূপে সন্ধিতে তাঁহারা অন্য জাতিতে ঢুকিয়াছেন, অথবা গণক-কর্ত্তাদের ভুলেই জাতি-হীন, নামহীন হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণ বা জাতি ভাঙ্গিয়া চুরিয়াই 'ঊর্দ্ধগ লঘুকরণ" বা "নিম্নগ লঘুকরণ" দ্বারাই কি ঐ ১৩৯টী জাতিতে পরিণত হয় নাই? ১৯২১এর গণনায় হিন্দুজাতির সংখ্যা ছিল ১০২। দশ বৎসরে ৩৭টী জাতি বাড়িল কি করিয়া? এই ১৩৯টী

জাতির মধ্যে কাহারা 'নির্জ্জলা' খাটী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র ? এই "হোমিওপ্যাথিক ডাইলুশনে" বা ক্ষীনীকরণে আসল বর্ণ বা জাতি তো খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। বাঙ্গালায় কালসাগরে নিত্য নূতন জাতি বুদ্‌বুদের মতো ফুটিতেছে ও মিশিতেছে। বাঙ্গালীর জাতিবাদের বড়াই যখন বুদ্‌বুদের মতোই ক্ষণিকস্থায়ী তখন তাহা লইয়া আর স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, আচরণীয়, অনাচরণীয় ভেদ কেন ?

(১৬) বিবাহে জাতিভেদ অন্তর্হিত।

ভারতে হিন্দু আর্য্যজাতির মধ্যে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ বা অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকায় লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণে, শূদ্র অশূদ্রে, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যে, আচরণীয়, অনাচরণীয়ে যে বৈবাহিক আদান প্রদান হইয়াছে তাহাতে হিন্দুজাতির যদি 'জাত' না যাইয়া থাকে, তবে দেবমন্দিরে প্রবেশ বা অন্নজল আহারেই বা তাহা এখন কেন যাইবে ? এই বৈবাহিক বা যৌনব্যাপারে হিন্দুজাতির মধ্যে যে কত জাতির রক্ত আসিয়া মিশিয়াছে তাহা খুব প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত আলোচনা করিতে গেলে এক বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়িবে। এইজন্য তাহাতে বিরত হইয়া আমরা কেবল বাঙ্গালার রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলের কথাই একটু আলোচনা করিব।

(১৭) বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ অস্পৃশ্যসম্ভূত

বৌদ্ধ বাঙ্গালার ইতিহাস বর্ত্তমান জাতিভেদের অসারতা ও অসত্যতা প্রমাণ করে। "The Buddhists and the Jainas, at one time converted nearly the whole population of Bengal to their new creeds and the Brahmanic influence was for centuries at a very low ebb here."—History of Bengali

Language and Literature, Dinesh Chandra Sen. p. 2. (1911 ed.); Vide also p. 4. অর্থাৎ :—বৌদ্ধেরা এবং জৈনেরা এক সময় বাঙ্গালার সমস্ত অধিবাসীদিগকে তাঁহাদের নবমতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং এখানে ব্রাহ্মণ প্রভাব কয়েক শতাব্দী ধরিয়া খুবই ভাটিতে ছিল। "পাল বংশের ত্রিশতাধিক বর্ষব্যাপী রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বঙ্গ ও বিহারে পুনরায় ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিব্বতীয় রাজপুস্তকাগারে রক্ষিত তেঙ্গুর ও দেন্‌জুর নামক কোষগ্রন্থের বিবরণ হইতে জানা যায় যে তৎকালে বাংলার কায়স্থ পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তারে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নে তৎপর ছিলেন। বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া তাহার বিস্তারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।"—কায়স্থ তত্ত্বকৌমুদী, শ্রীগিরীশ চন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার বেদার্থ চিন্তামণি কৃত, ৫২ পৃঃ।

বাংলায় এখন যাঁহারা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও নবশাখ প্রভৃতি বলিয়া গণ্য তাঁহারা তাহাদের এই ব্রাহ্মণত্ব, বৈদ্যত্ব, কায়স্থত্ব বা নবশাখত্ব তো সামাজিক সংগ্রামে অর্জ্জন করিয়াছেন ৫।৭ শত বৎসর ধরিয়া। বর্ত্তমানে তাঁহাদের বর্ণ, জাতি বা বৃত্তি যাহা হইয়াছে পূর্ব্বে তাহা ছিল না; কারণ তাঁহাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"ইংরাজী ৭৩২ অব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তান সন্ততি বাঙ্গালায় বৈদিক সভ্যতা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কুমারিলের প্রভাবে তাঁহারা বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন এবং আসিয়া অবধি তাঁহারা প্রভাব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কয়জন ছিলেন? বল্লাল সেন তাঁহাদের সংখ্যা করিয়াছিলেন; দেখিয়াছিলেন,—৩৫০ ঘর রাঢ়ী ও ৪৫০ ঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মাত্র বাঙ্গালায় ছিলেন। তাহার উপর আর ৭০০ ঘর

সাতশতী, আর ৫০০ ঘর বিদেশীয় ব্রাহ্মণ ধরিলেও ২০০০ ঘর ব্রাহ্মণে বাঙ্গালার ২৫টা জেলা হিন্দু করা যায় না, এক ভাগও হিন্দু করা যায় না। সুতরাং এ অঞ্চলে অধিকাংশ বৌদ্ধ ও সামান্য অংশ হিন্দু ছিলেন। ...এখনই অনেকে বলেন যে, এই যে মুসলমানজাতি এখন বাঙ্গালাদেশে অর্দ্ধেকের উপর বলিয়া গর্ব্ব করিতেছেন, ইহারা সেই বিশাল বৌদ্ধ সমাজের একদেশমাত্র।"—বাঙ্গলার বৌদ্ধ সমাজ (ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৩৬, ২০৭ পৃঃ)। "বল্লাল সেন যখন রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র শ্রেণী বিভাগ করেন, তখন বরেন্দ্র দেশে ৩৫০ এবং রাঢ়ে ৭৫০ ব্রাহ্মণ গণনাতে পাইয়াছিলেন"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, মহিমা চন্দ্র মজুমদার প্রণীত, ৮৮ পৃঃ। "বারেন্দ্র কুলপঞ্জী"র মতে বরেন্দ্রে ৩৫০ এবং রাঢ়ে ৪৫০ ("সার্দ্ধাস্তোধিশতানি") বলিয়া মনে হয়। 'ব্রাহ্মণ ইতিহাস' (শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, ১০৬ পৃঃ) মতেও বল্লাল সেনের সময় রাঢ়া ব্রাহ্মণের সংখ্যা ৭৫০ এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সংখ্যা ৩৫০ ঘর হইয়াছিল। যাহা হউক এই ৮০০ বা ১১০০ ঘর ব্রাহ্মণের মধ্যেও আবার অনেকে বৌদ্ধ ছিলেন।" "রাঢ়ী বারেন্দ্র এবং বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও অনেকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সেবা করিতেন।" —গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৮৮ পৃঃ। এই সময়ে যে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাদেরও আবার অনেকে যদি বৌদ্ধ হইলেন, তবে বাঙ্গালার ১,৪৪৭,৬৪২ জন বর্ত্তমান (১৯৩১ খৃষ্টাব্দে) ব্রাহ্মণের প্রায় সকলেই যে অস্পৃশ্য বৌদ্ধ-সম্ভূত পৈতৃক মাতৃক বা জন্মগতভাবে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।

বৌদ্ধপ্লাবনে বাঙ্গলার বর্ণ বা জাতি বিভাগ এরূপ বিমিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, আদিশূরকে [৭৩২ খৃঃ (হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে) বা ৯৬৪ খৃষ্টাব্দে (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে) বা ১০৩২ খ্রীষ্টাব্দে (বাচস্পতি মিশ্রকৃত 'কুলরমা'র মতে) বা এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে বা পরে]

কান্যকুব্জ হইতে পুত্রেষ্টী যজ্ঞের জন্য পাঁচজন বেদজ্ঞ যজ্ঞকারক আনিতে হয়। আদিশূর বৌদ্ধদিগকে জয় করিয়া ব্রাহ্মণের খোঁজে কান্যকুব্জের দিকে তাকাইলেন। "সুজিত সৌগতবৃন্দে বঙ্গরাজ্যে মদীয়ে। দ্বিজকুলবর জাতান্ সানুকম্পঃ প্রয়াস্তু।" ধ্রুবানন্দের কায়স্থকারিকা। অর্থাৎ :— আদিশূর কান্যকুব্জপতিকে পত্র লেখেন—সৌগত (বৌদ্ধ)গণ সম্যক্ জিত হইয়াছে আমার যে বঙ্গরাজ্যে তথায় অনুকম্পাপূর্ব্বক দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠ (ব্রাহ্মণদিগকে) প্রেরণ করুন।*

আদিশূর যখন গৌড়াধিকার করেন, তখন গৌড়দেশে সাগ্নিক এবং বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের অভাব ছিল, তাহাতেই আদিশূর কান্যকুব্জ দেশ হইতে সাগ্নিক এবং বেদ পারগ ব্রাহ্মণ আনিয়া গৌড়ে বসতি করান।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৫২ পৃঃ)। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "কারিকায়" আছে যে, রাজা লিখিতেছেন—"বঙ্গদেশে ন বিপ্রোঽস্তি বেদজ্ঞ যজ্ঞকারকঃ। পরাশরাণিকঃ শান্তিঃ কথং যজ্ঞ ভবিষ্যতি॥" বাঙ্গালায় বেদজ্ঞ ও যজ্ঞকারক ব্রাহ্মণ নাই ; আছে কেবল পরাশর ও অণিক নামক (পতিত) ব্রাহ্মণ। শান্তি ও যজ্ঞ

---

* অনেকে ইহা সত্য বলিয়া বোধ করেন না। কামরূপরাজ ভাস্কর বর্ম্মার নিধনপুর তাম্র শাসন হইতে কিন্তু আমরা পাই যে, বঙ্গ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বঙ্গে আনীত হইয়াছিলেন অন্য সময়েও। শ্রী রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় (The Indo-Aryan Races p. 159) সমস্ত ("all") রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে ওই পঞ্চ ব্রাহ্মণ সমুৎপন্ন স্বীকার না করিলেও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে কান্যকুব্জ যাহার রাজধানী সেই 'মধ্য দেশ' হইতে বহু ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের ভোজবর্ম্মনের দানপত্রে রামদেব শর্ম্মার প্রপিতামহ সাবর্ণগোত্রীয় পীতাম্বর দেবশর্ম্মা "মধ্যদেশ বিনির্গত" হইয়া "উত্তর রাঢে" আসেন। (Epigraphia Indica, Vol. XII, p. 39; The Indo-Aryan Races p. 168)। আদিশূর যে বৈদিক যজ্ঞের জন্য কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন তাহাও চন্দ মহাশয় ঐ ১৬৮ পৃঃ তে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

হইবে কি করিয়া? আদিশূর কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক (কারণ তিনি পতিত বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ পাঠাইতে অস্বীকার করেন) ব্রাহ্মণ আনিবার জন্য সাত শত অস্পৃশ্য জাতিকে ব্রাহ্মণ বানাইয়া গরুতে চড়াইয়া যুদ্ধযাত্রায় পাঠাইলেন; কারণ বীরসিংহ গো-ব্রাহ্মণ ভক্ত ছিলেন বলিয়া ইহাদের বধসাধন করিতে পারিবেন না। "ততঃ সপ্তশতাঃ গত্বা অস্পৃশ্যা হীনসম্ভবাঃ। বিপ্রবেশং সমাস্থায় গবারুঢ়া ধনুর্দ্ধরাঃ॥ নৃপাদেশেন তে সর্ব্বে নানাসজ্জাসমন্বিতাঃ। আজগ্মুঃ সমরং কর্ত্তুং সিংহনাদৈরণানিরে॥"—ধ্রুবানন্দমিশ্রের কারিকা। "অস্পৃশ্য" "অনার্য্য" ও "হীন সম্ভব" সেই সপ্তশত ধনুর্দ্ধর বিপ্র বেশ ধারণ করিয়া গরুতে চড়িয়া নানা সজ্জাতে সাজিয়া রাজাদেশে সিংহনাদ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে গেলেন। "কুল গ্রন্থ হইতে আরও জানা যায় যে আদিশূর বৌদ্ধধর্ম্ম প্লাবিত বঙ্গে বৌদ্ধগণকে পরাভূত করিয়া সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই সনাতন ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আদিশূর কোলাঞ্চপতি বীরসিংহের নিকট ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিলে তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিতে সম্মত হন নাই। পরে আদিশূর সাত শত অনার্য্যকে গরুর পৃষ্ঠে চড়াইয়া এবং গলায় সূত্র ধারণ করাইয়া যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলে বীরসিংহ গো বিপ্র বধের আশঙ্কায় সন্ধি করিতে এবং পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে বঙ্গে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন।"—কায়স্থতত্ত্ব কৌমুদী, শ্রী গিরীশ চন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার বেদার্থচিন্তামণি কৃত, ৪৩-৪৪ পৃঃ (১৩৩৫ সং)। কান্যকুব্জরাজ গো-ব্রাহ্মণ বধের আশঙ্কায় পাঁচ জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া সন্ধি করেন, এবং এই সাতশত সৈন্যকে 'সপ্তশতী' ব্রাহ্মণ করেন। "বরং সপ্তশতেভ্যোঽসৌ সৈনিকেভ্য দদৌ মুদা। সপ্তশতীতি বিখ্যাতা-স্তেঽনিকা প্রাভবন্ তদা॥"—ঐ, কারিকা। তিনি আনন্দে ঐ সপ্তশতী সৈনিকদিগকে বর দান করিলেন; এইরূপে ঐ সৈন্যগণ 'সপ্তশতী' বলিয়া বিখ্যাত হইল। অম্বষ্ঠ আদিশূরের কপটতা

ও কাপুরুষতার কলঙ্ক লইয়া রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বপুরুষ এই 'সপ্তশতী' ব্রাহ্মণেরা সৃষ্ট হইলেন। বীরসিংহের আদেশে ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সৌভরি ও সুধানিধি এই পাঁচজন 'সাগ্নিক' ব্রাহ্মণ (সম্বন্ধনির্ণয়, শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধিকৃত, ২১২ পৃঃ ; দেবীবর ঘটকও ইহাই বলেন) এবং তাহাদের সঙ্গে দাশরথি বসু, মকরন্দ ঘোষ, বিরাট গুহ, কালিদাস মিত্র ও পুরুষোত্তম দত্ত নামক পাঁচজন 'কায়স্থ' বা 'শূদ্র'ও (শব্দকল্পদ্রুম, কায়স্থশব্দ, ১৭৯-১৮১ পৃঃ ; ১৮৩৬ শক সং) আসেন*। তাঁহারা স্বদেশে 'পতিত' বলিয়া গণ্য হওয়ায় বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া সপ্তশতীদিগের কন্যা বিবাহ করিয়া এ দেশে থাকিয়া যান। (গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৭৩ পৃঃ)। মনুসংহিতার কালেও বঙ্গদেশ সামাজিক হিসাবে পতিত ছিল। "অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ। তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।"—মনু ('বীরমিত্রোদয়ে' মিত্র মিশ্র কর্ত্তৃক উদ্ধৃত)। অর্থাৎ তীর্থযাত্রা বিনা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধে গমন করিলে গমনকারীকে পুনরায় উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে। হিমাদ্রিকৃত 'চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি'তে 'শ্রাদ্ধকল্পে', সৌরপুরাণ উদ্ধৃত বাক্যে আছে, "অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাশ্চ সৌরাষ্ট্রান্ গুর্জ্জরাংস্তথা। আভীরান্ কোঙ্কণাংশ্চৈব দ্রাবিড়ান্ দক্ষিণপথান্। আবন্ত্যান্ মগধাংশ্চৈব ব্রহ্মণাংস্তু বিবর্জ্জয়েৎ॥" অর্থাৎ :—অঙ্গ (বিহার), বঙ্গ, কলিঙ্গ (উড়িষ্যা), সৌরাষ্ট্র, গুর্জ্জর, আভীর, কোঙ্কন, দ্রাবিড়, দক্ষিণপথ, অবন্তী ও মগধের ব্রাহ্মণদিগকে বর্জ্জন করিবে। "বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে (১।১।২-লেখক) দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌবীর প্রভৃতি দেশে গমন করিলে শুদ্ধিলাভার্থে যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান করিতে হইত।" —বাঙ্গলার ইতিহাস, ১ম ভাগ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত, ২৪ পৃঃ। বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্রের অন্যত্রও (১।১।৩২-৩৩) আছে যে বঙ্গে গেলে

* ইঁহাদের নাম ও আগমন কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

যজ্ঞ করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। দেবলও (বিজ্ঞানেশ্বর কর্ত্তৃক যাজ্ঞবল্ক্যে, ৩।২৯২তে উদ্ধৃত) বলেন যে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও অন্ধ্রদেশে গেলে পুনরায় উপনয়ন সংস্কার লইয়া তবে শুদ্ধ হইতে হইবে। 'বৌদ্ধপ্লাবনেই' হউক, আর জাতিভেদের গোঁড়ামি না থাকার দরুণই হউক, অথবা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বাহুল্য না থাকার দরুণই হউক, অন্যান্য মধ্যদেশে বাঙ্গলার সামাজিক মর্য্যাদা যে সে যুগে হীন ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ঐ কনোজীয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ব্যক্তিগণও যে 'পতিত' হইবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কি? আর বাঙ্গলায় যে তদানীন্তন ব্রাহ্মণেরা ছিলেন তাঁহাদের সামাজিক মর্য্যাদাও যে হীন হইবে তাহাতেই বা সন্দেহের কি আছে?

বল্লাল চরিতকার লিখিয়াছেন, "তৈ রূঢ়া নৃপতির্বাক্যাৎ সপ্ত সপ্তশতা অজাঃ। তদ্দৈববশতো জাতাস্তাসু সপ্ত সুতাবনা। বরন্দরং গতাঃ পঞ্চ কনিষ্ঠৌ রাঢ়সংস্থিতৌ॥"—বল্লালচরিত, পূর্ব্বখণ্ড, ২২।২৩। রাজার বাক্যে ৭ জন ব্রাহ্মণ ৭টী সপ্তশতী-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া ৭টী পুত্র দৈববশে জন্ম দেন। ইহাদের ৫ জন বরন্দর বা বরেন্দ্র দেশে ও ২জন রাঢ়দেশে থাকেন। আদিশূরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ভূশূর বৌদ্ধ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পাঁচজন ব্রাহ্মণসহ রাঢ়দেশে বাস করেন। তাঁহাদিগের নাম ভট্ট নারায়ণ (ক্ষিতীশের পুত্র), দক্ষ (বীতরাগের বংশধর), ছান্দড় (সুধানিধির বংশধর), শ্রীহর্ষ (মেধাতিথির পুত্র) ও বেদগর্ভ (সৌভরির অন্বয়ে জাত)।—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৬৯ পৃঃ; শব্দকল্পদ্রুম, ১৭৯ পৃঃ (১৮৩৬ শক সং)। ইঁহাদের ৫৬ বা ৫৯ পুত্র হইতেই বঙ্গীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। বৌদ্ধ রাজাদের অধীনে যাঁহারা বরেন্দ্রে থাকিলেন তাঁহারাই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হইলেন।—কুলতত্ত্বার্ণব, ৯৬।৯৭। "এক বাপের দুই বেটা দুই দেশেতে বাস। বুদ্ধ পাইয়া জাত খাইয়া করিল সর্ব্বনাশ॥ পৈতা ছিঁড়ি পৈতা চায় বৈদিকে দেয় পাঁতি।

কর্ম্ম পাইয়া ধর্ম্ম থাইল বারেন্দ্র অখ্যাতি ॥”—দিগ্‌শূল নিবাসী ৺আনন্দ চন্দ্র ঘটক রাজের সংগৃহীত “প্রাচীন কারিকা।”—বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস। রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা কেবল যে অস্পৃশ্য সাতশতী সম্ভূত তাহা নহে; তাঁহারা অস্পৃশ্য বৌদ্ধ সম্ভূতও। উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের কানোজীয়া পত্নীগণের পুত্রেরা বরেন্দ্র দেশে আসিয়া ঐ সপ্তশতীদের কন্যাই বিবাহ করেন। ফলে রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা ঐ পতিত পঞ্চ ব্রাহ্মণাদিরই সন্তান। “আদিশূরের সময় যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ পশ্চিম দেশ হইতে আগমন করেন তাঁহাদের সন্তানগণই রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নামে পরিচিত।”—বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত, ৯৭ পৃঃ। এক পিতার দুই পুত্রের মধ্যে একজন রাঢ়ী, একজন বারেন্দ্র—ইহাও আমরা পাই। “ভবানন্দের দুই পুত্র গোবিন্দ এবং নারায়ণ, তন্মধ্যে গোবিন্দ বারেন্দ্র, নারায়ণ রাঢ়ী।”—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ১৫১ পৃঃ; লঘু ভাগবত, ২য় খণ্ড, ১৪৩ পৃঃ। “সোমাচার্য্যের দুই পুত্র অনিরুদ্ধ এবং গুণার্ণব। অনিরুদ্ধ বারেন্দ্র, গুণার্ণব রাঢ়ী।”—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ১৫২ পৃঃ; সম্বন্ধ নির্ণয়, ২২১ পৃঃ। গৌরাঙ্গ যুগে রাঢ়ী বারেন্দ্রের পরস্পর বিবাহ পর্য্যন্ত যে প্রচলিত ছিল তাহাও আমরা পাই। অদ্বৈত প্রভুর ভাগিনেয় এবং প্রিয় শিষ্য ঘনশ্যাম আচার্য্যের সহিত নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর বিবাহে রাঢ়ী বারেন্দ্রের যে বৈবাহিক বন্ধন রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সেই যুগে সম্মতি দিয়াছিলেন বহু সমাজপতিরাই। “তখন অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ বহুসংখ্যক রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ও কুলীন কুলজ্ঞদের পাতি ও লিখিত সম্মতি লইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই মত দিয়াছিলেন যে, “রাঢ়ী-বারেন্দ্রে বিবাহ হইলে কোন দোষ হয় না।” তদনুসারে ঘনশ্যামের সহ গঙ্গার প্রকাশ্যরূপে বিবাহ হইয়াছিল।”—বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস, শ্রী দুর্গাচন্দ্র সান্যাল, ১০৫ পৃঃ। সম্বন্ধ নির্ণয় আরও বলেন (২০৪, ২৯০, ৩৬৫, ৩০৭ পৃঃ প্রভৃতিতে) যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, উত্তর

বারেন্দ্র, সাতশতী ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পূর্ব্বে পরস্পরের বিবাহ ছিল; ইঁহারা সকলেই অস্পৃশ্য সাতশতীদের কন্যাদি বিবাহ করেন।

আদিশূরের প্রপৌত্র ধরাশূর প্রথমে রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা স্থাপিত করেন। পরে বল্লাল সেন যখন বারেন্দ্রদিগের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা স্থাপন করিতে উদ্যত হন তখন তিনি মাত্র ১৯ জন রাঢ়ীয় কুলীন পান।—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ১৯৬ পৃঃ; বাচস্পতি মিশ্র কৃত 'কুলরমা'। চরিত্র ও গুণগত এই কৌলীন্য প্রথা শেষে লক্ষ্মণ সেনের পরে বংশগত ও বিবাহগত হইয়াই যত অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। "বল্লাল সেন কৌলীন্য মর্য্যাদা নির্ব্বাচন ক্রমে করিতেন কিন্তু তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন নানা গোলযোগের জন্য উহা বংশানুক্রমিক করেন।"—বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, শ্রী দুর্গাচন্দ্র সান্যাল, ৩৬ পৃঃ। যে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন কৌলীন্য প্রথাকে কুলগত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই ধর্ম্মাধিকারী মন্ত্রী হলায়ুধ কিন্তু তাঁহার "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বম্" নামক পুস্তকের প্রথমেই লিখিয়াছেন যে, যে রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের বেদজ্ঞান নাই, তাঁহারা শূদ্র। "এতৈস্তু রাঢ়ীয় বারেন্দ্রকৈরনুচিতাচার এব কেবলঃ ক্রিয়তে এবং চোভয়োরপি গ্রন্থার্থতো বেদজ্ঞানং নাস্ত্যেব॥······বেদাধ্যয়ন বেদার্থ জ্ঞান পরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণস্য শূদ্রত্বমেব প্রতিপাদিতম্।" অর্থাৎ :—এই সমস্তের দ্বারা রাঢ়ীবারেন্দ্রেরা কেবল অনুচিত আচার করেন; তাঁহাদের উভয়েরই গ্রন্থের অর্থ হিসাবে বেদজ্ঞান নাই। বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান পরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণের শূদ্রত্বই প্রতিপাদিত। 'কুলজ করণ' বা 'পরিবর্ত্ত' দ্বারা এবং অনেক সময় ধনবলে বা প্রভুত্ববলে অকুলীন কুলীন হইয়াছেন। "পূর্ব্বে কুশময় কুলীন বানাইয়া তাহাতে কন্যা সমর্পণ করিয়া কুলরক্ষা করা হইত। সেই কন্যা অন্য পূর্ব্বা বলিয়া দুষ্ট হওয়াতে পরে জঘন্য কষ্ট শ্রোত্রিয়ে সেই কন্যার বিবাহ হইত।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ১৫৮ পৃঃ, ১। পাদটীকা। হিন্দুর রাষ্ট্রীয় অধঃপতন যুগে কেবল

যে এইরূপ জঘন্য কুলপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল তাহা নহে; বারেন্দ্র কুলে 'পঠী' (শাখা) বন্ধন এবং রাঢ়ীয় শ্রেণীতে 'মেল' বন্ধন তখনকার ব্রাহ্মণ মহলে নানা জঘন্য দোষের পরিচয়ও প্রদান করে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে "চাঁড়ালী অবসাদ" "ভূষণা পঠী" "কুতুবখানী পঠী" "বেণী পঠী" "আলিয়া খানি পঠী" নীচজাতি সংশ্রব ও ব্যভিচার দুষ্ট। বারেন্দ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা "পাচুড়িয়া অবসাদ" দুষ্ট (ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য ও গুরুপত্নী গমন, এই পঞ্চ মহাপাতক দুষ্ট) তাঁহাদের "বংশধরেরা স্বচ্ছন্দে সমাজে চলন আছেন।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ১৩৬ পৃঃ। শব্দকল্পদ্রুম বলেন :—"এতেষাং নানাদোষদর্শনাৎ কুলাচার্য্যেণ অষ্টৌ পটী ইতি সংজ্ঞা কৃতা।"—২০২ পৃঃ। অর্থাৎ ইহাদের নানা দোষ দেখিয়া কুলাচার্য্যগণ ৮ পটী করিলেন। তাহার পরে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে দেবীবর ঘটক করিলেন রাঢ়ীয় কুলীনের মধ্যে মেল বন্ধন, তাঁহাদের কুল দোষ, জাতি দোষ ৩৬ ভাগে উদ্ঘাটন করিয়া। "দোষান্মেলয়তীতি মেলঃ।" অর্থাৎ যাঁহারা দোষে মিলিত তাঁহারাই মেলবদ্ধ কুলীন। "দেবীবর কৃত ৩৬ ভাগের সকল কুলীনই দোষ যুক্ত।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ২০৭ পৃঃ; শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায় কৃত ব্রাহ্মণ ইতিহাস ৭৩ পৃঃ ও দ্রষ্টব্য। "মেল ও তৎপরবর্ত্তী ভাগাদির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি, প্রায় সকল মেলেই মুসলমান সংস্রবে অল্প বিস্তর যবন দোষ ঘটিয়াছিল। এইরূপ যবন দোষগ্রস্ত কুলীন সমাজ লইয়াই মেলি সমাজের প্রতিষ্ঠা। মহাত্মা দেবীবর ঘটকই এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।"—প্রাচ্যবিদ্যার্ণব শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু প্রণীত বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য় ভাগ, ৪র্থ অধ্যায়, ৭৪ পৃঃ। ঐ ইতিহাসে (৭৪ পৃঃ হইতে ১৫১ পৃঃ) নগেন বাবু বহু ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর নাম ও ইতিহাস দিয়া যবনাদি দোষের ইতিহাস কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যবন সংসর্গ, বলাৎকার, অগম্যাগমন, বেশ্যাগমন, ব্রহ্মহত্যা, কুলত্যাগ,

মদ্যপান, কোচ-পোদ-রজক-কলু-হাড়ী-যবন-অন্ত্যজ প্রভৃতি নীচ জাতিতে বিবাহাদি কদর্য্য দোষের জঘন্য কলঙ্ক লইয়া মেল বন্ধন সৃষ্ট হইয়াছিল।—ব্রাহ্মণ ইতিহাস শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায় কৃত, ৭৩—১০১ পৃঃ; গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ২১১—২২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। শব্দকল্পদ্রুমও (২০২ পৃঃ) বলেন :—"তত এতেষাং নানা দোষদর্শনাৎ দেবীবরেণ ফুলিয়া খড়দহ বল্লবী সর্ব্বানন্দী ইত্যাদ্যা ষটত্রিংশন্মেলাঃ কৃতাঃ।" অর্থাৎ অতঃপর ইহাদের নানাদোষ দেখিয়া দেবীবর ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লবী, সর্ব্বানন্দী ইত্যাদি ৩৬ মেল করেন। রাঢ়ী বারেন্দ্রের মেলপঠী বন্ধন চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেকার জঘন্য জাতীয় ও সামাজিক অধঃপতনই তারস্বরে ঘোষণা করে। আজ আমাদের নিজেদের এই সব কলঙ্ক কালিমা ঢাকিয়া ভণ্ডামির কুজ্ঝটিকা রচিবার চেষ্টা ব্যর্থ। আমাদের নিজেদের কলঙ্ক নিজেরাই সংশোধন করিব, অকপটে সরল সত্য স্বীকার করিয়া। ব্রাহ্মণের এই ঘৃণ্য কলঙ্ক ব্রাহ্মণেরাই দূর করিবেন ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চরিত্র, সাধনা বলেই। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদিগের এই কুল কলঙ্ক লইয়া উচ্চবর্ণে আর নিম্নবর্ণে তফাৎ কি? উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে প্রভেদ হইবে পুণ্য চরিত্র, সদাচার, প্রকৃত বিদ্যা লইয়া। তথাকথিত ব্রাহ্মণকে আজ প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে হইবে শূদ্রান্ত সকলকেই ব্রহ্মাশ্রয়ী, ব্রাহ্মীস্থিতিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া।

পূর্ব্বোক্ত ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণসঙ্গী পাঁচজন কায়স্থ, বাঙ্গালী কায়স্থের আদি পুরুষ। ঐ পঞ্চ 'কায়স্থ'গণ অনেক স্থলে আবার 'শূদ্র' বলিয়া উল্লিখিত। শব্দকল্পদ্রুম (১৮০—১৮১ পৃঃ, ১৮৩৬ শক সং) ধৃত "দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটক কারিকা", "বঙ্গজ কুলাচার্য্য কারিকা", অগ্নি পুরাণীয় "জাতিমালা" ও রামানন্দ শর্ম্ম ঘটক কৃত বঙ্গজ কায়স্থ "কুলদীপিকা", কাশীদাস কৃত বারেন্দ্র কায়স্থগণের 'ঢাকুর' নামা কুলগ্রন্থ এবং দেবীবর ঘটক ঐ পঞ্চ কায়স্থদিগকে 'শূদ্র' বলিয়াছেন। কায়স্থদিগকে অনেক স্থলে "রাজন্য"

"রাজবংশ সমুদ্ভব", "রাজকার্য্য কুশল লিপি-কর্ম্ম বিশারদ" ইত্যাদিও বলা হইয়াছে। কিন্তু "সমস্ত কুলশাস্ত্রে তাহাদিগকে কেবল শূদ্র বলিয়া উক্তি আছে;"—বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস, শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল, ১৩৩ পৃঃ। অগ্নি পুরাণের জাতিমালা করণ বা কায়স্থদিগকে শূদ্র বলেন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ (উত্তর খণ্ড, ১৪।২৮-৩৮) 'করণ' বা কায়স্থদিগকে "সঙ্কর", "জাতিহীন", "সৎশূদ্র" বলেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের রঘুনন্দনও তাঁহার 'শুদ্ধিতত্ত্বে' বাঙ্গলার ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠদিগকে 'শূদ্র' বলিয়াছেন। "বাঙ্গলার কায়স্থ, অম্বষ্ঠ, বৈশ্য যাঁহারা নিঃশেষে বৌদ্ধ হইয়া ছিলেন তাঁহারা আর উপবীত গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই।"—কায়স্থতত্ত্বকৌমুদী শ্রীগিরীশ চন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার বেদার্থ চিন্তামণি, ৫৩ পৃঃ। ধ্রুবানন্দের কারিকাও বলেন, "গৃহীত্বা-ধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ। তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ। ততঃ কালে গতে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতাঽভবন্। তান্ত্রিকাস্তে সমাখ্যাতাস্তন্ত্রানামপি পারগাঃ। তথা তু শূদ্রধর্ম্মাস্তে খ্যাতাশ্চ শ্রুতিশাসনাৎ।"—ধ্রুবানন্দ মিশ্রকৃত কায়স্থ কারিকা। অর্থাৎ:—আধ্যাত্মিক জ্ঞান (বৌদ্ধ?) গ্রহণ করিয়া বিপ্রমানদাতা কায়স্থগণ যজ্ঞসূত্র এবং গায়ত্রীও পুনরায় ত্যাগ করিয়াছিলেন। অনেক কাল গত হইলে পরে তাঁহারা আগম হইতে দীক্ষিত হন। তান্ত্রিক তাঁহারা তন্ত্র পারগ বলিয়া সমাখ্যাত হইলেন। তথাপি শ্রুতি শাসনে তাঁহারা শূদ্র ধর্ম্ম বলিয়া খ্যাত হইলেন। গুজরাটের 'নাগর' ব্রাহ্মণদিগের সহিত বঙ্গীয় কায়স্থদিগের বহু উপাধির বা পদ্ধতির সাদৃশ্য দেখিয়া ভাণ্ডার কর মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে "racial identity" বা জাতীয় সমতা দেখিয়াছেন [Indian Antiquary, XL (1911), pp. 32-33], আর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় "Common origin" বা সাধারণ মূল দেখিয়াছেন (The Indo-Aryan Races p. 189)। কিন্তু

গুজরাটের ওই নাগর ব্রাহ্মণেরা যে 'নাগ' নামক অনার্য্যবংশসম্ভূত তাহা তো গুজরাটবাসীরাই বলেন এবং চন্দ মহাশয়েরাও তাহা স্বীকার করেন (ঐ, ১৮২ পৃঃ)। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' বলেন (২৪৩ পৃঃ)—"কায়স্থ-গণের ৪টী শ্রেণীতেই এ দেশীয় আদিম শূদ্র প্রবেশ করিয়াছেন।" বাঙ্গলায় নানাপ্রকার জাতিবর্ণ লইয়া যে পাঁচ মিশাল বা ছত্রিশ মিশাল খিচুড়ী পাক করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কে ব্রাহ্মণ, কে ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্য, আর কে শূদ্র তাহা নির্ণয় করিবার কোনই পথ নাই। খাঁটি কথা বলিতে গেলে বাঙ্গলায় এখন কেবল মাত্র একজাতি; তাহার নাম 'বাঙ্গালী জাতি'। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের অবস্থিতি স্থান ৫৬ বা ৫৯ গ্রামের নাম হইতে তাঁহাদের গোত্রীয় ৫৬ 'গাঞি'র নাম বা উপাধি সমূহ সৃষ্টি হইয়াছে; যথা:—চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, ঘোষাল, গড়গড়ী, বড়াল ইত্যাদি *; আর দেশের নাম হইতে 'বাঙ্গালী জাতি' বা 'ভারতী জাতি' কেন হইতে পারিবে না?

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থেরা যেন আর জাতির বড়াই করেন না, অস্পৃশ্যতাকে যেন আর পাপ বা দোষ বলেন না। তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব বৈদ্যত্ব, কায়স্থত্ব মুলে অস্পৃশ্যতাসম্ভূত ইহা তাঁহারা কোন্ প্রাণে, কোন্ মুখে ভোলেন? বিক্রমপুর, ঢাকা আদি অঞ্চল হইতে অনেক সময় নমঃশূদ্র, জেলে, মুচি, প্রভৃতির কন্যা আসিয়া ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণবধূ হইয়াছেন। ইহাদিগকে

---

* 'চাটুতি' (বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান চাটতি গ্রাম) গাঞির 'চট্টোপাধ্যায়', 'মুখটী' (বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান মুকটী) গাঞির 'মুখোপাধ্যায়', 'গাঙ্গুল' (বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বর্ত্তমান গাঙ্গুর গ্রাম) গাঞির 'গঙ্গোপাধ্যায়', বন্দ্য (বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান গ্রাম বাড়র) গাঞির 'বন্দ্যোপাধ্যায়,' ঘোষ (বীরভুমের বর্ত্তমান ঘোর গ্রাম) গাঞির 'ঘোষাল', গড়গড় (বীরভুমের গড়গড গ্রাম) গাঞির 'গড়গড়ী', বড়া (বাঁকুড়ার অন্তর্গত বর্ত্তমান বোড়া), গাঞির 'বড়াল' ইত্যাদি।

'ভড়ের মেয়ে' বলিত। নৈকষ্য বা ভঙ্গকুলীনের গৃহে অনেক স্থলেই কুলীন প্রবরের পিতা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয়ও আছেন। আমি অনেক ব্রাহ্মণ সন্তানকে জানি যাঁহারা কায়স্থ, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, যুগী প্রভৃতির ঔরস জাত। তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে বেশ স্পৃশ্য ও আচরণীয় আছেন ও নিশ্চয়ই তাঁহারা উচ্চ ব্রাহ্মণ সমাজে বিবাহও করিয়াছেন। স্বয়ং বল্লাল সেন ডোমকন্যা "হড্ডিকা" বা হাড়ী পদ্মিনীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার দ্বারা পাকস্পর্শ করাইয়া বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থকে আহার করাইয়াছিলেন।—Tribes and castes, I. pp. 47, 153, 154; বিক্রমপুরের ইতিহাস, ৩৫পৃঃ; সম্বন্ধ নির্ণয় ২১৭ পৃঃ; বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত, ২৬৮ পৃঃ ইত্যাদি)।

কম্বলের লোম বাছিলে আর থাকে কি? শালগ্রামের আর শোয়া, বসা, দাঁড়ান কি? তাই হিন্দুজাতি লোমবস্ত্রের ন্যায় সর্ব্বত্রই শুচি শুদ্ধ; শালগ্রামের ন্যায় ক্ষুদ্রেরও অধিগত; গোবর্দ্ধন শিলার ন্যায় সর্ব্বজাতিরই আরাধ্য; গঙ্গা জলের ন্যায় সর্ব্বাবগাহ্য, সর্ব্বপাবন।

(১৮) মরণ-পারে শূদ্র জলচল; আর এ পারে?

সমস্ত তথাকথিত শূদ্র যে চিরকাল হইতে জলচল তাহার একটা প্রমাণ প্রাচীনতার কঙ্কালমাত্রে আজও দাঁড়াইয়া আছে। হিন্দুতর্পণে বৈদিক বিধি অনুসারে শূদ্রের জলাঞ্জলি সমস্ত উচ্চবর্ণ-ই "তৃপ্তি"র সঙ্গে বরাবর গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। বৈদিকতর্পণে প্রদত্ত শূদ্রের জলাঞ্জলি "মনুষ্যতর্পণে" সনক সনন্দাদি গ্রহণ করিতেছেন। "ঋষি-তর্পণে" "ওঁমরীচি স্তৃপ্যতাং, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং" ইত্যাদি বলিয়া শূদ্র যে অঞ্জলি ভরা তর্পণজল প্রদান করেন, তাহা মরীচি, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা সকলেই তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করেন। স্বয়ং যমরাজ এবং ক্ষত্রিয় প্রবর ভীষ্মও শূদ্রের জলাঞ্জলি পাইয়া তৃপ্ত। আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি তথাকথিত উচ্চবর্ণেরাই কেবল মরণের এ-পারে

অতৃপ্ত থাকিবেন ? তাঁহারা যখন ভবলীলা সাঙ্গ করিবেন, তখন এই শূদ্রই যে দিব্যোদারকণ্ঠে তাঁহাদিগকে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক বলিবেন, "ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ। অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্। ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু ॥" অর্থাৎ :—ব্রহ্মলোক হইতে ভুবনের সমস্ত লোক, দেবর্ষিগণ, পিতৃগণ, মানবগণ, পিতৃকুল, মাতৃকুল, মাতামহকুল এবং সপ্তদ্বীপনিবাসী অতীত কোটীকোটীকুলের সকলে, ত্রিভুবনের সকলেই আমার দত্ত জলের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করুন। প্রণবস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে তৃণ-গুচ্ছ পর্য্যন্ত জগত তৃপ্ত হউক। বিষ্ণুপুরাণও (৩।১১।৩২-৩৬) অনুরূপ তর্পণের বিধান দিয়াছেন। এই সমস্ত পিত্র্যাদি কর্ম্ম যে শূদ্রেরাও করিতে পারেন, ব্রহ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ তাহাও বলিয়াছেন,—"পিত্র্যাদিকঞ্চ বৈ সর্ব্বং শূদ্রঃ কুর্ব্বীত তেন বৈ।"—বিষ্ণুপুরাণম্ ৩।৮।৩৩ ; ব্রহ্মপুরাণম্, ২২২।১৪। অর্থাৎ :— শূদ্র তাহার দ্বারা পিত্র্যাদি সমস্ত যজ্ঞ করিবেন। বিষ্ণুপুরাণ আরও বলিয়াছেন :—"যত্র কচন সংস্থানাং ক্ষুত্তৃষ্ণোপহতাত্মনাম্। ইদম-প্যক্ষয়ঞ্চাস্তু ময়া দত্তং তিলোদকম্ ॥"—ঐ, ৩।১১।৩৬। অর্থাৎ :—যে কোনও স্থানে সংস্থিত ক্ষুধাতৃষ্ণাপীড়িত আত্মাদিগকে আমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই তিলোদক অক্ষয় হউক। চারিবর্ণেরই পিতৃগণ উদ্দেশ্যে, শূদ্রান্ত চারিবর্ণই শ্রাদ্ধান্ন দান পর্য্যন্ত করিতে পারেন। —(মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৯৬।১৯-২৩ ; ৯৬।৩৪-৩৮)। মনুও বলেন, "কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যে-নোদকেন বা।"—মনুসংহিতা, ৩।৮২। অর্থাৎ :—অন্নাদি বা জলের দ্বারা অহরহ শ্রাদ্ধ করিবে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের পরস্পরের হিতার্থে তৃপ্তির নিমিত্ত এই তিলোদক দান, শ্রাদ্ধান্ন দান কি সকল বর্ণেরই প্রেমময় প্রাণবন্ধনের মিলনরাখি রচনা করে না ?

বিশ্বমানবতার এইরূপ দেবভাব লইয়া হিন্দু যে 'জলচল' মহাব্রত

করিয়াছিলেন "তর্পণ" নাম দিয়া, সে কি কেবল মরণ-পারের ওই পরলোকের জন্যই? কিন্তু তর্পণ তো ইহলোকের লোকই করিতেছে, ইহলোকের হিতার্থেই। মরণের ওপারে যে শূদ্র জলচল, আজ মরণের এপারে তাহাকে জল অচল করিয়া, হে হিন্দু, তোমার তর্পণের পথ, তৃপ্তির পথটাকেই কি সংকীর্ণ, নষ্ট করিয়া ফেলিতেছ না? দেব মানব ঋষি প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবনের সকলকেই তাঁহারা পুত্রের ন্যায় অঞ্জলি ভরা জলদান করিয়া তৃপ্ত করিতে পারিতেছেন, আর জীবনে মৃত যাঁহারা, তাঁহারাই কি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেছেন না? ব্রাহ্মণ, তোমার আসল আত্মার জন্য শূদ্রদিগকে যে জলচল অধিকার দিয়াছ, আজ তোমার নকল আত্মার, দেহের জন্য সে অধিকার দিবে না? শূদ্রকে দিলে তোমার "মনোময় প্রাণ শরীর নেতা" কে জলদান করিতে প্রাণভরা প্রীতি ঢালিয়া, আর দুর্ম্মুখের ন্যায় তোমার বদনবিবরটা চাপিয়াই তাহা রুদ্ধ করিবে চাতকের হাহাকারে?

(১৯) আহারে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন

যে আর্য্য বা হিন্দু জাতির ভিতর সমস্ত বর্ণের ও জাতির এত বহুভাবে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে তাহার ভিতর এত অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ লইয়া মারামারি কাটাকাটি কেন? ইহা কি আমাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে? হিন্দু শাস্ত্রকারগণ অস্পৃশ্যতার উপরে উঠিয়া বহু স্থলেই বিভিন্ন বর্ণের পরস্পরের সহিত অন্নাহারের বিধান পর্য্যন্ত দিয়াছেন। অথর্ব্ববেদ ৬ষ্ঠ কাণ্ড, ৩০ সূক্তে বলিতেছেন :—
"ওঁ সমানী প্রপা সহ বোঽন্ন ভাগঃ সমানে যোক্ত্রে সহবো যুনজ্মি। সমঞ্চোঽগ্নিং সপর্য্যতারানাভিমিবাভিতঃ॥' অর্থাৎ :—তোমাদের পান একসঙ্গে হউক, তোমাদের আহার একসঙ্গে হউক, তোমাদের সঙ্গে এক বন্ধনে যুক্ত করিতেছি; যেমন রথের চক্রনাভির চারিদিকে অর

থাকে, তদ্রূপ তোমরা সকলে মিলিয়া অগ্নিরূপ পরমাত্মাকে পূজা কর। সায়ণাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন :—"সহবোঽন্নভাগাঃ অন্নভাগশ্চ সহ এব ভবতু পরস্পরানুরাগবশেন একত্রাবস্থিতমন্নপানাদিকং যুষ্মাভিরূপভুজ্যতামিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ :—তোমাদের অন্নভোজন একসঙ্গে হউক অর্থাৎ পরস্পর অনুরাগ বশতঃ একত্র অবস্থিত অন্নপানাদি তোমরা ভোজন কর। রামায়ণ উত্তরকাণ্ডে, ১০৪ ও ১০৫ সর্গে আছে যে নিষাদপতি গুহ, রাক্ষস বিভীষণ, বানর সুগ্রীব হনুমান, ভালুক জাম্বুবানাদি নিম্নবর্ণের সকলে রামের অশ্বমেধযজ্ঞে ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণকে পরিচর্য্যা এবং অন্নব্যঞ্জনাদি পরিবেশন পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। নিন্দিত গোপালবংশীয় ("গোপালত্বং জুগুপ্সিতম্"—বিষ্ণুপুরাণম্, ৫।১।৩।৩) শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজবাসী গোপগণ "গিরিযজ্ঞ" নূতন প্রবর্ত্তিত করিয়া, "দধি পায়স ও মাংসাদি" দ্বারা "শৈলবলি" দিয়া নিজেরাই সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণকে ভোজন করান। (ব্রহ্ম পুরাণম্, ১৮৭। ৫১—৫৮; বিষ্ণু পুরাণম্, ৫।১০।৩৮—৪৫)। শ্রীমদ্ভাগবতেও (১০।২৪। ২৩—৩৩) অনুরূপ বৃত্তান্ত আছে। ব্রহ্ম পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আমরা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া শালগ্রাম পূজার পাল্টা জবাবে গোপাদি নিম্ন বর্ণ পূজিত গোবর্দ্ধন শিলা পূজার জন্ম কথাই কি পাই না? আপস্তম্ব (১ম প্রশ্ন, ১৯ কাণ্ড) জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কাহার অন্ন গ্রহণ করা যায়?" কণ্ব কহিতেছেন, "যিনি আপন ইচ্ছায় অন্ন দেন তাঁহারই অন্ন আহার করা যায়। আপস্তম্ব নিজ মতও দিতেছেন—"যে কোন ব্যক্তি অযাচিত ভাবে অন্ন দেয় তাহারই অন্ন ভক্ষণ করা যায়।" বার্ষায়ণি বলিয়াছেন—"যে কোন ব্যক্তি অন্ন দিতে চায় তাহার অন্নই ভোজন করা যায়।" বশিষ্ঠ, গৌতম ও বৌধায়ণেরও এই মত। (Modern Review, March 1909, p. 263 দ্রষ্টব্য) অত্রিসংহিতাও বলিতেছেন :—"আরনালং তথা ক্ষীরং কন্দুকং দধি

শক্তবঃ। স্নেহপক্কঞ্চ তক্রঞ্চ শূদ্রস্যাপি ন দুষ্যতি॥”—১।২৪৬। অর্থাৎ :—আরনাল (কাঁজি, মণ্ড বা ভাতের ফেন), ক্ষীর (উত্তর পশ্চিম ভারতে পায়সান্নকে ক্ষীর বলে) ও কড়াই বা তাওয়ায় প্রস্তুত দ্রব্য প্রভৃতি, দধি, শক্তু (ছাতু), তৈল বা ঘৃত পক্ক দ্রব্যাদি ও তক্র (ঘোল—দধিতে জল দিয়া তৈরী) শূদ্র কৃত হইলেও তাহা ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণাদির দোষ হইবে না। গরুড় পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড ৯৫।৬৬ এবং কূর্ম্ম পুরাণ উপরিভাগ ১৭।১৭ তেও আমরা ইহার প্রতিধ্বনি পাই। কূর্ম্ম পুরাণে আছে :—“আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রশ্চ গোপালো দাস নাপিতৌ। এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥ পায়সং স্নেহপক্কং যদ্ গোরসশ্চৈব শক্তবঃ। পিণ্যাকঞ্চৈব তৈলঞ্চ শূদ্রাদ্ গ্রাহ্যং দ্বিজাতিভিঃ॥ কুশীলবঃ কুম্ভকারঃ ক্ষেত্রকর্ম্মকঃ এব চ। এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না দত্ত্বা স্বল্পং পণং বুধৈঃ॥”—উপরিভাগ, ১৭।১৭-১৯। অর্থাৎ :—বর্গাইত (যাহারা অর্দ্ধেক ফসল দেয়), কুলমিত্র, গোপাল, দাস, নাপিত ও যে আত্ম নিবেদন করিয়াছে শূদ্রের মধ্যে ইহাদের অন্ন ভোজন করা যায়। কুশীলব (বাদ্যকার নট), কুম্ভকার, ক্ষেত্রকর্ম্মক (কৃষক) শূদ্রের মধ্যে ইহাদিগকে অর্দ্ধ মূল্য দিয়া ইহাদের অন্ন ভোজন করা যায়। পায়স, তৈল বা ঘৃতপক্কদ্রব্য, গোরস (দুগ্ধ), শক্তু (ছাতু), পিণ্যাক (পিঠা) ও তৈল এই সকল বস্তু দ্বিজাতিগণ শূদ্র হইতে গ্রহণ করিতে পারেন। পায়স, পিষ্টক (পিণ্যাক), লুচি, পোলাউ (স্নেহপক্ক) খাওয়ার ব্যবস্থা বেশ রহিল। শাক, ভাত, ডাইল, তরকারী ব্রাহ্মণী নিত্যই রান্ধেন; সে গুলিতে অরুচি হওয়াতেই কি এই ব্যবস্থা হইল? কুমোর, কৃষক (নমঃশূদ্র, কাপালি আদি কৃষক ত আছেই; মুসলমান কৃষকদিগকেও তো ধরা যায়) এবং বাউতির (বাদ্যকার কুশীলব) উল্লেখে সব শূদ্রই কি বোঝায় না? মনুসংহিতা (৪।২৫৩), যমসংহিতা (১।২০), বিষ্ণুসংহিতা (৫৭।১৬) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা (১।১৬৮), ব্যাসসংহিতা

(৩।৫১-৫২), পরাশর সংহিতা (১১।২০) প্রভৃতি সংহিতায় একটু অদল বদল করিয়া আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাই :—"আৰ্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ। এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥"—মনুসংহিতা, ৪।২৫৩। অর্থাৎ :—"দ্বিজ, যে ব্যক্তি কৃষি কার্য্য করিয়া ফসল দেয়, কুলের মিত্র, গোয়ালা বা রাখাল, দাস (চাকর), নাপিত ও আত্মসমর্পণকারী শূদ্রজাতির প্রস্তুত অন্নাদি গ্রহণ করিতে পারেন।" মনুর ন্যায় স্কন্দ পুরাণও বলিতেছেন :—"দাস নাপিত গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ। ভোজ্যান্নাঃ শূদ্রবর্গেঽমী তথাত্ম-নিবেদকঃ ॥"—স্কন্দপুরাণম্, ব্রহ্মখণ্ডে ধর্ম্মারণ্য খণ্ডম্ ৬।১০৩। অর্থাৎ :—দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, বর্গাইত (যে কৃষক অৰ্দ্ধেক শস্য দেয়) এবং আত্মনিবেদক—শূদ্র জাতির মধ্যে ইহাদের ভোজ্যান্ন সমূহ গ্রহণ করা যায়। গৌতম সংহিতাও বলিতেছেন :—"প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মসু দ্বিজাতীনাং ব্রাহ্মণো ভুঞ্জীত।·········পশুপাল ক্ষেত্রকর্ষক কুলসঙ্গতকার পিতৃপরিচারকা ভোজ্যান্না।"—১৭। নিজ কৰ্ম্মে প্রশস্ত দ্বিজাতীয়দিগের গৃহে ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিবে। পশুপালক, ক্ষেত্রকর্ষক, কুলপরম্পরা বন্ধুভাবাপন্ন এবং পিতৃপরিচারক, ইহারা শূদ্র হইলেও ইহাদিগের অন্ন ভোজন করা যাইতে পারে। আর অন্যান্য শূদ্রদের অপরাধ কি? ব্রহ্মপুরাণ বলেন যে, উহাতে কোন অপরাধ ত নাইই, বরং ব্রাহ্মণাদিকে শূদ্রের অন্নদান পুণ্যজনক। যথা :—"অন্নং দত্ত্বা দ্বিজাতিভ্যঃ শূদ্রঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।" ব্রহ্মপুরাণম্,২১৮।২১। অর্থাৎ :—দ্বিজাতিগণকে অন্নদান করিয়া শূদ্র পাপ হইতে মুক্ত হন। মনুও অন্যত্র ব্যবস্থা দিয়াছেন যে জল ও অন্ন সর্ব্ববর্ণেরই নিকট হইতে প্রতিগ্রহণ করা যায়। "এধোদকং মূলফলমন্নম-ভ্যুদ্যতঞ্চ যৎ। সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়ান্মধ্বথাভয়দক্ষিণাম্ ॥"—মনুসংহিতা, ৪।২৪৭। অর্থাৎ :—কাষ্ঠ, জল, মূল, ফল, অন্ন এবং যাহা কিছু অযাচিতভাবে আপনা আপনি উপস্থিত হয় এই সকল, মধু, অভয় এবং

দক্ষিণা সর্ব্বলোকের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করা যায়। বৈদ্য বা কায়স্থ বল্লাল সেন ডোম কন্যা পদ্মিনীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার দ্বারা পাকস্পর্শ করাইয়া যখন বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদিগকে আহার করাইয়াছিলেন, তখন শূদ্রের অস্পৃশ্যতা বা অনাচরণীয়তা কোথায় ছিল? মহারাজ নন্দকুমার যখন মিথ্যা জালিয়াতির অপরাধে জেলে ছিলেন, তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও ব্যবস্থা দিয়াছিলেন "জাত নিতান্ত সহজে যায় না। ব্রাহ্মণ মুসলমানের ভাত আটবার খাইলে পর তবে তার জাত যায়।" —সত্যচরণ শাস্ত্রীর গ্রন্থাবলী (মহারাজ নন্দকুমার চরিত), ৫৩৩ পৃঃ।

(২০) উচ্চ বর্ণকে শূদ্রের অন্নদান

চারি বর্ণের ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনীরা সনাতনকাল হইতে চিরদিনই পক্কান্ন ভিক্ষা করিয়া খাইয়া আসিতেছেন। প্রাচীনকাল হইতেই নিয়ম ছিল এবং এখনও ভারতের অনেকস্থলে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, চারি বর্ণের গৃহস্থেরাই প্রতিদিন কিছু বেশী অন্ন পাক করিবেন, কারণ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের গৃহে আসিয়া ঐ রান্না অন্ন ভিক্ষা লইবেন। তাই হিন্দুশাস্ত্র বলিয়াছেন— "যতি চ ব্রহ্মচারী চ পক্কান্ন স্বামীনাবুভৌ।"—পরাশরসংহিতা, ১।৪৫। অর্থাৎ :—সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী উভয়েই পক্কান্ন গ্রহণকারী। মনুও বিধান দিয়াছেন যে ব্রহ্মচারীরা গ্রামে সর্ব্ব বর্ণের নিকটই অন্ন ভিক্ষা লইতে পারেন। "সর্ব্বং বাপি চরেৎ গ্রামং"—মনুসংহিতা, ২।১৮৫। শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন, "ভিক্ষাং চতুর্ষু বর্ণেষু বিগর্হ্যান্ বর্জ্জয়ংশ্চরেৎ।" —১১।১৮।১৮। অর্থাৎ :—চারিবর্ণের মধ্যে অভিশপ্ত পতিতাদি ("বিগর্হ্যানভিশপ্তপতিতান্"—শ্রীধর টীকা) পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ চারিবর্ণের নিকটই ভিক্ষাচরণ করিবে।* ব্রহ্মচারীদিগের মধ্যে যাঁহারা

* ঐ ব্যাখ্যা কালে শ্রীধর স্বামী তাঁহার "ভাবার্থ দীপিকা" টীকাতে, জীব গোস্বামী তাঁহার "ক্রম সন্দর্ভ" টীকাতে এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার "সারার্থদর্শিনী" টীকাতে

"উপকুর্ব্বানক" তাঁহারা আবার সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দার-পরিগ্রহ করিতেন। সর্ব্বজাতির পক্কান্ন গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের জাতি যাইত না বা এখনও যায় না। এখনও বহুস্থানে তাঁহারা 'মাধুকরী' করিয়া মধুকরের ন্যায় নানা গৃহস্থের পকান্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারীরা মাধুকরী করিয়া সব্ববর্ণের রাঁধা অন্ন গ্রহণ করিয়া সংসারী হইলে তাঁহাদের কোন দিন জাতি দোষ বা অস্পৃশ্যতা দোষ বা অনাচরণীয়তা দোষ ঘটে নাই। বৈষ্ণব সাধু বৈরাগী মহলে এই 'মাধুকরী' বৃত্তি এখনও সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মাধুকরীরূপ 'রাষ্ট্রপিণ্ডে' জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা এখনও বহু স্থানে নাই। ভারতবাসী, ওই শোন তোমার শাস্ত্র কি বলিতেছেন:—"ভিক্ষা-ভুজশ্চ যে কেচিৎ পরিব্রাড়্ ব্রহ্মচারিণঃ। তেঽপ্যত্রৈব প্রতিষ্ঠন্তে গার্হস্থং তেন বৈ পরম্॥ ১১। বেদাহরণকার্য্যেন তীর্থস্নানায় চ প্রভো। অটন্তি বসুধাং বিপ্রাঃ পৃথিবী দর্শনায় চ॥ ১২। অনিকেতা হ্যনাহারা যে তু সায়ং গৃহাশ্চতে। তেষাং গৃহস্থঃ সর্ব্বেষাং প্রতিষ্ঠা যোনিরেব চ॥১৩। তেষাং স্বাগতদানাদি বক্তব্যং মধুরং নৃপ। গৃহাগতানাং দদ্যাচ্চ শয়নাসন ভোজনম্॥ ১৪। অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে। স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥ ১৫।—বিষ্ণুপুরাণম্ ৩।৯।১১-১৫, ব্রহ্মপুরাণম্ ?২২।৩২-৩৬। অর্থাৎ:—যে সকল পরিব্রাজক বা ব্রহ্মচারী

সন্ন্যাসী চারিবর্ণের নিকটই ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে পারেন, এইরূপ সহজ ও সঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু গোস্বামী শ্রীরাধারমণ দাস তাঁহার "দীপিকাদীপন" ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, "তত্র বর্ণত্রয়াভাবে প্রাণ রক্ষার্থং শূদ্রোঽপ্যপেতঃ আহারার্থং সমীহেতেতি বক্ষমাণত্বাৎ।" এইরূপ শ্রীধর "দীপিকা"র মুখ পোড়ানো ব্যাখ্যার জন্য রাধারমণ দাস প্রমুখ গোস্বামীরাই দায়ী ও পাপী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভাবে প্রাণ রক্ষার্থ আহারের নিমিত্ত শূদ্রের নিকটও যাইবে, এইরূপ বক্ষ্যমাণ বাক্য তাঁহাদের পোড়া মনের ছাই কথা ছাড়া আর কি?

ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন, গৃহস্থই তাঁহাদের আশ্রয়; সেইজন্য গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ। বিপ্রেরা বেদসংগ্রহের জন্য, তীর্থ-স্নানের জন্য অথবা পৃথিবী দর্শনের জন্য বসুধাতে বিচরণ করেন। গৃহহীন, অনাহারী, তাঁহারা সায়ংকালে যে গৃহে উপস্থিত হন, তাহাই তাঁহাদের গৃহ। এই সকল ব্যক্তির গৃহই আশ্রয়কারণ। রাজন্! গৃহাগত ইঁহাদিগকে গৃহস্থ স্বাগতদানাদি মধুর বাক্য বলিবেন এবং শয্যা, আসন, ও আহার দান করিবেন। অতিথি হতাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে ফিরিয়া যান, সে ব্যক্তি অতিথির দুষ্কৃতি গ্রহণ করে এবং অতিথি গৃহস্থের পুণ্য লইয়া যান। মনুও বলেন :—"যজ্ঞশিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে।"—মনুসংহিতা, ৩।১১৮ ; বিষ্ণুসংহিতা, ৬৭।৪৩। অর্থাৎ :—যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নই সাধুদিগের ভোজনের জন্য বিহিত হইয়াছে। সাধু-সন্ন্যাসীভক্ত ভারত, অতিথিবৎসল ভারত, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে যে সাধুপূজার, অতিথি পূজার বিধান দিয়াছে, তাহাতে জাতিবাদের, কুলবাদের, গোত্রবাদের সংকীর্ণতা নাই। ওই বিষ্ণুপুরাণই তাই বলিতেছেন—"স্বাধ্যায় গোত্রচরণমপৃষ্ট্বা চ তথা কুলম্। হিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী।"—ঐ, ৩।১১।৬১। অর্থাৎ :—গৃহী অভ্যাগতের স্বাধ্যায় (বিদ্যা), গোত্র, চরণ ও কুল জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিব) বিবেচনা করিবে। শূদ্রও যদি ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হন, তবে ব্রাহ্মণ যেমন তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে অন্নভোগাদি দ্বারা পূজা করিবেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণও যদি শূদ্রের গৃহে অতিথি হন, তবে শূদ্রও তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে অন্নভোগাদি দ্বারা পূজা করিবেন। আর ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর তো কথাই নাই; অন্নহীন তাঁহাদের অন্নত চারিবর্ণের গৃহীই যোগাইবেন। "ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দদ্যাৎ পরিব্রাড়্ ব্রহ্মচারিণে। অকল্পিতান্নমুদ্ধৃত্য সব্যঞ্জনসমন্বিতাম্ ॥"—হারীতসংহিতা, ৪।৬০। অর্থাৎ :—পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারী ভিক্ষুকে ব্যঞ্জন সমন্বিত অকল্পিত (অন্যের

নিবেদিত নহে) অন্ন ভিক্ষা দিবে। পাছে এই সব পূজ্য অতিথিদের জাতি কুল গোত্রাদি জানিলে মনে দ্বিধা বা সঙ্কোচ আসে, এই জন্য তাহা জানান বা জানাও নিষিদ্ধ হইল। চারিবর্ণের জন্যই যে "নিত্য-ক্রিয়া" "পঞ্চযজ্ঞের" বিধান আছে, তাহার মধ্যে একটি হইতেছে এই নৃ-যজ্ঞ বা অতিথিযজ্ঞ। ভারতবাসী, তোমরা এই "রাষ্ট্রপিণ্ডের" "পিণ্ডদান" করিবার যদি ব্যবস্থা কর, তবে ভারত, সাধু বৈরাগীর ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর "ধর্ম্মদান" হইতে বঞ্চিত হইবে। সনাতনী হিন্দু, এই সনাতন হিন্দুপ্রথারও কি মূলোচ্ছেদ করিতে চাও জাতিবাদের কুঠারে ?

তাহার পরে হিন্দুর পঞ্চযজ্ঞের (মনু, ৩৷৮১ ; বিষ্ণুসংহিতা, ৫৯৷২০-২৫ ; যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১৷১০২) মধ্যে "বিশ্বদেববলি" রূপ মহাযজ্ঞের বিধানের মধ্যেও আমরা অস্পৃশ্যতা, জল অনাচরণীয়তা বা অন্ন অনাচরণীয়তাও পাই না। আর্য্য হিন্দুর বিশ্বমানবতা সমস্ত জাতি বা বর্ণের মধ্যে, নিখিল ভুবনের সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অন্তরতম কোনও ভেদ বৈষম্য দর্শন করে নাই। 'বিশ্বদেববলি'তে বিশ্বমানবতার পূজারী আর্য্যহিন্দু সকলকেই পক্বান্ন ("অন্নস্য সিদ্ধস্য"—মনুসংহিতা, ৩৷১২১ ; "পাকযজ্ঞৈঃ"—ব্রহ্মপুরাণম্, ২২২৷১৪) প্রদান করিয়া পূজা করিতে বলিয়াছেন। উচ্চবর্ণ-হিন্দু "বিশ্বদেব বলি" মহাযজ্ঞ ত্যাগ করিয়া তাহার স্থলে তুমি যে "শূদ্রবলি" র "শূদ্রমেধযজ্ঞ" সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা কি অজমাতা জগন্মাতার পূজায় 'ছাগ বলি'রই রূপান্তর নহে ? ছাগ বলির ছাগটাকেও তুমি মন্দিরে প্রবেশের, এমন কি মন্দিরের গর্ভাগারে প্রবেশের অধিকার দিয়াছ, আর শূদ্রকে তুমি মন্দিরে পদার্পণ পর্য্যন্ত করিতে দাও না ! ওই শোন তোমার শাস্ত্র বিশ্বদেববলির কি মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন !—"যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন-তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েহন্নং ভুবিদত্তমেতৎ প্রয়াস্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু॥ ৫১। ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেতদহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোঽন্যদস্তি। তস্মাদহং

ভূতনিকায় ভূতমন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাম্॥ ৫২। চতুৰ্দ্দশ ভূতগণো য এষস্তত্রস্থিতো যেঽখিল ভূতসজ্ঘাঃ। তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া বিসৃষ্টং তেষামিদং তে মুদিতা ভবন্তু॥ ৫৩। ইত্যুচ্চার্য্য নরো দদ্যাদন্নং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। ভুবি ভূতোপকারায় গৃহী সর্ব্বাশ্রয়ো যতঃ॥ ৫৪। —বিষ্ণুপুরাণম্, ৩।১১।৫১-৫৪। অর্থাৎ :—যাহাদের মাতা নাই, পিতা নাই, বন্ধু নাই, অন্ন প্রস্তুত করিবার সাধ্য নাই এবং অন্নও নাই, আমি তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য পৃথিবীতে এই অন্ন প্রদান করিলাম; তাঁহারা এই অন্নে তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করুন। সর্ব্বভূত, এই অন্ন এবং আমি সকলই বিষ্ণু; কারণ বিষ্ণু ছাড়া অন্য কিছুই নাই। এই জন্য সমুদয় ভূতসমূহ আমা হইতে ভিন্ন নহে; সুতরাং আমি সমুদয় প্রাণিবর্গের তৃপ্তির জন্য অন্ন প্রদান করিলাম। চতুর্দ্দশ প্রকার ভূতগণের অন্তর্গত যে এবং যাহারা অখিল-ভূত-সজ্ঘের, তাহাদের তৃপ্তির জন্য আমার প্রদত্ত এই অন্ন দিলাম; তাঁহারা আনন্দিত হউন। ইহা উচ্চারণ করিয়া নর পৃথিবীতে ভূতোপকারের নিমিত্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্নদান করিবেন; যেহেতু গৃহী সকলের আশ্রয়। সমস্ত গৃহী **নরেরই** এই যজ্ঞে অধিকার। ব্রহ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—"শূদ্রোঽপি-পাকযজ্ঞৈর্যজেত চ।"—ব্রহ্মপুরাণম্ ২২২।১৪; বিষ্ণুপুরাণম্, ৩।৮।৩৩। অর্থাৎ :—শূদ্রও পাকযজ্ঞের দ্বারা বৈশ্যদেব যজ্ঞ করিবেন। মহাভারতও (শান্তিপর্ব্ব, ৬৫।২১) বলেন, "পাকযজ্ঞ মহার্হাশ্চ দাতব্যাঃ সর্ব্বদস্যুভিঃ।" অর্থাৎ :—সমস্ত দস্যু, দাস বা শূদ্রগণ মহার্হ পাকযজ্ঞ দান করিবেন। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র (২।২।২।৪) বলেন, "আর্য্যাধিষ্ঠিতা বা শূদ্রাঃ সংস্কর্ত্তারঃ স্যুঃ।" অর্থাৎ :—আর্য্যদিগের গৃহে শূদ্র পাকাদি অন্নসংস্কার কার্য্য করিবে। নিখিল বিশ্বের নিখিল ভূতগণকে অন্নদানের এই মহাযজ্ঞে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে। বিশ্বযজ্ঞের পূজারী শূদ্রও ব্রাহ্মণকে অন্নদান, বিশ্বদেব বলির এই রান্ধাভাত দান করিতেন এবং করিতে পারেন।

ব্রাহ্মণ, বিশ্বদেব বলিতে শূদ্রের যে পক্কান্নদানের বিধি দিয়াছ সমস্ত উচ্চবর্ণকে, সে যে শ্রদ্ধান্ন, অন্নস্বরূপ বিষ্ণু। শূদ্রদত্ত এই "বিষ্ণু অন্ন" আজ যদি তুমি গ্রহণ না কর, তবে তোমার শাস্ত্রীয় বিধান কেবল কপটতা ও প্রবঞ্চনা মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে; অথবা তুমিই শাস্ত্রহন্তা হইবে। আজ যদি শূদ্রাদির কেহ যথার্থ ধর্ম্মপিতা, ধর্ম্মমাতা, ধর্ম্মবন্ধু, ব্রাহ্মণাদি না থাকেন, তবে ওই বিশ্বযজ্ঞের বিশ্বদেবতাকে অস্বীকার করা হইবে। আর উচ্চবর্ণ, তোমাদের প্রকৃত পিতা, মাতা, বন্ধু, অন্নসিদ্ধি-দাতা কে, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ? আজ ওই তথাকথিত নিম্নবর্ণ শূদ্র কৃষক-কুলই তোমাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নদান করিতেছেন, মন্ত্রে নহে, কর্ম্মে। ওই শূদ্রই তোমার অন্নদাতা পালক পিতা, মিষ্ট কথায় চিড়া ভিজাইয়া নহে, সত্য সত্যই তাহার ব্যবস্থা করিয়া। প্রাণ ঢালিয়া সেবা করিয়া শূদ্র আজ তোমার সেবাপরায়ণা মাতা কবি কল্পনায় নহে, বাস্তব জীবন নাটকের গরিমায়। বিপদে এই শূদ্রই তোমার একমাত্র বন্ধু, যুদ্ধবিগ্রহে রাষ্ট্রবিপ্লবে তাহার জীবন দিয়া তোমার জীবন বাঁচাইতে। আর তোমার অন্নসিদ্ধি? শূদ্রের মুখের গ্রাস ছিনাইয়া লইয়া আজ তুমি তোমার নধরকান্তি পুষ্ট করিতেছ; তাহার কুঁড়ে ঘরের জীর্ণ কঙ্কালের উপর তুমি বিরাট সৌধ রচনা করিতেছ। বিশ্বদেবতার যথার্থ পূজারী, এই তথাকথিত শূদ্রকে আজ তুমি জীবনে-মরণে স্বীকার করিয়া আছ; কেবল তুচ্ছ লোকাচারে, দেশাচারে স্বীকার করিবে না?

শুধু বাংলার নহে, ভারতের নহে, নিখিল ভুবনের সকল প্রাণীকেই এমন করিয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে বিষ্ণুবোধে পক্কান্নদানের মহাযজ্ঞ যে ঋষি, যে সাধক প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহা অপ্রচলিত হইল, রুদ্ধ হইল, মৃত হইল, কোন্ দানবের কুলিশ প্রহারে? শূদ্রের পক্ষে উচ্চবর্ণকে পরোক্ষে অন্নদানের ব্যবস্থা যদি প্রত্যক্ষভাবে নিষিদ্ধ হয়, তবে তাহার তুল্য মিথ্যা,

প্রবঞ্চনা, কপটতা আর কি হইতে পারে? ব্রাহ্মণাদির পূত অন্তরাত্মা পরম তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে শূদ্রপ্রদত্ত যে পক্কান্ন গ্রহণ করিতেছেন, শুধু অস্থিমাংস লালাক্লেদময় মুখখানাই কি তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া?

বিশ্বনাথ, বিশ্বম্ভর, পরম পিতা বা জগদ্ধাত্রী জগন্মাতাকে যখন রূপ, রাগ, রস, মাধুরী দিয়া প্রাণে বরণ করিয়া লইতে পারি না, তখনই তাঁহার প্রতীক, প্রতিমা পরিকল্পনা করি। আমাদের প্রাণের প্রাণদ ঠাকুরের জন্যই এই 'দেহদান', মূর্ত্তি নির্ম্মাণ। সেই প্রাণের ঠাকুরকে অস্বীকার করিলে এই প্রতিমাটার মূল্য যে কাঠ, খড়, মাটি, ধাতুর বেশী কিছু নয়। সেইরূপ বিশ্বদেব পূজার ওই অন্নদানটাকে যদি সাক্ষাৎভাবে অস্বীকার করি, তবে প্রাণহীন সে মন্ত্রে, রাগিণীহীন সে যন্ত্রে, চৈতন্যহীন সে জড় প্রতিমার মূল্য কি? বিশ্বের নিখিল মানবকে, নিখিল প্রাণীকে আমরা সকলেই যদি নিত্য ষোড়শোচারে ভোগ-নৈবেদ্য নিবেদন করিতে পারিতাম, তবে কতই না ধন্য হইতাম। তাহা পারি না প্রত্যক্ষভাবে স্বহস্তে প্রস্তুত অন্নভোগ নিবেদনে; তাই অনুকল্প বিধানে স্বল্প অন্নে তাঁহাদিগকে অন্ন নিবেদন করি প্রাণের বিশালতা বিপুলতা লইয়া, অন্তরের পুষ্পপাত্রভরা কুসুমদাম লইয়া। ম্লেচ্ছ, যবন, চণ্ডালেরও প্রাণঢালা প্রীতিরসমাখা, পূত এই প্রত্যক্ষ অন্নভোগ ব্রাহ্মণাদি যদি আজ না নিতে পারেন, তবে যে এই বিশ্বদেবযজ্ঞ ধর্ম্মসঙ্কর, ধর্ম্মের ব্যভিচার, কদাকার মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে, দেবত্বহীন ছেলে খেলার পুতুলের মত, অথবা রঙ্গমঞ্চে অপরিপক্ক বিদূষকের রসহীন ভাঁড়ামীর মত।

না, না, ব্রাহ্মণ, দেবতার বরাভয়হস্তে, প্রাণভরা আশীর্ব্বাদে তুমি যে বিশ্বমঙ্গল রচনা করিয়াছ, সেই "বিশ্বদেব বলি"কে, সেই ভুবনমঙ্গল যজ্ঞকে আজ তুমি জাতিবাদের খড়্গাঘাতে জহ্লাদের ন্যায় বলি দিও না, কষাইয়ের ন্যায় হত্যা করিও না, রাক্ষসের ন্যায় গ্রাস করিও না।

(২১) শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব।

এই সমস্ত হইতে আমরা বেশ দেখিতে পাই যে, ভারতের প্রকৃত আর্য্য বা হিন্দুধর্ম্মে, শাস্ত্রে এবং সনাতন আচরণে দৃঢ়বদ্ধ তথাকথিত জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা বা অনাচরণীয়তা নাই। ইহা ভুঁইফোড়ের ন্যায় হিন্দুর অবনতির যুগে অর্থাৎ বৌদ্ধ ও শ্রৌতসূত্রের পরে মনুসংহিতাদির যুগে বা খ্রীষ্টীয় ৪র্থ, ৫ম শতাব্দীর পরে সৃষ্ট হয় এবং কালে লোকাচারে বা দেশাচারে পরিণত হয়। বৈদিক, ঔপনিষদিক ও বৌদ্ধ যুগে যখন বর্ত্তমানের তথাকথিত জাতিভেদাদি ছিল না তখন তাহা লইয়া এত মারামারি, কাটাকাটি কেন? সাময়িক দেশাচার বা লোকাচারে যাহার অল্প দিনের জন্ম ও বিকাশ তাহার পরিবর্ত্তন লোকাচার ও দেশাচার পরিবর্ত্তন দ্বারা সহজেই সাধ্য। বল্লাল সেন যেমন প্রথমে যে সমস্ত ব্যক্তিতে আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি (বা আবৃত্তি), তপ ও দান এই নয় লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কুলীন করিয়াছিলেন, * কিন্তু উত্তরকালে লক্ষ্মণ সেনের সময় হইতে ঐ প্রথা গুণগত না হইয়া কুল বা বংশগত হওয়ায় † বর্ত্তমানে অধিকাংশ কুলীন কু-লীন (কু-তে লীন) হইয়াছেন, তদ্রূপ প্রথমে গুণ এবং ধর্ম্মকর্ম্মানুযায়ীই বর্ণভেদ, জাতিভেদ সৃষ্ট হয়। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র যখন ছুঁচো হয়, বিদ্যাসাগরের পুত্র যখন অবিদ্যা ডোবা হয় এবং পঙ্কে যখন পদ্ম হয়, কয়লার খনিতে যখন হীরক জন্মে, তখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ বা শূদ্র কে, কোথায় হয়? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমরা শাস্ত্রানুযায়ীই বলিব :—"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিজিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥"—বৃহদারণ্যক

* "ভাদুড়িকুলের বংশাবলী"—'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' এর ১০৪ পৃঃ তে উদ্ধৃত।

† ব্রাহ্মণ ইতিহাস, শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায় কৃত, ৭৩ পৃঃ।

উপনিষদ্, ৩।৮।১০ অর্থাৎ :—হে গার্গি! যে সকল ব্যক্তি সেই অক্ষর পুরুষ বা আত্মাকে না জানিয়া পরলোকে গমন করেন তিনি কৃপণ বা দাস বা শূদ্র ("পণক্রীত ইব দাসাদিঃ"—শঙ্করভাষ্য) হন; আর যিনি তাঁহাকে জানিয়া পরলোক গমন করেন তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। এইরূপ আত্মজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণও শূদ্র হন; আর এইরূপ আত্মজ্ঞানযুক্ত শূদ্রও ব্রাহ্মণ হন। বৃহদারণ্যকের এই পরমোদার দিব্যমত কি কেবল পুঁথিতেই নিবদ্ধ থাকিবে? আমাদের আচরণে জীবনে কি তাহার চর্য্যা, পালন থাকিবে না? মহাভারত ও সমস্ত পুরাণের আদি * ব্রহ্মপুরাণ বলিয়াছেন :—"এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতি কুলোদ্ভব ॥ ৫২। শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ। ব্রাহ্মণো বাপ্যসদ্‌বৃত্তঃ সর্ব্বসঙ্করভোজনঃ ॥ ৫৩। স ব্রাহ্মণং সমুৎসৃজ্য শূদ্রো ভবতি তাদৃশঃ। কর্ম্মভিঃশুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মাব্রবীৎ স্বয়ম্। স্বভাব কর্ম্মণা চৈব যশ্চ শূদ্রোঽধিতিষ্ঠতি ॥ ৫৫। বিশুদ্ধঃ স দ্বিজাতিভ্যো বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ। ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতির্ন চ সন্ততিঃ॥ ৫৬। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্। সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে॥ বৃত্তেস্থিতশ্চ শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বঞ্চ গচ্ছতি। ব্রহ্মস্বভাবঃ সুশ্রোণি সমঃ সর্ব্বত্র মে মতঃ॥ ৫৮ নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ। এতে চ বিমলা দেবি স্থানভাব নিদর্শকাঃ॥ ৫৯—ব্রহ্মপুরাণম্, ২২৩।৫২-৫৯; মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ১৪।৩।৪৬-৫৩। অর্থাৎ :—(মহাদেব উমা বা পার্ব্বতীকে বলেন) হে দেবি! নীচকুলোদ্ভব শূদ্রও যথাবিধি সংস্কারযুক্ত ও আগমজ্ঞান সম্পন্ন হইলে এই সকল কর্ম্মের ফলে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। অসদ্‌বৃত্ত, বিবিধ সঙ্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণও স্বীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্রত্ব লাভ করে।

---

* "আদ্যং সর্ব্বপুরাণানাং ব্রাহ্মমুচ্যতে।"—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬।২১ অর্থাৎ :—সমস্ত পুরাণের আদিপুরাণ ব্রহ্মপুরাণ।

দেবি ! (উমা) শুচিকর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধাত্মা, বিজিতেন্দ্রিয় শূদ্রও দ্বিজবৎ সেব্য— ব্রহ্মা স্বয়ং এ কথা বলিয়াছেন। যে শূদ্র স্বাভাবিক কর্ম্ম দ্বারা অধিষ্ঠিত,সে সাধারণ দ্বিজাতিগণ অপেক্ষা বিশুদ্ধ—এইরূপই আমার মত। **দ্বিজত্বের কারণ যোনি, সংস্কার, শ্রুতি বা সন্ততি নহে ; একমাত্র বৃত্ত বা চরিত্রই উহার কারণ**। জগতে যত ব্রাহ্মণ দেখা যায় সকলেই সদাচারের দ্বারা স্থিত। **সদাচারে স্থিত শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে**। হে সুশ্রোণি ! ব্রহ্মস্বভাব সর্ব্বত্রই (সকল বর্ণের পক্ষেই) সমান—ইহাই আমার মত। যাঁহাতে নির্ম্মল নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান আছে তিনিই দ্বিজ। হে বিমলাদেবি ! **এই (যোনি ফল বা) বর্ণ বিভাগ সমূহ স্থানভাব বা ভাগ নিদর্শক**। মহাভারত আরও বলেন :— "শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়। নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥"—মহাভারত, শান্তি, মোক্ষধর্ম্মপর্ব্ব, ১৮৯।৩। "জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মোহর্য্যর্থমেবচ। অহোরাত্রং চ পুণ্যার্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥"—মহা, শান্তি, ২৪৪।২৩। "শৌচেন সততং যুক্তঃ সদাচার সমন্বিতঃ। সানুক্রোশশ্চ ভূতেষু তদ্দ্বিজাতিষু লক্ষণম্ ॥" "সর্ব্বভক্ষ্যরতিনিত্যং সর্ব্ব-কর্ম্মকরোহশুচিঃ। ত্যক্তবেদস্তনাচার স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥ শূদ্র-চৈতন্তবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে চৈতন্ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছুদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ ॥"—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব (মোক্ষধর্ম্মপর্ব্ব) ১৮৯।৭-৮ ; পদ্মপুরাণম্, স্বর্গখণ্ড, ২৫ অ। অর্থাৎ :—যিনি শৌচাচারে স্থিত, সম্যক্ বিঘসাশী (গৃহের ভৃত্যাদি সমস্তকে আহার করাইয়া পরে যিনি আহার করেন), যিনি গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতী ও সত্যপরায়ণ, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন। যাঁহার জীবন ধর্ম্মের জন্য, ধর্ম্ম ঈশ্বরের জন্য, অহোরাত্র যাঁহার পুণ্যাচরণের জন্য তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলেন। সতত শৌচ যুক্ততা, সদাচারসমন্বিতত্ব এবং সর্ব্বপ্রাণীতে দয়ালুতা ইহা দ্বিজাতির লক্ষণ। যাহারা নিত্য সর্ব্বভক্ষ্যানিরত, সর্ব্বকর্ম্মকর, অশুচি, বেদত্যাগী

ও অনাচারী এইরূপ মনুষ্যই শূদ্র। শূদ্র এবং দ্বিজে যদি উপরোক্ত গুণের ব্যতিক্রম দেখা যায় তবে শূদ্র শূদ্র হন না এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হন না। ব্রাহ্মণ শূদ্রের এই গুণ-কর্ম্ম-ধর্ম্মগত ভেদ আজকাল কোথায়? প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব ও শূদ্রত্ব এইরূপ উচ্চ ও দিব্য আদর্শে পরিচালিত না হইয়া কেবল বংশগত, জন্মগত হইয়াই যত অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে। যাঁহারা এই বংশগত, জন্মগত অন্যায্য অধিকার পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদিগকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত ও বিতাড়িত বা বিচ্যুত করিবার প্রস্তাব আমরা করিতেছি না। তাঁহারাও গুণে শীলে, চরিত্রে ও ধর্ম্মে সমুন্নত হইয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণপদ বাচ্য হউন এবং যাঁহারা ধর্ম্মে-ধর্ম্মে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, আচারে-বিচারে, গুণে-চরিত্রে শ্রেষ্ঠ তাঁহারা যে বর্ণ বা জাতিরই হউন না কেন, তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য ও বর-মর্য্যাদা দান করুন, তাঁহাদিগকেও ব্রাহ্মণত্বের পূর্ণ অধিকার দান করুন—ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

(২২) ব্রহ্মদর্শন, আত্মসাক্ষাৎকার ও প্রণব সাধনায় শূদ্রের অধিকার।

ছান্দোগ্য উপনিষদ বলিয়াছেন—"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত।" —১।১।১। ওঁ এই উদ্গীথ অক্ষর স্বরূপকে উপাসনা করিবে। ছান্দোগ্য এই উপাসনা স্ত্রীলোকেরা ও শূদ্রেরা করিতে পারিবেন না—ইহা কোথায়ও বলেন নাই। পক্ষান্তরে, ঋগ্বেদে লোপামুদ্রা, বাগাম্ভৃণী, বৃহদারণ্যকোপ-নিষদে গার্গী ও মৈত্রেয়ী, কেনোপনিষদে উমা হৈমবতী ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন; বেদে শূদ্র কক্ষীবান, কবষঐলুষ, ছান্দোগ্যোপনিষদে সত্যকাম জাবাল, পুরাণে সূত রোমহর্ষণ প্রভৃতি শূদ্রগণ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। কাত্যায়নের শ্রৌত সূত্রে (১।১২) এবং জৈমিনীর পূর্ব্বমীমাংসা সূত্রে (৬।১।৫১-৫২) আমরা বৈদিক মন্ত্রের নির্দ্দেশে পাই যে, ব্রাহ্মণ

পুরোহিতেরা নিষাদ বংশজ কাহাকেও কাহাকেও প্রধান পুরোহিত করিয়া কতকগুলি যজ্ঞসম্পাদন করিতেন। মুণ্ডকোপনিষদ বলিয়াছেন—"ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্"—২।২।৬। শঙ্করাচার্য্য দেবও বলিলেন—"ওমিত্যাত্মনং যুঞ্জীত"—মাণ্ডূক্যোপনিষদ্‌ভাষ্য, ১। অর্থাৎ :—আত্মাকে 'ওঁ' এইরূপে ধ্যান করিবে। শূদ্রের ও স্ত্রীলোকের যে আত্মা নাই ইহা তো কোনও হিন্দুশাস্ত্র বলেন না। শঙ্করাচার্য্যদেবের পরম গুরু গৌড়পদ আচার্য্যও বলিলেন—"প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদি-সংস্থিতম্।"—গৌড়পাদ কারিকা, আগম প্রকরণ, ২৬।২৮। অর্থাৎ :—প্রণবকেই সকলের হৃদয়ে স্থিত ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। স্ত্রী-শূদ্রেরা যে হৃদয় নামক পদার্থ হীন, তাহা তো কোনো গোঁড়া ব্রাহ্মণও বলেন না। অথচ এই প্রণবরূপী 'ওঁ' এর সাধনা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা হইল। "ওঁ মণিপদ্মে হুম্" (তিব্বতে 'চর্টান' নামক মন্দির-প্রাচীরে লেখা।), "ওঁ নমো বুদ্ধায়" (প্রজ্ঞাকরমতি কৃত বোধিচর্য্যাবতার পঞ্জিকায়), "ওঁ নমঃ সর্ব্বজ্ঞায়" (অশ্বঘোষ কৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের প্রারম্ভে) "ওঁ নমো রত্নত্রয়ায়" (চন্দ্রকীর্ত্তিপাদের মধ্যমিক বৃত্তির ও লঙ্কাবতার সূত্রম্‌এর প্রারম্ভে) বলিয়া বৌদ্ধেরাও প্রণব উচ্চারণে অধিকারী হইলেন ; অথচ হিন্দু স্ত্রী ও শূদ্রেরাই তাহাতে অনধিকারী হইলেন ? আত্মাতে, হৃদয়ে স্ত্রী ও শূদ্রাদি সকলেই তাঁহাকে অন্তরতমরূপে প্রাণনাথ প্রাণেশ্বররূপে পাইল, অথচ মন্দির নামধেয়, দেবালয় নামক ঐ ইট-পাথরের স্তূপের অন্তর হইতে তাঁহারা বিতাড়িত হইলেন, সেখানে তাঁহাদের প্রবেশ পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইল ! দেহে, মনে, প্রাণে, জীবনে, মরণে যাঁহাকে স্পর্শ করিয়া আছি, স্পর্শ করিতেছি-ই, যাঁহার প্রেমময় স্পর্শ অন্তর্হিত হইলে এই সজীব দেহ মৃত জড়পিণ্ডমাত্র হয়, সেই প্রাণের ঠাকুরের মূর্ত্তি বা প্রতিমাকে দেবালয়ে, মন্দিরে যাইয়া প্রণাম করিতে পারিব না, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে পারিব না ! জগন্নাথের পূজাঞ্জলি হইতে এতগুলি

মানুষকে অনাথ করার ন্যায় আধ্যাত্মিক হত্যা জগতে আর কি আছে? প্রাণের ক্ষুধাকে অস্পৃশ্যতার 'শুচিবায়ু' দ্বারা কেবল ভরিয়া রাখা, ক্ষুধিতের মুখের গ্রাসটুকু কাড়িয়া লওয়ার চেয়েও কি জঘন্যতর পাপ নহে? গোমেধ, অশ্বমেধ, নরমেধ যজ্ঞের দারুণ হিংসা "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" দ্বারা নিবারিত হইয়াছিল; কিন্তু মনমেধ, প্রাণমেধ, আত্মামেধ যজ্ঞের এই নৃশংস জহ্লাদ লীলা ভারতের বুকে এখনও আসন পাতিয়া বসিয়া আছে। আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি তৈলপায়িকা, ইন্দুর, উচ্চিঙ্গে, পোকামাকড় প্রভৃতি হাজারে হাজারে যাইয়া দেবদেবীর অঙ্গ চাটিতেছে, তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গের উপর মলমূত্র ত্যাগ করিতেছে; তাহাতে দেবদেবীর জা'ত যায় নাই, অস্পৃশ্যের স্পর্শপাপে দেবদেবী অশুদ্ধ, দুষ্ট হন নাই; আর শ্রীভগবানের রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম জীব মানুষ সে অঙ্গ, সে চরণ স্পর্শ করিলে তাঁহাদের জা'ত যায়, তাঁহারা অশুদ্ধ, দুষ্ট হন! এতবড় আধ্যাত্মিক পাপ হিন্দুসমাজ যে সহিতেছে ইহাই হিন্দুসমাজের দুর্ব্বলতার, দুর্দ্দশার এক প্রবল কারণ। মহাভারত বলিয়াছেন—"সর্ব্বলোকে চ মাং ভক্তাঃ পূজয়ন্তি চ সর্ব্বশঃ।"—বনপর্ব্ব, ১৮৯।৩৭। অর্থাৎ সকল ভুবনেই আমার ভক্ত সকল আমাকে পূজা করিতেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও চণ্ডীতে আমরা পাই যে, ক্ষত্রিয় সুরথ রাজা এবং বৈশ্য সমাধি উভয়ে সেই নদীতটে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া নিজেরাই পূজা করিয়াছিলেন। "তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্। অর্হণাং চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ॥" মার্কণ্ডেয় পুরাণম্, ৯৩।৭; শ্রীচণ্ডী, উত্তমচরিত্রে, ১৩শ মাহাত্ম্য, ১০-১১। অর্থাৎ :—বৈশ্য এবং রাজা সেই পুলিনে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গঠন করিয়া পুষ্প, ধূপ এবং হোমাদি দ্বারা পূজা করিলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্বহস্তে স্বয়ং দেবীর পূজা করিতে পারেন; আর শূদ্রই কি পারেন না? নিশ্চয়ই পারেন। ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ শূদ্র গোপালগণ তাহাও করিয়াছিলেন।

"কৃষ্ণ স্তেনৈবরূপেণ গোপৈঃ সহ গিরে শিরঃ। অধিরুহ্যার্চ্চয়ামাস দ্বিতীয়মাত্মনস্তনুম্॥"—ব্রহ্মপুরাণম্, ১৮৭।৬০; বিষ্ণুপুরাণম্, ৫।১০।৪৮। অর্থাৎ :—কৃষ্ণ সেইরূপেই গোপগণসহ গিরিশিরে আরোহণ পূর্ব্বক স্বকীয় দ্বিতীয় তনুকে অর্চ্চনা করিলেন। এই যজ্ঞপূজার প্রথম ব্যবস্থাপক পণ্ডিত আবার শূদ্র বা বর্ণসঙ্কর গোপাল কৃষ্ণই। কৃষ্ণসহ ব্রজগোপ-গোপীরা জাতিতে "আভীর" ছিলেন। "আভীরী"রা "মহাশূদ্রী" অমরের মতে; আর কাশিকা বলেন, "মহাশূদ্র শব্দো হ্যাভীর জাতি বচনঃ।" অর্থাৎ :—"মহাশূদ্র" শব্দ "আভীর জাতি" বচনই বুঝায়। সুতরাং কৃষ্ণপ্রমুখ গোপগণ জাতিতে মহাশূদ্র ছিলেন। কৃষ্ণ মহাশূদ্র গোপগণকে এই বলিয়া 'পাতি' দিয়াছিলেন—"ভবদ্ভির্ব্বিবিধার্হণৈঃ অর্চ্চ্যতাং পূজ্যতাং" (ব্রহ্মপুরাণম্, ১৮৭।৫১ ; বিষ্ণুপুরাণম্, ৫।১০।৩৮।) অর্থাৎ :—আপনারা বিবিধ উপহার লইয়া অর্চ্চনা এবং পূজা করুন। এই "গিরিগোযজ্ঞ" পূজার প্রবর্ত্তন শূদ্রের পূজাধিকারের এক নব অধ্যায়, নব অভ্যুদয় (Renaissance) সূচনা করে।

কোন পাপে হিন্দু তুমি এই মহৎ উদার মত ভুলিলে? ওই শোন তোমার হিন্দুশাস্ত্র উদার কণ্ঠে বলিতেছেন :—"যং শৈবাঃ সামুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো। বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপাটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥ অর্হন্নিত্যথ জৈন শাসন রতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ। সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥" অর্থাৎ :—শৈবেরা যাঁহাকে শিব বলিয়া উপাসনা করেন, বেদান্তীরা যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, বৌদ্ধেরা যাঁহাকে বুদ্ধ বলেন, নৈয়ায়িকেরা যাঁহাকে প্রমাণপাটব কর্ত্তা বলেন, জৈনেরা যাঁহাকে নিত্য অর্হৎ বলেন, মীমাংসকেরা যাঁহাকে কর্ম্ম বলেন সেই এই ত্রৈলোক্যনাথ হরি তোমাদিগকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করুন। অস্পৃশ্যদের প্রাণমন ছাইয়া যে বাঞ্ছাফল ভাবরসে পূর্ণ হইতে চাহিতেছে তাহা স্পর্শ-মণির স্পর্শ। হরিজনগণের শ্রীহরি

হরিজনদিগকে সে বাঞ্ছাফল প্রদান করিতেছেন ; কেবল হরির দুয়ারের এই জয় বিজয়ই তাঁহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতেছে। না জানি তাঁহারা এই পাপে আবার কোন্ রাক্ষসের ঘরে যাইয়া জন্মিবেন! ব্রাহ্মণ! শ্রীহরির মন্দির দ্বার রুদ্ধ করিয়া জয় বিজয়ের ন্যায় বৈকুণ্ঠভ্রষ্ট হইও না। জাতিবাদের অস্পৃশ্যতা, অনাচরণীয়তা দূর করিয়া আজ নিম্নতম শূদ্রকেও ডাকিয়া বল—"তোমার আধ্যাত্মিক অধিকার, ব্রহ্মরাজ্যে তোমার ব্রাহ্মণত্বের অধিকার গ্রহণ কর।" বল বল উচ্চবর্ণ হিন্দু—"খণ্ড খণ্ড হিন্দুজাতিকে এই অখণ্ড ব্রাহ্মণত্বের ভিতর দিয়া একমন একপ্রাণ করিব আমরা সকলেই জাতিবাদ দূর করিয়া।"

(২৩) মিশ্রিত হিন্দু দেবদেবী।

হিন্দু ব্রাহ্মণ, তোমার দেবদেবী শাস্ত্র অনুযায়ী তোমার নিজস্ব সম্পত্তি নহে। গায়ের জোরে, ধনের বলে, লাঠির চোটে তুমি তোমার দেবদেবীর মূর্ত্তি বিগ্রহগুলি তোমার এক চেটিয়া সম্পত্তি বলিয়া যে ঘোষণা করিতেছ, তাহা যে নানা জাতি দ্বারা স্পৃশ্য হইয়া পূজিত হইয়া আসিতেছে তাহার খবর তুমি কি রাখ? সংক্ষেপে তোমাকে সেই কথা একটু বলি :— সুপ্রাচীন সাংখ্য যোগাদির মুলা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ প্রাধান্য লইয়া স্থিতি, সৃষ্টি এবং প্রলয় কার্য্য চলিতেছে। কালক্রমে এই শক্তিই অধিষ্ঠাতা দেবতা বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিবে পরিণত হইয়াছেন। বৈদিক যুগে আর্য্য অনার্য্যের, ব্রাহ্মণ শূদ্রের ত্রিমূর্ত্তি ছিলেন অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র এবং সূর্য্য। কালক্রমে ইহারা ওঁ মধ্যবর্ত্তী হইয়া অ, উ, ম অনুযায়ী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবে দাঁড়াইয়াছেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ব্রহ্মা, শিব এবং হরি বা ইন্দ্রকে পরমাত্মার সহিত এক বলা হইয়াছে, (১০।১৩।১২)। মৈত্রায়নী উপনিষদে একদিকে যেমন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও

রুদ্রকে পাইতেছি, অন্যদিকে ইঁহাদিগকে তদ্রূপ সত্ব রজঃ ও তমোগুণ রূপেও পাইতেছি। মৈত্রায়নী উপনিষদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রকে পরমাত্মার তনু বলিয়াছেন। (৪।৫।৬)। নৃসিংহোত্তর তাপনীয় ও রামোত্তর তাপনীয় উপনিষদেও এই ত্রিমূর্ত্তির একত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। "তথা স সংজ্ঞামায়াতি ব্রহ্ম বিষ্ণ্বীশকারিণী॥ ১৬। ব্রহ্মত্বে সৃজতে লোকান্ রুদ্রত্বে সংহরত্যপি। বিষ্ণুত্বে বাপ্যুদাসীন স্তিস্রোঽবস্থাঃ স্বয়ম্ভুবঃ॥১৭। রজো ব্রহ্মা তমো রুদ্রো বিষ্ণুঃ সত্বং জগৎপতিঃ। এত এব ত্রয়ো দেবা এত এব ত্রয়ো গুণাঃ॥১৮। অন্যোন্যমিথুনাহ্যেতে, অন্যোন্যাশ্রয়িণস্তথা। ক্ষণং বিয়োগো ন হ্যেষাং ন ত্যজন্তি পরস্পরম্"॥১৯।—মার্কণ্ডেয় পুরাণম্, ৪৬।১৭—১৯। অর্থাৎ:—সেই ঈশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আখ্যা প্রাপ্ত হন। তিনি ব্রহ্মত্বে যাবতীয় লোকের সৃজন, রুদ্রত্বে নিধন এবং বিষ্ণুত্বে উদাসীন হইয়া অবস্থান করেন অর্থাৎ পালন করেন। স্বয়ম্ভুর এই তিন অবস্থা। ব্রহ্মা রজঃ, রুদ্র তম এবং জগৎপতি বিষ্ণু সত্ব; এই প্রকারে এই দেবতাত্রয় গুণত্রয়রূপে পরস্পর নিপুণভাবে পরস্পরকে আশ্রয় পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। ক্ষণমাত্রও ইঁহাদের বিয়োগ নাই এবং মুহূর্ত্তমাত্রও পরস্পর কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করেন না। ব্রহ্মপুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণ একবাক্যে বলিতেছেন:—"নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ। বাসুদেবায় তারায় সর্গস্থিত্যন্তকারিণে॥"—ব্রহ্মপুরাণম্, ১।২২; বিষ্ণুপুরাণম্, ১।২।২। অর্থাৎ:—হরি, হিরণ্যগর্ভ ও শঙ্কর নামে অভিহিত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী বাসুদেবকে নমস্কার। বিষ্ণুপুরাণ আরও বলেন "কর্ত্তাপহর্ত্তা পাতা চ ত্রৈলোক্যে ত্বং ত্রয়ীময়ঃ।"—ঐ, ৫।৭।৩৫। অর্থাৎ:—এই ত্রৈলোক্যে তুমি কর্ত্তা, অপহর্ত্তা ও পাতা এই ত্রয়ীময়। শ্রীমদ্ভাগবত, (৪।৭।৪৮), দেবী ভাগবত (৯।৩) এবং সূতসংহিতাও (৩।৪৮) তাহাই বলেন। এই ত্রিমূর্ত্তি বৌদ্ধদিগেরও। তাঁহারা

ইঁহাকে ত্রিরত্ন বলেন। ইঁহাদের ত্রিরত্ন বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। মহাযান মতে বুদ্ধের ত্রিমূর্ত্তি হইলেন বুদ্ধ, ধ্যানী বুদ্ধ এবং ধ্যানী বোধিসত্ত্ব অথবা ধর্ম্মকায় নির্ম্মাণকায় ও সম্ভোগকায়। এই ধর্ম্মকায়ের পরিকল্পনা সত্ত্বগুণময় বিষ্ণুর সহিত, নির্ম্মাণকায় রজোগুণময় ব্রহ্মার সহিত এবং সম্ভোগকায় তমোগুণময় রুদ্রের সহিত মিলিয়াছে। তিব্বতের অনেক মন্দিরে বুদ্ধ গৌতমের মূর্ত্তি প্রায়ই দৃষ্ট হয় না এবং উহাতে প্রলয়কারক বেশে শিব, কালী, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির মূর্ত্তি সংরক্ষিত দেখা যায়। বৌদ্ধ অবলোকিতেশ্বর, লোকেশ্বর, প্রজ্ঞাপারমিতা, বজ্রযোগিনী আর্য্যতারা, বাগীশ্বরী, মঞ্জুশ্রী, হেবজ্র, হারীতি, মারীচি, অক্ষোভ্য, পর্ণশবরী প্রভৃতি অনেক স্থলেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বাসুলী, শীতলা, মঙ্গলচণ্ডীতে পরিণত হইয়া পূজা গ্রহণ করিতেছেন। ভারতের বহু তীর্থে বহু মন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তি এবং বৌদ্ধমূর্ত্তি রূপান্তরিত হইয়া হিন্দু দেব দেবীরূপে পূজিত হইতেছেন। গয়া, প্রয়াগ, কাশী, বৈদ্যনাথ, পুরী প্রভৃতি বহু তীর্থে বৌদ্ধ মূর্ত্তির কাঠামের উপর হিন্দু তাহার দেবদেবীর নবকলেবর সাধন করিয়াছে। আর এই সমস্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি ও দেবদেবীসমূহ আর্য্য অনার্য্য মিশ্রিত ভারতের আর্য্য অনার্য্য উপাসিত দেবদেবী। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেও ইঁহারা ভারতের মন্দির সিংহাসনের গর্ভ ভরিয়া ভারতবাসীর হৃদয় সিংহাসনে শিল্পশ্রীর মূর্ত্তশ্রীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম স্থানে স্থানে তাহার নূতন ব্যঞ্জনা, নবকলেবর সাধন মাত্র করিয়াছে। ত্রিরত্নের ধর্ম্ম বাঙ্গালায় ধর্ম্মঠাকুর-রূপে পরিণত হইয়াছেন। ইহা শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ অনেকেই প্রমাণিত করিয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের শূন্যমূর্ত্তি ধর্ম্মঠাকুর বৌদ্ধ মহাযান ভাবাপন্ন হইলেও লাউসেনের ধর্ম্মঠাকুর বেমালুম সূর্য্যে পরিণত হইয়াছেন। ত্রিপিটক ঈশ্বর, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, চারি দিক্‌পাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাস্তুদেবতা, বনদেবতা, এমন কি লক্ষ্মী

অলক্ষ্মী পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। *। মহাবস্তুতে [Mahavastu (Senart) II, p. 26] আছে যে বুদ্ধদেব তাঁহার মাতার সহিত যখন জন্মের পরে কপিলবস্তুতে নীত হইলেন, তখন শাক্যদিগের "শাক্যবর্দ্ধন" মন্দিরে "অভয়া" দেবীর পাদ বন্দনা করিবার জন্য বুদ্ধদেব তথায় নীত হইয়াছিলেন। এই "অভয়া" দুর্গাদেবীরই রূপান্তর। ললিত বিস্তরে [Lalita Vistara (Lefmann) pp. 119-120] কিন্তু ওই মন্দিরের "দেবকুল" নারায়ণ, শিব, স্কন্দ, সূর্য্য, চন্দ্র, শক্র, ব্রহ্মা ও লোকপালগণ বলিয়া বর্ণিত। অবদান শতকেও (Speyerএর মতে ১০০ খৃষ্টাব্দে রচিত) ভগবান্ নারায়ণ (ঐ, ৭পৃঃ) শিব, ব্রহ্মা, কুবের, বরুণ, শক্র, রাম দেবতা হইতে বন দেবতা, চত্বর দেবতা, শৃঙ্গাটক দেবতা, বলিপ্রতিগ্রাহিক দেবতা পর্য্যন্ত বিরাজ করিতেছেন। [অবদান শতক (Bibliotheca Buddhica III), ১ম খণ্ড, ৭পৃঃ ও ১৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য] চণ্ডীদাসের বাশুলী বৌদ্ধ বাগীশ্বরীরই রূপান্তর। চণ্ডীদাসের 'সহজিয়া' মতও কি বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজযান হইতে আসে নাই? অনেকেই মনে করেন মঙ্গলচণ্ডীতে ও শীতলাতে বৌদ্ধ সংস্রব আছে। শীতলা হারীতির রূপান্তর। তন্ত্রসারের 'উগ্রতারা'র বর্ণনা আর মহাযান সম্প্রদায়ের 'মহাচীন ক্রমতারা সাধনা'র 'উগ্রতারা'র বা 'তারিণী'র বর্ণনা প্রায় অবিকল একরূপ। (The Indo-Aryan Races, Ramaprasad Chanda, pp. 139-140 foot note দ্রষ্টব্য)। শাক্ত তারাই মাহাযান তারায় পরিণত হইয়াছেন। পুরীর জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে অনেকেই বৌদ্ধ ত্রিরত্নের রূপান্তর বলিয়া মনে করেন। সুদর্শনচক্র, বৌদ্ধধর্ম্মচক্র ইহাও অনেক বলেন। পুরীর রথযাত্রাও কি বৌদ্ধ রথযাত্রার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত নহে? এ

---

* এ সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক ত্রিপিটক মত যাঁহারা জানিতে চাহেন, তাঁহারা আমার লিখিত "বুদ্ধচরিতের আভাষ" পড়িবেন।—লেখক

সম্বন্ধে ফাহিয়েনের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। চৈত্র পূজায় শিব-ঠাকুরের আসন 'পাটবান' পূজা কি 'বুদ্ধাসন' পূজার হিন্দু সংস্করণ নহে? রামেশ্বরোক্ত সত্যনারায়ণ ব্রতকথার "সত্যপীরের সিন্নী" "নমঃ সত্য-পীরায়" বলিয়া হিন্দুই নিবেদন করিতেছেন এবং হিন্দু সত্যনারায়ণের ন্যায় সত্যপীরের পূজাও করিতেছেন। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডের সত্যনারায়ণ সত্যপীরে পরিণত হইয়াছেন।

আর ভারতের ও বাঙ্গলার প্রধান যে দুইটী ধর্ম্মমত বৈষ্ণব ও শৈব-শাক্ত, তাহার মূল পরিকল্পনায়, উৎসমুখে আমরা পাইতেছি অনার্য্য শূদ্র দেবতার বিজয় অভিযান, যাহা আর্য্য বৈদিক ব্রাহ্মণ দেবতার নবকলেবরে মঞ্জুশ্রীতে মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহবান্ হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণশঙ্কর বা অন্ত্যজ যাদব শ্রীকৃষ্ণ যে ভাগবত বা পঞ্চরাত্র ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহা বহুদিন গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক "অবৈদিক" "বেদভ্রষ্ট" "বেদবাহ্য" বলিয়া খ্যাত ছিল। কুমারিল তাঁহার 'তন্ত্রবার্ত্তিক' এ, শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে (২।২।৪২।৪৫), কূর্ম্মপুরাণে (১।১৬।১১৫-১১৬), অপ্পয় দীক্ষিত তাঁহার 'বেদান্ত কল্পতরু পরিমলে' পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত ও পাশুপত মত "অবৈদিক", "বেদবাহ্য", "বেদভ্রষ্ট" বলিয়াছেন। ওই পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত ধর্ম্মের নব প্রবর্ত্তয়িতা (Neo-Propounder) রূপে 'কৃষ্ণ' স্বয়ং হইতেছেন যাদবরূপে "বর্ণ শঙ্কর" "অন্ত্যজ" "ম্লেচ্ছ", আর আভীর গোপরূপে হইতেছেন "মহাশূদ্র"। এই মহাশূদ্র, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছ দেবতা আজ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগেরও স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীভগবান্ বলিয়া বহু মন্দিরে অর্চ্চিত, পূজিত ও স্থাপিত। বাসুদেব কৃষ্ণ প্রচারিত নব পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত মতকে মহাভারতও সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, "মহোপনিষদং চতুর্ব্বেদ সমন্বিতম্। সাংখ্যযোগকৃতং তেন পঞ্চরাত্রানু-শব্দিতম্।"—ঐ শান্তিপর্ব্ব, ৩৩৯।১১১। অর্থাৎ:—এই মহোপনিষদ্ চতুর্ব্বেদ সমন্বিত এবং সাংখ্যযোগকৃত বলিয়া পঞ্চরাত্র শব্দে শব্দিত

হইয়াছে। অন্ত্যজ বা মহাশূদ্র শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রহ্মণ্যদেব বলিয়া পূজিত তদ্রূপ শবর বা চণ্ডাল জাতীয় হর এবং পার্ব্বতীও শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবতী বলিয়া পূজিত। কেনোপনিষদের (২।২৫) "উমা হৈমবতী", মহাভারতের (বিরাটপর্ব্ব, ৬।২) ও হরিবংশের (৫৮) পাহাড়িয়া মেয়ে, বরাহ পুরাণের (২৮, ৩৪) "কিরাতিনী", মার্কণ্ডেয় পুরাণ দেবী মাহাত্ম্যের (৯২।৩৬-৩৭) নন্দ যশোদার আভীরী কন্যা মহাশূদ্রী, ভবভূতির সমসাময়িক 'বাক্‌পতি'র 'গৌড়বহ' প্রাকৃত কবিতার (৫।৩০৫) "শবরী" আজ ঘরে ঘরে "নারায়ণী" দুর্গারূপে বহু ব্রাহ্মণেরই দ্বারা পূজিত। হরি-বংশের যুগে যে দুর্গা ছিলেন, "শবরৈবর্ব্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা", (হরিবংশ, ৫৯।৩২৩৪ শ্লোক) শবর, বর্ব্বর পুলিন্দদিগের দ্বারা সুপূজিতা সেই দুর্গাপূজায় আজ এই মায়ের সন্তানদের অনধিকার কেন? শূল-পাণির 'দুর্গোৎসব বিবেকে'র ও কালিকা পুরাণের বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জন যে "শাবরোৎসব" বলিয়া খ্যাত, তাহা কি ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরা উপলব্ধি করিয়া থাকেন? গুজরাটের 'নাগর' ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিম্বদন্তী আছে যে শিবপার্ব্বতীর বিবাহে পুরোহিত না পাওয়ায় অনার্য্য 'নাগ' বংশীয়েরা তাঁহাদের বিবাহ দেন। গুজরাট নাগর ব্রাহ্মণেরা সেই 'নাগ' বংশ সম্ভূত। আর "কিরাত বেশী" মহাদেব শিবের 'পাশুপত' মত যে "বর্ণাশ্রম কৃতৈর্ধর্ম্মৈর্ব্বিপরীতং" (মহাভারতম্, শান্তিপর্ব্ব, ২৮৪।১২৩), চারি বর্ণ ও আশ্রম বিহিত ধর্ম্মের বিপরীত, "অত্যাশ্রমমিদং ব্রতম্... পাশুপতং" এই পাশুপত ব্রত যে চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের অতীত, তাহা কি বর্ণাশ্রম অভিমানী ব্রাহ্মণাদি বর্ণ অনুধাবন করিয়া থাকেন? আর এই পাশুপত মত যে মহাভারতের মতেও "বেদাৎ ষড়ঙ্গাদুদ্ধৃত্য সাংখ্যযোগাদ্ যুক্তিতঃ" (শান্তি, ২৮০।১২১) অর্থাৎ ষড়ঙ্গ বেদ হইতে উদ্ধৃত ও সাংখ্য যোগের যুক্তিযুক্ত তাহা কি বর্ণ হিন্দু লক্ষ্য করিয়া থাকেন? কৈবল্য উপনিষদের এই "অত্যাশ্রমে" "বর্ণানাশ্রমান্ সর্ব্বান

অতীত্য স্বাত্মনি স্থিতঃ", বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম সমূহের অতীত হইয়া স্বাত্মভাবে স্থিত হইবার যে অধিকার পাশুপত ধর্ম্মাবলম্বী শৈব শাক্তদের ছিল আজ তাহা কোথায় "শাবরোৎসবে"র 'দশমী বিসর্জ্জনে' বিসর্জ্জিত ? শাক্তপীঠ কামরূপে যে মহাদেব, উগ্রতারা ও প্রমথগণ সব "ম্লেচ্ছ" এবং মনুষ্যগণ চতুর্ব্বর্ণশূন্য ম্লেচ্ছ, তাহাতো কালিকা পুরাণেরই মত (ঐ, ৮১।২৪—৩০)।

শূদ্র দেব দেবী যেমন ব্রাহ্মণ দেব দেবীতে পরিণত হইয়াছেন, তদ্রূপ বহু বৌদ্ধ দেবদেবীও হিন্দু দেবদেবীতে পরিণত হইয়াছেন। অশোকের 'ব্রহ্মগিরি', 'সহস্রাম', 'রূপনাথ' ও 'মস্কি' শিলা লিপি হইতে আমরা ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পাই যে, জম্বুদ্বীপের বা ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দেবতা সমূহ অশোকের দ্বারা তৎসময়কালীন দেবতাদিগের সহিত "মিশ্রীভূত" হইয়াছিলেন। (Asoka, D. R. Bhandarkara, pp. 328-29 (1925 ed.); The Indo-Aryan Races, Ramaprasad Chanda: pp. 237-38 (1916 ed.) দ্রষ্টব্য]। অর্থাৎ :—বৈদিক দেবতা সমূহ বৌদ্ধ দেবতা সমূহের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিলেন। এই আর্য্য অনার্য্য বৌদ্ধ ভাবে বিমিশ্রিত দেবদেবীর কত যে 'নব কলেবর', 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা', মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইয়া গিয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও ধর্ম্মনৈতিক প্রবাহ উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে।

মোট কথা হিন্দুদের দেবদেবী বলিয়া যে সমস্ত মূর্ত্তি বিগ্রহাদি আজকাল খ্যাত তাঁহাদের জাতিগোত্র প্রভৃতির ঠিক নাই। অথচ এই সব দেবদেবীর মন্দিরেই তথাকথিত অস্পৃশ্যদের প্রবেশ নিষেধ। এই সব দেবমন্দিরের অধিকাংশ মন্দিরে তাঁহারা পূর্ব্বকালে প্রবেশ করিতেন, পূজা দিতেন, স্পর্শ করিতেন, এবং এখনও অনেক স্থলে করিয়া থাকেন। এখনই কি ইহা যত দোষের, যত পাপের হইল ? হিন্দু, তোমার জাতির যেরূপ মিশ্রতা, তোমার দেবদেবীরও তদ্রূপ মিশ্রতা। এস এখন এই

অস্পৃশ্যদিগকে এই মিশ্রণে আনন্দে মিশ্রিত হইতে দাও, মিশ্রপুত্র গৌরাঙ্গদেবেরই মিশ্র উদাহরণে।

(২৪) জাতি কোথায়?

তরুণ ভারতের নব্যতন্ত্রের শিক্ষিত মহলে প্রকারান্তরে জাতিভেদ ব্যক্তিগতভাবে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এই তিরোভাবকে এখন পারিবারিক ও সামাজিকভাবে স্বীকার করিয়া লইলেই হইল। সকলের সুবিদিতরূপে ব্যক্তিগত জীবনে যাহা আচরণ করিতেছি এবং প্রচলন করিতেছি, পারিবারিক জীবনে প্রকাশ্যে যাহা সম্পূর্ণ সচল করিয়া লইয়াছি, তাহাকে সামাজিক সত্য প্রকাশে অকুণ্ঠিতচিত্তে বরণ করিয়া লওয়াই মাত্র বাকী। রেল, ষ্টীমার, নৌকা, 'মেস্', 'হোটেল' প্রভৃতিতে এবং অখাদ্য মিশ্রিত ভেজাল খাদ্যাদির কৃপায় জাতি এখন 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিত'এ পরিণত হইয়াছে। এই অকিঞ্চিৎকর যৎকিঞ্চিতের আর advertisement বা বিজ্ঞাপন বড়াই কেন? 'ইন্‌জেক্‌সন্' (injection) ও 'সীরামেব' (serum) এর চিকিৎসায় গোবীজ, শূকর বীজ হইতে আরম্ভ করিয়া কত যে রক্তবীজের বংশ শরীরের রক্তে রক্তে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকাইয়া দিতেছি, তাহাতে জাতির প্রশ্ন, বর্ণের কথা অতল সাগরে ডুবাইয়া দিয়াও কেহ জাতির কথা, বর্ণবাদের প্রশ্ন তোলে না।

ভারতের আকাশ বাতাস, গগন পবন জুড়িয়া, বাঙ্গলার গহন কানন বন উপবন, মাঠঘাট, দেউল জাঙ্গাল ভরিয়া ওই যে প্রতিধ্বনি স্বন্ স্বন্ করিয়া বাজিয়া উঠিতেছে, 'জাতি কোথায়, ওগো জাতি কোথায়'—আজ তাহার উত্তর কোথায়? বেজা'ত জাতির বজ্জাতি লইয়া আজ যাহা জাতি নামে চল, সে যে এক বিপুল কপটতার কুহেলী-লীলা, প্রবঞ্চনার প্রাণডলা এক মহামায়া জাল। যৌবনের মদন শয্যায় কত শত জাতির কত শিশু, জনক-জননীর কুল, গোত্র, জাতিকে ধিক্কার

দিয়া জন্ম যে লইয়াছে নূতন কুল, গোত্র, জাতি লইয়া, আজ তাহার কলকল কুলকণ্ঠ রোধ করিবে কোন্ কংশহুকুম, কোন্ দানবী বিধিনামা? রেলে ষ্টীমারে নিত্য নিত্য লক্ষ লক্ষ মানব মানবী এক কামরার মধ্যে একই বেঞ্চে বসিয়া নানা রকমে ছোঁয়া-ছুঁয়ি করিয়া জল চল, অন্ন চল করিতেছেন নির্ব্বিচারে, একটুকু কুণ্ঠার আঁচড় মনের কোণে না লাগাইয়া! আর সেই যাত্রী সমাজ হইতে বাহির হইয়া যেই তাঁহারা গ্রামের সমাজে আসিলেন, অমনি জাতি কুহকিনীর মায়াজাল তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। রেলে, ষ্টীমারে, নৌকায় লুচী-তরকারী, তরকারী পুরী মিঠাই হইতে শত রকমের অন্ন যখন নির্ব্বিবাদে উদরস্থ করিতেছিলেন যাত্রী মহাশয় ও মহাশয়ারা তখন তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া ঘেঁষিয়া চলিয়া গেলেন মুসলমান প্রবর, মেথরজী প্রমুখ শত শত জাতির শত শত প্রবর, জী। তাহাদের সেই স্পর্শে ওঠে নাই কোনো হাহাকার, শন্ শন্ করিয়া ছোটে নাই কোনো সামাজিক ব্রহ্মবাণ, বান্ধা পড়ে নাই তাহারা 'একঘ'রের' কোনো নাগ পাশেই! কিন্তু প্রণয় মিলনে, প্রণয়ের টানে, ভালবাসার খাতিরে ওই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ যুবকেরা যখন নমঃশূদ্র, কাপালিক বা রাজবংশীর বাড়ী যাইয়া তাঁহাদের ভক্তি প্রদত্ত স্বহস্তে রান্না ভেজালহীন শুদ্ধ অন্নজল গ্রহণ করিল কপটতাকে বলিদান দিয়া, মিথ্যা সামাজিক মায়া ডোর ছিঁড়িয়া, অমনি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল সামাজিক রক্তচক্ষু, বাক্যবাণ্; আর নির্দ্দয় প্রহারে আরম্ভ হইল, এক সামাজিক অভিযান, জর্জ্জর করিতে সেই সব যুবকের দুর্জ্জয় মহাপ্রাণ! ঝি পাচিকা নামধেয়া বেশ্যার হাতের রান্না অন্ন খাইয়া, অন্ত্যজ প্রণয়িণীর ঘরে নৈশ ভোজন সমাপন করিয়া, মুসলমান বন্ধুদের বিবি সাহেবার শ্রীহস্ত পক্ক পেঁয়াজ গন্ধ ভুর ভুর মুরগীর ঝোলে লোল রসনা সার্থক করিয়া, মেসে হোটেলে ছত্রিশ জাতির অন্নদ্বারা উদর পূরণ করিতেছেন যাঁহারা নিশিদিন, তাঁহারাই সামাজিক বৈঠকে যদি

বলিলেন, "নাঃ! আমি খাইনেঃ!", তবেই তাঁহাদের সেই দিন দুপুরের সাত খুন বেমালুম মাফ হইয়া গেল। আর যদি সত্যবাদী যুবক নির্ভীক কণ্ঠে বলিল, "হাঁ, আমি খাইয়াছি", তবে অমনি হুঙ্কার করিয়া উঠিল রোষগর্জ্জিত সমাজ-পতিদের প্রগল্‌ভ কণ্ঠ, সামাজিকতার উদ্ধত আক্রোশ, আর বজ্জাতির জাতিদম্ভ! কে শুনিবে তোমার যুক্তি, বিচার, মহাজনমত, শাস্ত্রীয় বাক্যের লহরীলীলা? সামাজিক দণ্ডের হিংস্র অভিশাপ সহস্র ফণার লেলিহান্ জিহ্বায় বিষদশনের দংশন বিষে জর্জ্জরিত করিবে তোমাকে রঞ্ধে রঞ্ধে, দিনে দিনে, পলে পলে। অত্যা-চারে অত্যাচারে, নিপীড়নে নিপীড়নে, সামাজিক বিষের জ্বালা শান্ত করিতে তুমি হিন্দু ছুটিয়া যাও মুসলমান খৃষ্টানের কোলে, বর্ণ হিন্দু তোমাকে সেলাম কুর্ণিস দিবে, ক্ষুদ্র জলাশয়ও ছাড়িয়া দিবে, হিন্দুর বেহারা তোমাকে ঘাড়ে করিবে, হিন্দুর ধোপা তোমার অতি কদর্য্য কাপড় কাচিবে, হিন্দুর নাপিত তোমার পায়ে ধরিয়া ক্ষৌরকার্য্য করিবে। ন্যায়ের বিধান, শাস্ত্রের আদেশ ও বিচার বুদ্ধিকে কুম্ভীর গ্রাসে গ্রাস করিয়াছে যে সামাজিক কপটতা আর মিথ্যাচার, আজ মুখোস পরিয়াছে সে বর্ণ ধর্ম্মের! এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের মুখোসের তলে জাতির মুখোস' খানা কোন্ রূপের, কোন্ আকৃতি প্রকৃতির, তাহা কপট সমাজ কতদিন ঢাকিয়া রাখিবে? কপটতা, মিথ্যাচার, ব্যাভিচার আজ সমাজের বুকে আসন পাতিয়া বসিয়া সত্যের নব জাতককে, অন্ত্যজ কালাচাঁদকে কংসদন্তে বালঘাতী পূতনা চমূর নিকট মরণ ব্যবস্থা করিতে দিতে পারে; কিন্তু বর্ণ সঙ্করের ওই নন্দ দুলালেরা কংসনিসূদন রূপে জয়ী হইয়াই সংসার রঙ্গস্থলে সামাজিক রঙ্গ মঞ্চে নৃত্য করিতেই থাকিবে। বরণডালা দিয়া তাহাদিগকে আরতি নীরাজন করিয়া আনিবেন ব্রাহ্মণী যজ্ঞপত্নীগণ, পূজার বেদপীঠে তাহাদের পূত আসন রচনা করিয়া দিবেন ব্যাস, বশিষ্ঠ, গর্গাদির ন্যায় বহু ব্রাহ্মণ, আর ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুনাদির ন্যায় বহু

ক্ষত্রিয়। যুগে যুগে প্রশ্ন উঠিয়াছে—জাতি কোথায়? যুগে যুগেই তাহার দিব্য উত্তর ভারতের আকাশ বাতাস উপবন ভরিয়া সামগানে বাজিয়া উঠিয়াছে—গুণ কর্ম্ম শীল ধর্ম্মের বিপুল বিভায়, তপস্যার ব্রহ্মলোক মহিমায় যে জয় অভিযান করিয়াছে সেই ব্রাহ্মণ, সেই ব্রহ্মজাতি—হউক সে দেহের জন্মেতে, জাতিতে মুচি, মেথর, ডোম, মুদ্দভরাস। প্রাণের বিপুল অবদানে, সত্যের দিব্য অভিযানে সে হইয়াছে, হইতে পারে, হইবে যুগে যুগে দেশে দেশে ভূদেব ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মবিদ্ বেদবিদ্, সত্যব্রত, ব্রহ্মব্রতী, ব্রহ্মাশ্রয়ী, মারজয়ী, মায়াজয়ী অর্হৎ, ব্রাহ্মণ, পুরুষ প্রবর, পুরুষোত্তম। জাতি কোথায়? আর্য্য হিন্দু দেবকণ্ঠে উদার উত্তর দিয়াছে—হে নিখিল মানব মানবী, ভূতগণ, স্বরূপে তোমরা প্রতি জনে জনে ব্রহ্মজন, অবদানে অবদানে তোমরা অজাত, অমৃত, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা; স্বরূপে তোমার জাতি নাই, গোত্র নাই, বর্ণ নাই; জাতিবাদ, বর্ণবাদ, গোত্র বাদের অতীতে যাই, তোমার উপরে আর নাই।

(২৫) জাতিবাদের তিরোভাবে জাতীয় জীবন।

এত বড় একটা বিরাট্ জনসমষ্টিকে পায়ের তলায় উৎপীড়িত করিতে থাকিলে আমাদিগের জাতীয় উন্নতি কিরূপে সম্ভব হইবে? পল্লীতে পল্লীতে যদি এই অস্পৃশ্য জাতিরা অজ্ঞ, নিরক্ষর, মূর্খ, চরিত্রহীন, ধর্ম্মহীন, অবনত হইয়া থাকিল, তবে পল্লীমঙ্গল কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? যথেচ্ছাচারিতা দ্বারা এই মিলন সম্ভব হইবে না, হিংসা বিদ্বেষ দ্বারা সম্ভব হইবে না; হইবে প্রকৃত মহানুভবতা, মহাপ্রাণতা এবং সার্ব্বজনীন উদার ধর্ম্মভাবের প্রেরণায়। সার্ব্বভৌমিক সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী আবার পল্লীতে পল্লীতে উড়াইতে হইবে। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের বার্ত্তা আবার গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে জয়নাদে গাহিতে হইবে। রামকৃষ্ণপরমহংসদেব নিজ জীবনে সাধনার দ্বারা এই দিব্য আদর্শ

আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীও আজ জীবন-পণ করিয়া সর্ব্বধর্ম্মের ভিতর ঐক্য ও সংহতির প্রচার করিতেছেন। ভাস্বানীও এই সাম্যের সামগান গাহিতেছেন। জাতিভেদ সম্বন্ধে ভাস্বানী ১৯২৫ এর ডিসেম্বর মাসে কানপুরে ৩য় নিখিল ভারত আর্য্য স্বরাজ্য কন্‌ফারেন্সে সভাপতিরূপে বলিয়াছিলেন :—"Historically 'caste' is not Aryan." অর্থাৎ :—ইতিহাসের দিক দিয়া আর্য্য-দিগের জাতি ভেদ নাই। রবীন্দ্রনাথও বিশ্বভারতীর এই মহামিলন বাণী ছন্দ-বন্দনায় মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছেন। জগদীশচন্দ্রও বিশ্বপ্রাণধারার এই স্পন্দন বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় যন্ত্রপাতিতে প্রস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। ইঁহাদের মহামিলনের এই chorus বা একতানের মধ্যে অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদের তারস্বরও একতানগানে সুসঙ্গত হইয়া পড়ুক। সর্ব্ব বিচিত্রতার ভিতর দিয়া যে এক পরিপূর্ণ, অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ ব্যক্ত, বিকশিত ও ভিন্ন ভিন্ন দেহে বিগ্রহবান্ হইয়া উঠিতেছে, তাহার ভিতর অস্পৃশ্যতা, বর্ণভেদ, জাতিভেদাদি কোথায় ?

(২৬) কয়েকটি উপায়।

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, মহোৎসবাদির সাহায্যে অস্পৃশ্যতাদি দূর করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা বাঙ্গালা দেশে এখনও আছে। এইগুলিকে জাগ্রত ও প্রাণবান্ করিতে হইবে। পুরীতে জগন্নাথ ক্ষেত্রে জাতি বিচার নাই। বৃন্দাবনাদি বৈষ্ণবতীর্থে জাতিভেদ নামমাত্র। ফরিদপুরে প্রভু জগদ্বন্ধুর শ্রীঅঙ্গনে, নবদ্বীপে রাধারমণচরণদাস বাবাজীর সমাজ বাড়ীতে, বেলুড়ে রামকৃষ্ণমঠে, মধুপুরে কাপিলমঠে সর্ব্ববর্ণ, সর্ব্বজাতি একত্র বসিয়া অন্নাহার করিয়া থাকেন বা করিতে পারেন। সর্ব্বজাতির সম্মিলনীরূপ এই সব স্থানের মহোৎসবের ন্যায় মহোৎসবাদি দেশে যত বেশী প্রচলিত হইবে ততই সর্ব্ববর্ণ একসঙ্গে মিশিবার অধিকার পাইবে।

সত্যভাবে জাতিভেদের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া মহামানবতার প্রেম সম্মিলনী স্থাপিত করিতে গেলে মূল পরিকল্পনাটাকেই 'দর্শনের' দিক্ দিয়া, সত্যকার প্রাণের দেখার দিক্ দিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে এবং জীবনক্ষেত্রে তাহার সার প্রয়োগ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণত্বের অভিমান, উচ্চ বর্ণত্বের অহমিকা সম্ভব হইয়াছে প্রতিমানবে অমর আত্মার দেববিভব দর্শনের অভাবে। অস্পৃশ্যতা এত আসুরিক বিক্রমে দেবদেশ দখল করিতে সক্ষম হইয়াছে সবার ভিতরে "ব্রহ্ম সংস্পর্শের" দিব্য মহিমা হীনপ্রভ, প্রভাম্লান হইয়াছে বলিয়া। ৩৫ কোটী ভারতবাসীর শতকরা ৯১ জনকে নিরক্ষর করিয়া রাখার দারুণ পাপ যেমন রাষ্ট্র সংস্থার পদে পদে দারুণ লৌহ শৃঙ্খল রচনা করে, তদ্রূপ মুষ্টিমেয় ঐ ৯ জন অক্ষর জ্ঞানীর ("অক্ষর" ব্রহ্মজ্ঞানী নহে) জীবন বিকাশের পথে, দুঃখ মুক্তির সাধনায় তাহারা হয় কণ্টক স্বরূপ, গহন অরণ্য, বন্ধুর পর্ব্বত স্বরূপ। যে রাষ্ট্রসংস্থা প্রায় দুই শত বর্ষ ধরিয়া ভারতবাসীকে অবিশ্বাসে, প্রভুত্বের মদিরায় করিয়াছে ক্ষাত্র শক্তিতে পঙ্গু, লেখাপড়ায় পরাবিদ্যায় গোমূর্খ, আর জীবন যাত্রায় পরভারবাহী গর্দ্দভ, আজ সেই রাষ্ট্রসংস্থাকে যদি কোনও আসন্ন বিশ্ব সমরে জীবন ধারণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে যে তাহা একান্ত দুরূহ হইয়াই উঠিবে। যদি কোনও বৈদেশিক ভল্লুকরাজ বা শার্দ্দূলরাজ এই সিংহ রাজের গোধন চমূকে রাষ্ট্রদংষ্ট্রানখরাঘাত করিতে চায়, তবে অর্থহীন, স্বাস্থ্যহীন, শক্তিহীন, অক্ষর জ্ঞানহীন এই বিপুল ভারতীয় গোধনচমূ লইয়া যে সিংহরাজকে বিশেষ বিব্রত হইতে হইবে, তাহার ইঙ্গিত আভাস, ইটালীর ও জার্ম্মানীর লেজমোড়া ও কর্ণমর্দ্দন নিঃশব্দে অহিংস অসিংহ ভাষায় হজম করার ইতিহাসে দেখা যাইতেছে। শতকরা ৯১ জন ব্যক্তিকে নিরক্ষর মূর্খ এবং রাজনৈতিক বর্ণজ্ঞানহীন করিয়া রাখার পাপের প্রায়শ্চিত্ত অদূরে আগমন ধ্বনি প্রকটিত করিতেছে।

সেদিনকার নিরক্ষর জাপান রাশিয়াও তাঁহাদের প্রত্যেক নরনারীকে অক্ষর জ্ঞান, রাষ্ট্র পরিচয়, সমাজ-বিদ্যা দিয়া করিয়াছে পরিশ্রমী, ধনী, সাহসী, জীবনের শতেক বিকাশে শক্তিমান্, অভয়বাদী। আর ইংরাজ রাষ্ট্রেরই ভাবশিষ্য ধর্ম্মভারত, (?) তুমি করিয়াছ তোমার ভারতের শতকরা ৯৭ জনকে ব্রহ্মসংস্পর্শচ্যুত অস্পৃশ্য, অক্ষরব্রহ্মজ্ঞানহীন শোকপ্রাপ্ত শূদ্র। সমাজ সংস্থায়, ধর্ম্ম সংস্থায় সে শূদ্রের জল করিয়াছ অচল, অন্ন করিয়াছ হেয়, স্পর্শ করিয়াছ তাহার আগুণের জ্বালা ভরা, আর প্রাণমন করিয়াচ তাহার ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র বেষ্টনে গণ্ডীতে ভয়চকিত, ভীরু, কাপুরুষ, আত্মপ্রত্যয়হীন। রাষ্ট্রসংস্থার শতকরা ৯১ জনকে নিরক্ষর করিয়া রাখার চাইতেও দারুণ-পাপ, মহাব্যাধি এই ধর্ম্মসংস্থার, সমাজ সংস্থার ৯৭ জনকে করিয়া রাখা একেবারে অধ্যাত্মজীবনে পঙ্গু, মানবের পূর্ণ স্বাধীনতায় অবিশ্বাসী, জাতির মায়া মরীচিকায় বিভ্রান্ত, আত্মপ্রত্যয় হারা সর্ব্বহারা। বর্ণ দাম্ভিক শতকরা ৩ জন ব্রাহ্মণ আজ অন্যান্য পৃথিবী ব্যাপী বহু বর্ণের সঙ্গে সংঘর্ষে আপনাদিগকে নিতান্তই অস্পৃশ্য, অপাংক্তেয় বোধ করিতেছে। বিদেশী রাষ্ট্রদম্ভ তাহার এই সমাজ দম্ভকে পদে পদে আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত করিতেছে আজ Commumal Award বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দিয়া। রাষ্ট্রীয় চৈতন্যকে প্রবুদ্ধ করিতে হইলে যেমন পল্লীতে পল্লীতে, ঘরেঘরে প্রতি মানব মানবীকে রাশিয়াদির ন্যায় অক্ষর জ্ঞান, সামাজিক শিক্ষা, রাষ্ট্রীয় পরিচয় দিতে হইবে, রাষ্ট্রীয় দর্শনের (Political Philosophyর), বা রাষ্ট্রীয় অধিকারের পূর্ণ সাম্য (absolute equality of political rights) দিয়া, তদ্রূপ ধর্ম্ম ও সমাজ চৈতন্যকে প্রবুদ্ধ করিতে হইলে প্রতি পল্লীতে পল্লীতে, প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি মানব মানবীকে দিতে হইবে বৈদিক, উপনিষদিক ও বৌদ্ধ ভারতের ব্রহ্মজ্ঞান, অধ্যাত্মবিজ্ঞান, ধর্ম্মশিক্ষা, আত্মপরিচয়, ভারতীয় দর্শনের পূর্ণ সাম্য এবং

ধর্ম্ম ও সমাজের পূর্ণ অধিকার। এই Absolute equality of socio-religio-status and rights বা ধর্ম্ম ও সমাজের মর্য্যাদা এবং অধিকার সমূহের পূর্ণ সাম্য দিতে হইবে সনাতন "দর্শনের" আদর্শ দিয়া। ভারতের দর্শন জীবনে প্রাণে জীবন্ত আচরণে শিখাইয়াছিল যে "সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন", নিখিল মানবে আত্মদর্শন, আজ তাহা কীটদষ্ট, অন্ধমন্দিরসিক্ত জীর্ণ পুঁথির পাতার রাশি হইতে আনিতে হইবে প্রতি মানব মানবীর দেহমন্দিরে দেহমন্দিরে, হৃদয় সিংহাসনে প্রাণ প্রতিষ্ঠায়। দর্শনের স্বয়ংরতি বা আত্মরতি (auto-erotic) সাধনা প্রবল হইয়া পরকীয়া রতি (altero-erotic) সাধনা যখন ভুলিয়া গেল তখনই আসিয়াছে এই নিদারুণ ধর্ম্মধ্বংসী সামাজিক জাতিনাগপাশ, বর্ণাভিমান। জাতিকে, সমাজকে আধ্যাত্মিক দৈন্যে ভিখারী করিয়া দুর্ভিক্ষের দুর্দ্দিনে জাতিবাদত্যাগী সন্ন্যাসী ভিক্ষুরও জীবন-ধারণ দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে সাধন শক্তিকে পরাঙ্মুখ করিয়া। অব্রাহ্মণ কোটী কোটী নর নারীকে ব্রহ্মসংস্পর্শ, প্রাণের পরশ হইতে বঞ্চিত করিয়া গড়িয়াছি যে শূদ্রচমূ, "তামসা জনাঃ," ভয় কাতর, শক্তিহীন তাহারা রক্ষা করিতে পারে নাই সোমনাথের লুণ্ঠন, নবদ্বীপের পরাজয়, বাঙ্গালার বেদখল, ভারতের দাসত্ব। রাষ্ট্রীয় আর্থিক দাসত্বে আজ সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণও শূদ্র, দাস তুল্য ঘৃণিত ভিখারী। যে ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ তামসিক বুদ্ধি আপনকে পর করিয়াছে, স্বজন হিন্দুকে মুসলমান খৃষ্টানের কোলে নির্ব্বাসিত করিয়াছে, আপনারই আত্মীয় স্বজনকে করিয়াছে অস্পৃশ্য, হেয়, আজ তাহারই স্থলে বরণ করিয়া আন পরকে আপনকরা বুদ্ধির বিরাট মহিমা ও পরকীয়া রতির প্রেম সাধনা। পরকীয়া রতির প্রেম সাধনার দর্শন দিয়া আজ ভারতের সমাজ ও ধর্ম্মকে পুনরায় শিখাইতে হইবে—"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"। নব্য ভারতের নবদর্শনকে শিখাইতে হইবে, মাটির দেবতা, কাঠের ঠাকুর, পাথুরে' বিগ্রহকে

আরতি করিতে, সম্যক্ রতি করিতে গড়িতেছ যে বিপুল দেউল, দস্যুতস্কর লোভকর অলঙ্কারভার, আর রাশি রাশি "ছাপ্পান্ন ভোগ আর ছত্রিশ ব্যঞ্জনের" পাহাড় সাগর, তাহার পরিবর্ত্তে পরকীয়া রতিতে 'আরতি' কর, সম্যক্ অনুরাগ কর কঙ্কালসার জীবন্ত দেবদেবীগুলির দেহমন্দির মার্জ্জনা করিয়া, অঙ্গসংস্কার করিয়া; চিরক্ষুধাতুর মুখে দাও তাহাদের, ওই ভোগ ব্যঞ্জন প্রসাদবিতরণের মহিমায়; আর কানে কানে শুনাও তাহাদের দর্শনের প্রাণকথা অভয় গাথা, শান্তি বাণীর "পূর্ণ" মন্ত্র, আর প্রাণে প্রাণে দীপকরাগে জাগাও তাহাদের পূর্ব্বভাগে সুপ্ত চৈতন্য ব্রহ্মানন্দ বরেণ্য।

বসুন্ধরার ন্যায় জাতিও বীর ভোগ্যা। সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক স্বাধীনতার চরম বিকাশ যে "স্বরাজ্য" "ব্রহ্মরাজ্য", ব্রাহ্মণত্ব বা ব্রহ্মত্ব তাহা মহাসাধকদিগকে অটল তপস্যার বিপুল বলেই গ্রহণ করিতে হইয়াছে ও হইবে। তাই চাই ক্ষুদ্রতার, সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রলয় বিষাণ, মুক্ত মনের বিজয় অভিযান। কোটী কোটী বালক বালিকা, ছাত্র ছাত্রী, যুবক যুবতী, সাধক সাধিকা জীবন উৎসর্গ করে যদি এই স্বরাজ্য, ব্রহ্মরাজ্য, ব্রাহ্মণত্বের পূর্ণ অধিকার গ্রহণে, তবেই কংসরাজ্যের, জরাসন্ধরাজ্যের জরাজীর্ণ মৃতস্তূপের উপর রামরাজ্য, কৃষ্ণরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য, ব্রহ্মরাজ্য সংস্থাপিত হইতে পারে। ব্রহ্মবাদের, আত্মবাদের নেশায় বিভোর এই সব বিদ্রোহীদের আচরণে ব্যবহারে যজ্ঞোৎসবে, অন্নকূটমহোৎসবে, মন্দিরে মন্দিরে অঞ্জলিভরা তুলসী বিল্ব পুষ্প নিবেদনে, শতভারে পক্ক নৈবেদ্য ও অন্নভোগ স্বহস্তে রন্ধনে প্রদানে পরিবেশনে, "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ" এই শাস্ত্রীয় নীতিরই জ্বলন্ত মহিমা বিঘোষিত হইবে। দর্শনে, চক্ষে তাহাদের বিস্ফারিত হইয়া উঠুক গীতাবাণীর সমদর্শন, কণ্ঠে তাহাদের অনুরণিত হউক গীতা সঙ্গীতের সাম্য গান, বক্ষে তাহাদের আসনদেবী রচনা করুক ব্রহ্মযজ্ঞের

বিরাট্‌ আয়োজন, পূর্ণ অভিষেক। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তবং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা।" (গীতা, ৩।২৪) সব সমর্পণ, সর্ব্বস্ব অর্পণ, থরে থরে পুষ্পদাম অঞ্জলি ভরিয়া আর ভারে ভারে প্রাণ মন ভরিয়া ভক্তি প্রেম "অর্পণ" ব্রহ্মই; তৈলপক্ক, ঘৃতপক্ক, হবিঃসিক্ত হবনীয় সমস্ত দ্রব্য ব্রহ্মই; ব্রহ্মরূপ সমস্ত যজ্ঞকর্ম্মে ব্রহ্মাগ্নিতে জীবব্রহ্ম মানব ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সম্পাদিত হোমও ব্রহ্মই; এইরূপ ব্রহ্মভাবুক ব্রহ্মকর্ম্ম করিতে করিতে ব্রহ্মসমাধি মগ্ন হইয়া ব্রহ্মেতেই গমন করেন, ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। ইহাইতো দেবব্রাহ্মণ, দেবী ব্রাহ্মণীর বিরাট্‌ পূজা। দেবীসূক্তের নারী ঋষি ওই যে উদাত্ত কণ্ঠে আমাদিগকে বলিতেছেন; "অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ। যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥"—(ঋগ্বেদ, ১০।১২৫।৫) আমি দেবতাও মানুষের দ্বারা পূজিত আমার (ব্রহ্মের) কথা স্বয়ং বলিতেছি। যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে ব্রহ্মা, তাহাকে ঋষি, তাহাকে সুমেধা করি। বাগ্‌ ঋষির কন্যা আম্ভৃণী দেবীর এই বৈদিক আত্ম-প্রত্যয়, নারীর দেবীকরণ, শক্তি সঞ্চালন আজ আমাদের অঙ্গনে অঙ্গনে, অন্দরে অন্দরে সহস্র প্রতিভায় জ্বলিয়া উঠুক, বিপুল বন্যায় আন্দোলিত হউক, অজস্র ধারায় কোটী কোটী কণ্ঠে উদ্গীত হউক। আজ যিনি জাতিতে মুচি, মেথর, চণ্ডাল, ডোম নরনারী তাঁহাকেও করিতে হইবে হরিভক্ত, ব্রহ্মজ্ঞ, চরিত্র-ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্রহ্ম সাধক, ব্রহ্ম সাধিকা; তাঁহাকেই আমরা "তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্", তাঁহাকেই আমরা ব্রহ্মা, ঋষি, সুমেধা ব্রাহ্মণ করিব, ব্রাহ্মণী করিব।

মহাত্মা গান্ধীও আমাদিগকে বলিতেছেন, "The most effective, quickest and the most unobtrusive way to destroy caste is for reformers to begin the practice with themselves

and where necessary take the consequences of social, boycott."—Harijan, November 16, 1935, p. 316. অর্থাৎ :—"জাতি ভেদের উচ্ছেদ সাধনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ, দ্রুত এবং শিষ্টাচার সম্মত উপায় হইবে ইহাই যদি সংস্কারগণ নিজেদের মধ্যেই এই কার্য্যে ব্রতী হয়েন এবং প্রয়োজন হইলে সমাজচ্যুতির ফলও ভোগ করিতে প্রস্তুত থাকেন।"—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২। পদদলিত কোটী কোটী হিন্দু নর-নারী, বিদ্রোহীর এই জয় ধ্বজা তোমরা তুলিতে পারিবে না কেন? নিজ নিজ ভক্তি গদগদ পবিত্র মুখে প্রণব গায়ত্রী 'ওম্' 'ওম্' বলিয়া উচ্চারণ করিতে পারিবে না কেন? বৈদিক মন্ত্র, বৈদিক সাধন বাণী তোমাদেরই গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত, প্রতি-ধ্বনিত, অনুরণিত করিতে পারিবে না কেন? আপনি আপনি দেব দেবী হইয়া দেবতার, দেবীর পূজা আরাধনা ভোগ রাগ নৈবেদ্য নিবেদন করিতে পারিবে না কেন? তোমাদেরই শক্তিশালী শ্রীহস্ত দিয়া, বীর বাহু দিয়া পক্কান্ন ব্যাঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া দেবদেবীর মহাভোগে তাহা নিবেদন করিতে পারিবে না কেন? জগৎ পিতা তোমার পিতার, জগজ্জনী তোমার মাতার শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া তোমারই ভাব বিকম্পিত বরণ হস্তে শ্রীচরণ স্পর্শ করিতে পারিবে না কেন? প্রাণেশ্বর প্রাণের ঠাকুরকে দেহমন্দিরে বুকের সিংহাসনে বসাইয়া আলিঙ্গন করিতে পারিবে না কেন? পারিবে না কেন, ওগো, ভক্ত, প্রেমিক ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে. প্রেমময়ী ভক্তিমতি ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণীকে তোমার প্রেমভক্তি চঞ্চল ভুজ বল্লরী দিয়া নিবিড় আলিঙ্গনে বান্ধিয়া বলিতে—"হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। পরশ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে"? পারিবে কি ব্রহ্মবাদিনী চণ্ডালিনী শবরীর মাতৃকোলে ভুজযুগে নবদুর্ব্বাদল-শ্যাম রামচাঁদকে বান্ধিয়া তোমরাই খাদ্য অন্ন ভোজন করাইতে? পারিবে কি ব্রাহ্মণী যজ্ঞপত্নী দিগের ন্যায় বর্ণ সঙ্কর সূতপুত্র, মহাশূদ্র আভীরী

কুলে পালিত কালোমাণিক শ্যাম চাঁদকে প্রাণাকাশে চাঁদ করিয়া প্রাণ ভরিয়া 'খাওয়াইতে, আদর আপ্যায়ন, আরাধনা, নীরাজন আরতি করিতে? পারিবে না কি 'আদি বৈশ্য' শূদ্র গোবিন্দের ন্যায় ব্রাহ্মণ শিরোমণি গৌরাঙ্গদেবকে সর্ব্বজাতির, সর্ব্ববর্ণের প্রদত্ত ভোগান্ন ভোজন করাইতে? পারিবে না কি কায়স্থ কালিদাসের ন্যায় ঝড়ু, ভূইমালীর চরণ রেণু লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে? বল গো বল, পারিবে না কি চণ্ডাল বিশ্ববসু'র ন্যায় 'নীলমাধব' জগন্নাথের নব কলেবর, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে? বল গো বল, পারিবে না কি শ্রীধাম কাশীর বুকে বসিয়া স্বহস্তে শালগ্রাম নারায়ণের পূজার্চ্চনা করিতে চামার রুইদাসের ন্যায়? পারিবে না কি রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাজনগণের পথপদবী অনুসরণ করিতে?

পর্য্যুসিত শবমাত্রে পর্য্যবসিত, জাতির মরণশ্মশানে ওই যে বর্ণ বাদের অস্থিকঙ্কালচম্ প্রেতনৃত্যে 'হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ'! করিয়া মিথ্যা বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছে, কে আজ বীর সাধক, কে আজ উত্তর সাধক, মাভৈঃ মাভৈঃ "ব্রহ্ম অভয়ং" বলিয়া বীতভয় হইয়া ওই শবের বুকে বীরাসন পাতিয়া বসিয়া মৃত জাতিশবকে "সত্যং শিবং আনন্দম্" রূপ অখণ্ড শিবজাতি, জাতিশিবরূপে পরিণত করিতে? সাত লক্ষ পল্লী শ্মশানের বত্রিশ কোটী শবের বুকে যে চিতার আগুণ জাতিবাদের বর্ণবাদের কংসদন্ত জ্বালাইয়া দিয়াছে, আড়াই হাজার সহরের চারি কোটী নাগরিক সে দারুণ আগুণ নিভাইতে পারিবে না। পল্লী দুলাল, পল্লী দুলালী, তোমার পূর্ব্বপুরুষের চিতার আগুণ তোমাকেই নিভাইয়া নতূনের, চির নবীনের, নিত্য কিশোরের, নিত্য শিবের জয় যাত্রার মঙ্গল পথ তোমাকেই প্রশস্ত করিতে হইবে। তাহার জন্য চাই পল্লীতে পল্লীতে, হরিজন পল্লীতে পল্লীতে, 'ব্রহ্মজন' পল্লীতে পল্লীতে, জাতিকথার জয়গাথা গাহিয়া গাহিয়া সুপ্তিমগন, মোহাচ্ছন্ন ব্রহ্মজনদিগের ব্রহ্মচৈতন্যকে

জাগ্রত প্রবুদ্ধ করিতে। অন্ন ভাণ্ডারী, অন্ন ভাণ্ডারিণী ও অন্নপূর্ণাদের মুক্ত অঙ্গনতলে বসিয়া তাহাদের শ্রীহস্তরচিত ভেজালহীন নির্দ্দোষ অন্নব্যঞ্জন পেট ভরিয়া খাও, আর খাওয়াও লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট মহোৎসব অন্নোৎসব করিয়া তোমাদেরই অচল নির্ম্মম সোনারূপার মুদ্রা বিনিময়ে, আর ততোধিক অচল নির্ম্মম খত দলিল কোম্পানীর কাগজের বিনিময়ে। পল্লীর কোলে কোলে সোণার ফসলে অন্নের ভাণ্ডারে নাচিয়া উঠুক যক্ষের ধনগুলি তাহাদের অন্ধকারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া। পল্লীর বুকে বুকে ক্ষীরধারায়, স্তন্যধারায় নাচিয়া উঠুক জলতরঙ্গে, স্নেহ বাৎসল্য রঙ্গে, লক্ষ লক্ষ জলাশয় সকল জাতির জলাঞ্জলি দানে। শত জাতির নরনারীর গোপগোপী গোষ্ঠেই আবার বৃন্দাবন মাধুরী মূর্ত্ত, স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিবে। শত জাতির নরনারীর বৈষ্ণব বৈষ্ণবী গোষ্ঠেই আবার নদীয়া নীলাচল মাধুরী প্রেম তরঙ্গে মহোৎসব রঙ্গে নাচিয়া উঠিবে। শত জাতির ভৈরব ভৈরবী চক্রে আবার নিখিল জাতির দেবত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, শিবত্ব, দেবীত্ব, ব্রাহ্মণীত্ব, শিবাণীত্ব জয়নাদে বাজিয়া উঠিবে 'শাবরোৎসবে', শারদোৎসবে।

জাতি সাগর মন্থনে নিখিল নরনারীর প্রেম সম্মিলনে প্রেমামৃত, প্রণয়পীযুষ পূর্ণকুম্ভে ভাসিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি বা কাম হলাহল, যৌনবিষ আমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন, মরণাতুর করিবার উপক্রমই করে, তবে নীলকণ্ঠের মতোই আমাদিগকে সে হলাহল পান করিতে হইবে। বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুনীর, তান্ত্রিক ভৈরব ভৈরবীর, বৈষ্ণব বৈরাগী বৈষ্ণবীর যৌনমিলনবিষে যদি বা প্রণয় মাধুরী, প্রেম মহিমা জর্জ্জরিত, মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রমই করে, তথাপি সে কণ্টক ব্যথা সহিয়াই কমল তুলিতে হইবে, কণ্টকে জর্জ্জরিত হইয়াও বিল্বদল চয়ন করিতে হইবে, মক্ষিকা দংশনে ক্লিষ্ট হইয়াও মধু আহরণ করিতে হইবে, রত্নগর্ভার অতল গভীর কোল হইতে জলজন্তুর কবলাক্রান্ত হইয়াও রত্ন উত্তোলন করিতে

হইবে। জাতিতে জাতিতে অবাধ মিশ্রণে, পূর্ণ অধিকারের আদান প্রদানে, আবাহ বিবাহের পুণ্যপ্রেম মথিয়া যদি বা মদন আগুণ জলিয়া উঠে, তবে সেই আগুণের লেলিহান মুখে বহুজাতিকে ফেলিয়া হিন্দু যদি পলায়ন করে, তবে মুসলমান খৃষ্টানাদি অন্য জাতিসমূহ রঙ্গভূমে আসিয়া কিছু কিছু আগুন নিভাইয়া তাহাদিগকে আপন আপন ঘরে, গোত্রে, কুলে তুলিয়া লইবে, যেমন তাহারা কোটী কোটী হিন্দুকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া লইয়াছে। আর্য্যহিন্দুর বিশাল জাতিকোল হইতে এমন ৩৬ কোটীই যে প্রায় নির্ব্বাসিত হইয়াছে তাহা নহে, তাহার জাতিবংশলতার বৃদ্ধিও অপহত হইয়াছে। মুষ্টিমেয় ভারতীয় মুসলমান খৃষ্টান ৮।৯ কোটীতে পরিণত হইয়াছে, আর মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগের ৬০ কোটী হিন্দু মাত্র ২৩ কোটীতে পরিণত হইয়াছে। হিংসা, বিদ্বেষ, অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিয়া যাহাদিগকে হিন্দু তুমি কোলভ্রষ্ট, কুলভ্রষ্ট, জাতিত্যাগী হইতে বাধ্য করিয়াছ ও করিতেছ, তাহারা মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরিয়া লইয়া যাইতেছে যে হিংসা, বিদ্বেষ, অত্যাচারের বিষবীজ, আজ পৈতৃক ধারায়, মাতৃক ধারায় তাহা সহস্রগুণে সঞ্চারিত হইতেছে তাহাদেরই কুলনন্দনে তোমারই কুল ভাঙ্গনে, কূল ভাঙ্গনে। শত বিষের জ্বালা ঢালিয়া হিন্দু, তুমি যে প্রণয়ী মহাপ্রাণ হিন্দু ব্রাহ্মণ যুবকদিগকে করিতেছ কালাপাহাড়, তাহারা পাহাড়িয়ার নির্ম্মম হস্তে তোমাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে বিষের প্রতিদানে শতবিষের তরল গরল উদগীরিত করিয়া বংশানুক্রমে। মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের (Psycho-analysis এর) এই মনের কথা হিন্দু তুমি, কি মনপ্রাণ দিয়া বুঝিবে, হৃদয়ঙ্গম করিবে? জাতি সাগর মন্থনে জাতিতে জাতিতে যৌনমিলনে, বিবাহ আদান প্রদানেও যদি হিন্দু নীলকণ্ঠ এ বিষ গলার গরলাভরণ করিতে না পারে, তবে তাহার অমৃত সন্ধান ডুবাইয়াই বিষক্রিয়া তাহার সমাজকে মরণাপন্ন

করিয়া ফেলিবে। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের নিষ্কলঙ্ক বৈষ্ণব প্রেমধর্ম্মে পরকালে কামকলঙ্ক প্রবেশ করিলেও আজ অন্ততঃ ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার বৈষ্ণব বৈরাগী নামধেয় জাতি হিন্দুর বিরাট কোলে আশ্রয় লাভ করিয়া হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম তাহাদিগকে আশ্রয় না দিলে তাহারা মুসলমান খৃষ্টানের কুলবর্দ্ধন করিত। সামাজিক বিষ, বৈবাহিক কামকলঙ্ক যৌন মিলনের প্রশস্ত পথে যদি বা ব্যভিচারে প্রগল্‌ভ হইতে চাহে, তথাপি সে গরল নীলকণ্ঠ মহিমায় পান করিয়া, কৃষ্ণপ্রেমে অমৃতায়মান করিয়া, শাক্ত উদারতায় মহিমাময় করিয়া জাতিতে জাতিতে নর নারীতে প্রণয় মাধুরী, প্রেম মহিমা মধুময়, অমৃতময় করিয়া তুলিবার বিশাল বিপুল সাধনাই আমাদিগকে বরণ করিয়া লইতে হইবে জাতির নবকলেবরে, প্রাণ প্রতিষ্ঠায়।

তাই চাই দিব্য আদর্শের প্রেরণায় বিভোর লক্ষ লক্ষ সাধক সাধিকা, পল্লীর আঙিনায় আঙিনায় শ্যাম শ্যামার শ্যামল সোহাগে ভরা পল্লীর প্রান্তর কান্তারে বনারণ্যে, শ্যামা সরসীর কালো জলে, বিলে ঝিলে, গোঠে মাঠে বাটে ঘাটে, প্রণয়ের হাটে হাটে, প্রাণের পাটে পাটে ;—পিরীতিভরা চোখ দুটী যাহাদের দিগন্ত বিসারী হইয়া দেখিতে চায়, নাচন চঞ্চল চরণ দুটী যাহাদের গহন বন কানন মথিয়া প্রেমের কুটীর রচনা করে প্রণয় বিভোল ভুজ বল্লরীর শত শিল্পের লতা বিতান দিয়া মনোরম করিয়া, মনপ্রাণ যাহাদের চায় গতানুগতিকের সামাজিক, বৈবাহিক, ব্যবহারিক ন্যস্তপথ ছাড়িয়া অমর পথের মহাযাত্রী হইতে, কণ্ঠকভরা, শ্বাপদ সঙ্কুল, মরণ সঙ্কুল অযুত অত্যাচার নির্য্যাতনের দুঃখ গহনে মরণ পণ করিয়াও।

(২৭) ব্রাহ্মণাদির প্রতি নিবেদন।

ব্রাহ্মণাদির ব্রাহ্ম বা মহৎ জাতি যদি লজ্জাবতী লতার ন্যায় 'ছুঁৎমার্গে' মৃতপ্রায় হন, অথবা কূপোদকের ন্যায় নষ্ট হন, তবে তাহাকে ক্ষুদ্রই

বলিতে হইবে। বৃহৎ বনস্পতি কিছুতেই সঙ্কুচিত হয় না; গঙ্গোদক চণ্ডাল স্পৃষ্ট হইলেও পূর্ণ পবিত্র থাকে; শতদল পদ্মপুষ্প, বিল্বপত্র ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক আহৃত হইলেও দেবপূজায় ব্রাহ্মণ তাহা সাদরেই গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণত্ব যদি মহৎ, বৃহৎ, পবিত্র ও মনোহর হয়, তবে তাহা কিছুতেই নষ্ট হইবে না। মহৎ দেবতা স্পর্শে শূদ্র যদি ক্ষুদ্র হইয়া যায়, তবে দেবতার ক্ষুদ্রত্বই প্রমাণিত হয়। অমৃতের স্পর্শে বিষও অমৃতে পরিণত হয়। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহাও সোণা হয়। আর ভূদেব ব্রাহ্মণ! পূত, পবিত্র, হোমানলে শুভ্র, শুচি ব্রাহ্মণ! যজ্ঞার্থে ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত জীবন ব্রাহ্মণ! তোমার পূত স্পর্শে অশুচি শুচি না হইয়া, তুমিই অশুচি, অপবিত্র হইয়া যাইবে? তোমার আলিঙ্গনে শূদ্রের ক্ষুদ্রত্ব কাটিয়া না যাইয়া তুমিই হীন, ক্ষুদ্র হইবে? তোমার এই ভ্রান্তি, তোমার এই মায়া, তোমার এই অবিদ্যা দূর করিয়া এস প্রকৃত ব্রাহ্মণ! তোমার উদার ভাস্বর তেজঃপুঞ্জে নীচজাতিত্বের নীচতা, মলিনত্ব, পূতিময়ত্ব, বিদূরিত করিয়া দাও, মহাদ্যুতি ধ্বান্তারি সর্ব্বপাপঘ্ন সূর্য্যের বিশ্বপ্লাবী অজস্র ধারায়, গরলাভরণ নীলকণ্ঠের বিপুল মহিমায়, আর পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথীর করুণা বিগলিত মহাবন্যায়।

(২৮) মিলন মন্ত্র।

নিখিল জাতির জীবনবেদ আলোচনা করিলে এই সত্যই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে যে, যে জাতি মিলনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, পূর্ণ সাম্যের সামগানে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, সঙ্ঘশক্তির প্রণয় ডোরে রাখিবন্ধন রচনা করিয়াছে, জাতির জীবনযাত্রায় তাহারা হইয়াছে জয়ী, শ্রীমান্, বর্দ্ধিষ্ণু, প্রগতিশীল। সঙ্ঘশক্তির, জাতিসংগঠনের এই প্রাণ কথা কলঝঙ্কারে বিনোদ বেণুগানে গাহিয়াছেন কত যে জনগণমন অধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা, তাহার ইতিহাসও আজ আমরা প্রচ্ছন্ন

করিয়া ফেলিয়াছি শত ভেদবিবাদের কলিমলে আবরিত হইয়া। মহামিলনের সামগানে, সঙ্ঘশক্তির বোধন মঙ্গলে, গোষ্ঠযাত্রার প্রভাতী জাগরণে আজ আবার ভারতের, বাঙ্গলার বনভবন, কুঞ্জকুটীর, পল্লীবাট, ঘাটমাঠ, সায়রসাগর, জলস্থল মথিত করিয়া সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে সর্ব্বজাতির বিজয়ালিঙ্গনে প্রাণ ঢালা কোলাকুলি, নিখিল মানবের মহোৎসবে হিয়ায় হিয়ায় সরস পরশ হুলাহুলী মিলনকেলি।

এস ভাই ভগিনী সব, আমরা সমস্ত তথাকথিত 'স্পৃশ্যতা', 'অস্পৃশ্যতা' আচরণীয়তা, অনাচরণীয়তা, ভেদ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রভৃতি ভেদবাদ এক অখণ্ড ব্রহ্মভাবের ব্রাহ্মণত্বের মিলনে পরিণত করিয়া ঋষিকণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া মহাসাম্যের সামগান গাই। এস আমরা মহামিলনের সাম্যমন্ত্র দিয়া জীবন মন প্রাণ অনুরঞ্জিত, অনুপ্রাণিত করি। বল ভাই, বল ভগিনী সব প্রাণ ভরিয়া বল মনে প্রাণে জীবনে আচরণে, ভারতের গগন পবন বন উপবন প্রান্তর কান্তার মিলন মগন করিয়া বল :—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে॥ ২॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥ ৩।
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥ ৪॥"

—ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১৯১ সূক্তে, ২-৪ ঋক্।

তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ কর, তোমাদিগের মন পরস্পর একমত হউক। অধুনাতন দেবগণ প্রাচীন দেবতাদিগের ন্যায় একমত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছেন। ২। ইহাদিগের মন্ত্র সমান হউক, সমিতি সমান হউক, ইহাদিগের মনসহ চিত্ত এক হউক। আমি

তোমাদিগের একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিতেছি, তোমাদিগের সর্ব্বসাধারণ হবির দ্বারা হোম করিতেছি। ৩। তোমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, তোমাদিগের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও। ৪।

ওঁ

সমাপ্ত

বিজ্ঞাপন

সমাধিপ্রকাশ গ্রন্থাবলী

পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও স্বকীয় আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভের বিজয়বৈজয়ন্তী প্রাণদ ভাষায়, দীপক রাগে, মরমীর প্রাণ বেদনায়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, মহাদার্শনিক, মহাসাধক আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য [পূর্ব্বনাম শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিনোদপুর ও বালিয়াকান্দি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক, কাপিল মঠের (মধুপুর, সাঁওতাল পরগণা) ভূতপূর্ব্ব সন্ন্যাসী সভ্য, ফরিদপুর জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর সভাপতি (১৯৩২), ফরিদপুর জিলা অস্পৃশ্যতা নিবারণী সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, প্রাদেশিক (বাঙ্গালা) হরিজন সেবক সঙ্ঘের ভূতপূর্ব্ব সংগঠন সম্পাদক ইত্যাদি] কৃত অভিনব গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিয়া ও করাইয়া মুক্তিসংগ্রামে জয়লাভ করুন। সাম্যবাদের পাঞ্চজন্য নিনাদে মহামানবতার দিব্য অভিযানে ব্রাহ্মণত্বের পূর্ণ অধিকার গ্রহণ করুন প্রতি জনে জনে। প্রতি গ্রন্থে অজস্র ধারায় গভীরতম গবেষণা, অগাধ পাণ্ডিত্য, অখণ্ডনীয় যুক্তি, ঋষি-মহর্ষি-রাজর্ষি-ব্রহ্মর্ষি সেবিত মহাপথের নবাবিষ্কার। "ফলেন পরিচীয়তে"।

নিম্নলিখিত **'সমাধিপ্রকাশ' গ্রন্থাবলী** ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে :—

(১) **জাতিকথা**।—দ্বিতীয় সংস্করণ ; পরিবর্দ্ধিত। (প্রকাশিত)। সাহায্য ।৶০ সাত আনা। বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ, ত্রিপিটক, ইতিহাস প্রভৃতি বহু গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বাক্যে ও যুক্তি জালে স্বীয় মত সমর্থিত। জাতিকথা বহু পণ্ডিতের মুখ বন্ধ করিয়াছে। তিন শতাধিক

সভা জয় করিয়াছে। তিন বৎসরের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের দুই হাজার পুস্তক নিঃশেষিত। দ্বিতীয় সংস্করণে আরও বহু নূতন তথ্য যোজিত হইয়াছে পরিবর্দ্ধিত করিয়া।

"I am simply struck with wonder at the scholarship the author has evinced in every page of the pamphlet. * * * The pamphlet is a feat which would have done honour to a Ph. D. of any University of the world. But great as is the author's learning greater still is his quality of heart". **Kamakhya Nath Mitra, Prinicipal Rajendra College, Faridpur.** 5. 2. 33.

"বাংলায় যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ আছেন, তাঁহাদের আদিপুরুষ কাহারা কিভাবেই বা বাংলার বিভিন্ন জাতি সৃষ্টি হইয়াছে ইহা দেখাইয়া তিনি জাতি অভিমান ত্যাগ করার অকাট্য যুক্তি দিয়াছেন।… …ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে গ্রন্থকারের হিন্দুসাহিত্য ও দর্শনের সহিত পরিচয়ের আভাষ পাওয়া যায়। যে সকল বিদেশী পণ্ডিত হিন্দুশাস্ত্র পড়িয়া উহার সমালোচনা করিয়াছেন, গ্রন্থকার তাঁহাদের সহিত সুপরিচিত।……পুস্তক বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে তিনি যে সকল সেবার কাজ লইয়াছেন তাহার সাহায্য হইবে।"

সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, হরিজন, ৫ই ভাদ্র ১৩৪০।

"……আজ জাতির বহু প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত বহু শাস্ত্র পাঠ করিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ করিয়া প্রাণে যে শান্তি ও প্রেরণা লাভ করিয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। আশা করি প্রত্যেকে অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করতঃ জাতীয় ভাবে প্রভাবিত হইয়া ঋষিযুগের উদারভাবে জাতীয় জীবন গঠনের দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করিবেন।"

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সরকার কবিরাজ, রাজবাড়ী।
২৫।৯।১৩৩৯

"বান্ধববরেণ্য প্রাণধন দাদু! তোমার পূত লেখনীপ্রসূত জাতিকথা পড়ে মনে হল এত শুধু জাতিকথা নয়, এ যে মধুর প্রেম-মৈত্রী-গাঁথা! মরি! মরি!! এমন নন্দনপারিজাতমালা বঁধুর গলে দোল্‌বার যোগ্যই বটে। আশা করি এর মাধুরীগন্ধে অস্পৃশ্যতা রূপ দুর্গন্ধ-বিষ্ঠা দূর হয়ে তাপিত জগত শীতল করবে।"......

মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্র শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর।

১৯।১০।১৩৩৯।

"......তিনি পুস্তক মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শনের আলোচনা করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন।............... লেখক তাঁহার প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা ও শাস্ত্রের গভীর দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।......সকলেরই পড়িয়া দেখা উচিত।"

কায়স্থ পত্রিকা, পৌষ ১৩৪০।

"জাতির চিত্তশুদ্ধির উপর ভিত্তি করিয়া শাস্ত্র ও ধর্ম্মের দিক দিয়া অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন প্রয়াসই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থকারের আন্তরিকতা ও ব্যথার আভাস গ্রন্থের মধ্যে পরিস্ফুট।"

প্রবর্ত্তক, ফাল্গুন ১৩৪০।

"গ্রন্থকার নানা শাস্ত্র প্রমাণে তাঁহার বক্তব্য বিষয় সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন।" **স্বরাজ**, ২১শে আশ্বিন ১৩৪১।

"......বইখানা সত্যিই সুন্দর হ'য়েছে। বৈদিক যুগে জাতিভেদ ছিল না। বুদ্ধ জাতিভেদ মানিতেন না, বৌদ্ধ সমাজে জাতিভেদ প্রথা নাই। বৌদ্ধ যুগেও হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা এরূপ বীভৎস আকার ধারণ করে নাই, চৈতন্যদেব জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে বর্ণাশ্রমের স্থান নাই—এসব কথা আপনার পুস্তকে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় ফুটে উঠেছে।... ...আপনি ত্যাগী, কর্ম্মী।

আপনি জাতিভেদ প্রথা, শুধু অস্পৃশ্যতা নয়, দূর করার চেষ্টা করলে সহজে সফল হবেন ব'লে আমার বিশ্বাস। আপনার বক্তৃতা-ক্ষমতাও এ বিষয়ে সহায় হবে। আপনার বইখানা পড়ে খুব সুখী হয়েছি। এ বই আমার ভবিষ্যতে অনেক উপকারে আস্‌বে।"

ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

'বিশোকা', ডাউহিল, (কার্শিয়াং) ২০।১১।৩৩ ইং

"This is a very timely publication by one eminently fitted for the task,......The erudition of the writer is palpable and sincerity evident. Those who are working for the Harijan cause will be much heartened by such publications." **Advance.** 5-21-33

"......জাতিভেদ প্রথার অসারতা ও কৃত্রিমতা গ্রন্থকার বেদ, পুরাণ,ইতিহাস হইতে নানা যুক্তি ও উদাহরণ সহায়ে প্রমাণ করিয়াছেন। হিন্দু সমাজে কোন্ রন্ধ্রে শনি প্রবেশ করিয়া জাতিকে দুর্ব্বল ব্যাধি-গ্রস্ত করিয়াছে, অস্পৃশ্যতার পাপ কি গভীর অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত এ গ্রন্থে তাহা অতুলনীয় যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া বুঝান হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং শাস্ত্রের গূঢ়ার্থদর্শী এবং সমাজপ্রেমিক। এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক সমাজসংস্কারক, হরিজন সেবক এবং সামাজিক কদাচার মোচনে উদ্‌গ্রীব ব্যক্তিমাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪০।

......"বর্ত্তমান যুগের মরমের ধ্বনি জাতি কথা পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।...স্বামীজীর অপরিসীম সাধনা শাস্ত্রের সমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার প্রতিকারোপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। স্বামীজীর মনীষা ও অদ্ভুত শাস্ত্র-জ্ঞান ভারতের এই দুর্দ্দশাময় মুহূর্ত্তে জাতিকে ধ্বংসের হাত

হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। অনন্যসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন স্বামী মহারাজ জাতিকথার মধ্য দিয়া অতীতের অমূল্য সম্পদের সন্ধান দিয়া জাতিকে রক্ষা করিবার আয়োজন করিয়াছেন। আমরা এই অমূল্য গ্রন্থ 'জাতিকথা' প্রতি ঘরে রাখিতে অনুরোধ করি।"

মর্ম্মবাণী, ১৬ই কার্ত্তিক ১৩৪০।

"I have much pleasure in stating that Sreemat Swami Samadhiprakash Aranya's pamphlet on 'Jati-Katha' puts the case for untouchability on the authority of the Hindu Sastras in a most cogent and convincing manner. No one who reads the pamphlet with an open mind can fail to realise that the spirit of Hindu Sastras is all against the existing practices. It would moreover be apriori evident that these are entirely inconsistent with those rational laws on which a normal society can alone be constructed."

D. N. Mallik Sc. D., F. R. S. E, I. E. S. (Retired)
Principal, Carmichael College, Rangpur. 14-9-34

"শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত 'জাতি কথা' আদ্যন্ত বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট ও আশান্বিত হইলাম। অস্পৃশ্যতারূপ পাপ দানব নিধনে প্রত্যেক সমাজ-কল্যাণকামী মনস্বী ব্যক্তির যথাশক্তি সহায়তা করা উচিত। এই পুস্তকের প্রচার দ্বারা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন কার্য্যে অনেকখানি সাহায্য হইবে। ইনি সাংসারিক-গণের ভোগবাসনা ও আসক্তিকামনায় জলাঞ্জলি দিয়া ত্যাগব্রত গ্রহণপূর্ব্বক দেশের নির্য্যাতিত অপমানিত ও দলিত নরনারী ভাই-ভগিনী-গণের মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে ও অন্তর দেবতার আত্মপ্রকাশে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। পুস্তকে বহু গ্রন্থ ও বহু শাস্ত্র পাঠের ফল

দেদীপ্যমান। পাঠকগণও ইহা পাঠে প্রভূত উপকার ও জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবেন। বাংলার জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে ইহা বিশেষভাবে প্রচারিত ও পঠিত হইলে হিন্দু সমাজের দলিত ও দলনকারী উভয়বিধ সম্প্রদায়েরই কল্যাণ সাধিত হইবে।”

শ্রীদিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, ১।১১।১৯৩৩

“পল্লীসমাজহিতৈষিণা মহাপ্রাণ সন্ন্যাসীনা শ্রীমতা সমাধি প্রকাশারণ্য মহাশয়েন প্রণীতাং জাতিকথা নাম্নীং পুস্তিকামবলোক্য নিতরাং প্রীতোঽভবম্। পুস্তিকেয়ং জাতিভেদ বিষয়কানি স্পৃশ্যাস্পৃশ্যত্ব ঘটিতানি চ বহূনি ভ্রান্তমতানি দূরীকৃত্য হিন্দুসমাজস্য মহোপকারং সাধয়িষ্যতি। অপি চ সা জাতীয়োন্নতিকামিনাং সমাজসংস্কারকর্ত্তৃণাঞ্চ সমাদরনীয়া ভবিষ্যতীতি।” **শ্রীললিতকুমার সাংখ্যবেদতীর্থস্য,** ২৭।৬।১৮৫৫

“আপনার ‘জাতিকথা’ বইখানি সময়োপযোগী ও সমাজ হিতকর বই হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বইখানি পড়িয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি।” **শ্রীকিরণশঙ্কর রায়,** ৪।৩।৩৪

শ্রীমৎ স্বামী সমাধি প্রকাশ আরণ্য মহোদয় প্রণীত “জাতিকথা” পড়িয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ প্রচলিত অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা যে প্রাচীন প্রামাণ্য হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে, স্বামীজী শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া অতি সুন্দররূপে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পুস্তকখানি সময়োপযোগী হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই পুস্তকখানির বহুলপ্রচারের দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। **শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ,** M. A.

Principal, Comilla Victoria College, 12. 10. 36.

‘জাতিকথা’ গ্রন্থ পাঠ করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং উদারতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলাম। গ্রন্থের প্রত্যেকটী পংক্তি সঙ্কীর্ণতার

মূলোচ্ছেদ করিতে প্রয়াস চাহিতেছে। গ্রন্থকারের অপরাপর গ্রন্থেও তাঁহার রচনাভঙ্গীর বিশেষত্ব, নির্ভীকতা ও রসজ্ঞতার পরিচয় প্রকটিত হইতেছে।"

স্বামী স্বরূপানন্দ, ৫ই আষাঢ়, ১৩৪৩।
পুপুনকী অযাচক আশ্রম, পোঃ চাশ, মানভূম।

"জাতিবিভাগ ও অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্ম্মের ও সমাজের গ্লানি ও কালিমা। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র, কোন সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র নহে। ব্রাহ্মণেরা পতিত হইয়া কতকগুলি কৃত্রিম শাস্ত্র ও পুরাণাদি প্রণয়নে মানবসমাজের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য বর্ত্তমানে জাতিবিভাগ ও অস্পৃশ্যতা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। আরণ্য মহাশয় ধর্ম্মের মলিনতা ও সমাজের গ্লানি ও কালিমা দূর করিবার জন্য ঐ পুস্তক লিখিয়াছেন। সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের ইচ্ছায়ই তাঁহার ঐ ভাবধারাগুলি সাময়িক ভাবধারার সহিত মিলিত হইয়া সেই মানবধর্ম্মশাস্ত্রগুলির ঐশ্বর্য্য মানবসমাজে বিস্তৃত করিয়া মানবসমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। আরণ্য মহাশয় ক্ষণজন্মা পুরুষ, তাঁহার অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান বিস্তারে লোক-সেবা-কার্য্য সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়া মানবসমাজের কল্যাণ সাধিত হউক, ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা।"

শ্রীহরদয়াল নাগ, চাঁদপুর, ৫ই শ্রাবণ; বাং ১৩৪৩ সন।

"শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত "জাতকথা" পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। অস্পৃশ্যতা যে মহাপাপ তাহা স্বামীজী এই গ্রন্থে হিন্দুশাস্ত্র এবং যুক্তিতর্ক দ্বারা বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শাস্ত্রের দোহাই ছাড়া যারা এ বিষয়ে যুক্তিতর্ক বা ধর্ম্মের মূলনীতি গ্রহণ করিবেন না তাহাদের জন্য এই গ্রন্থ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।"

শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত, M. L. A. (Advocate), Deputy President, Indian Legislative Assembly কুমিল্লা, দত্তকুটীর ১৮।৬।৩৬ ইং

"আপনার জাতিকথা পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। একে তো আমার শরীর অপটু এবং প্রত্যহ এত লোক আসিয়া ধাক্কাধাক্কি করে যে প্রাণ ওষ্ঠাগত—বিশেষতঃ গেরুয়াধারী স্বামীজী দেখিলে আতঙ্ক হয় কারণ এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অনেকেই আজকাল বেকারসমস্যার সমাধান করে। কিন্তু আপনি দেখিলাম সে শ্রেণীর নন এবং আপনার উদ্দেশ্য মহৎ। সম্ভবতঃ Decemberএর প্রারম্ভে আমি ফরিদপুর যাইব তখন যদি সুবিধা হয় আপনার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিব।" বিনীত— **শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়,**

কলিকাতা কলেজ অভ সায়েন্স, ১৬।১১।৩৩।

"জাতিভেদ সম্বন্ধে বহু দার্শনিক ও ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়া স্বামীজী দেখাইয়াছেন—জাতিভেদ মিথ্যা।

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪২।

(২) **শুদ্ধামাধুরী** (প্রকাশিত)। কৃষ্ণলীলা, গৌরাঙ্গলীলা ও জগদ্বন্ধু লীলার মাধুর্য্যরসে ভাবরাগ ভরা। ভাব ও ভাষা কবিত্বময়। আঙ্গিনা পত্রিকায় প্রকাশিত। বহু ভক্তকর্ত্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত। দিনাজপুরের মাকৈল গ্রামের বদান্য জমিদার, কালিয়াগঞ্জ পার্ব্বতী সুন্দরী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর রায়চৌধুরী মহাশয়ের অর্থ- সাহায্যে প্রকাশিত। সাহায্য ।০ আনা।

"স্বামীজী কামকলাবর্জ্জিত রসতত্ত্ব তাঁহার স্বভাবসুলভ কবিত্বময় ভাষায় এই পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীজগবন্ধুর জীবনের দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া তাঁহার বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন। বাঙ্গালার বৈষ্ণবসমাজ এই পুস্তকের দৃষ্টিতে রসতত্ত্বের বিচার করিলে আমরা সুখী হইব।"—**হিন্দুমিশন,** আষাঢ় ১৩৪২।

"**শুদ্ধামাধুরী**......। লেখক শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ বর্ণিত কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গ লীলার সাহায্যে শুদ্ধ মধুর ভাবের

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রসঙ্গত গ্রন্থ শেষে ফরিদপুরের সাধক-প্রবর জগদ্বন্ধুর মধুর-রস-সিক্ত জীবনও আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা গদ্য হইলেও কবিত্বময় ও মাঝে মাঝে বৈষ্ণব পদাবলীর ছাঁচে ঢালা। ভক্তিমার্গী সাধকগণের নিকট যে বইখানি সমাদৃত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাগজ ও ছাপা ভাল।"—**প্রবাসী**, জ্যৈষ্ঠ,১৩৪৪।

"লেখকের ভাষায় শ্রীকৃষ্ণলীলার মাধুর্য্য সস আস্বাদনের ভাবটাকে একটা নূতন পরিকল্পনা দিয়া সাধকদের সামনে ধরিয়া দিবার চেষ্টাই এই 'শুদ্ধামাধুরী'। বৈষ্ণব দর্শন, বেদান্ত দর্শন ও সাংখ্য-যোগ দর্শনের মূল কথা লইয়াই শুদ্ধামাধুরী-রচিত, কিন্তু দার্শনিক পরিভাষার ব্যবহারের পরিবর্ত্তে ইহাতে সাহিত্যিক ভাষা ব্যবহার হেতু বিষয়টী সকলের পক্ষেই সহজ হইবে, বিষয় আলোচনায় লেখকের 'গোঁড়ামী'ও কিছু নাই। শুদ্ধামাধুরী পাঠে আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, পাঠকপাঠিকাও করিবেন আমাদের বিশ্বাস"। **প্রবর্ত্তক**, আশ্বিন, ১৩৪৩ বাং

"কামনাহীন রসতত্ত্ব এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ ও জগদ্বন্ধু জীবনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া লেখক তাঁহার নিজের মত সমর্থন করিয়াছেন। বৈষ্ণব পাঠক এ গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস"। **'দেশ'** পত্রিকা, ১৬ই শ্রাবণ ১৩৪৩ বাং

"তোমার শুদ্ধামাধুরী ও পরশমণি পড়িয়া ভালই লাগিল। আরও পড়িতে ইচ্ছা করে। লাইব্রেরীতে বইগুলি রাখা উচিত।"

শ্রীহেমন্তকুমার মজুমদার, প্রধান শিক্ষক,
বসন্ত কুমার হাইস্কুল, বিনোদপুর পোঃ, যশোহর, ২১।৭।৩৬

"তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ততোধিক সুখী ও আনন্দিত হইলাম "শুদ্ধামাধুরী" ও "পরশমণি" উপহার লাভ করিয়া। ঐশ্বর্য্য-মুগ্ধ কামিনী কাঞ্চন লুব্ধ জীব মাধুর্য্যের মূল্য বোঝে না তাই সুধা বলিয়া বিষ পান করে—মোহিনীর দান অমৃতকে অবহেলা করিয়া

অসুরের মত তাহার বাহ্যরূপেই মুগ্ধ হয়, হইয়া ইহপরকাল দুইই হারায়। "শুদ্ধামাধুরী" আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। তজ্জন্য স্বামজী ও তোমরা যগভাই, সনৎ ও তুমি—সকলের নিকটই আমি সত্য সত্যই ঋণী। আমার অন্তরের কথাই উহাতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, মনের কথাটী যেন মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিতেছে। ধ্বনি অপেক্ষা প্রতিধ্বনি সুমধুর, ভাব অপেক্ষাও মূর্ত্তি সুন্দর, আমার মন প্রাণ মুগ্ধ হইয়াছে, বড় প্রয়োজনীয় বইখানি; প্রিয়জনের উহার বলিয়া বড় বেশী মূল্যবান। "গাছি" ব্রহ্মচারীকে আমার "প্রাণ ভরা আশীর্ব্বাদ।" উপযুক্ত গুরুলাভ করিয়াছ—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

শ্রীভারতবন্ধু পাট্টাদার

সহকারী প্রধান শিক্ষক, নঘরিয়া হাইস্কুল (মালদহ) ১৭।৮।৩৫

(৩) **পরশমণি**। (প্রকাশিত)। সমাজের অবিচার, অত্যাচার পোড়াইয়া বর্ণলৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিবার জ্বালাময় মন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞানহীন জনসাধারণের জন্য। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের আর এক রূপ প্রকাশিত। গল্পচ্ছলে লেখা। বালক বালিকারাও ইহা পড়িয়া আনন্দ পাইবে। সাহায্য ৵০ দুই আনা।

"প্রতি পত্রে ইহার যৌক্তিকতা মনকে আলোড়িত করে। বক্তব্য বস্তুকে দৃঢ় ভাষায় বলিবার ক্ষমতা লেখকের অসাধারণ। মানব মনের উদার পরশমণির স্পর্শে অস্পৃশ্যতা বিদূরিত হউক এই কামনা করিয়াই লেখক ইহা লিখিয়াছেন। আমরা জনসাধারণকে ইহা পড়িতে অনুরোধ করি।"—**বঙ্গলক্ষ্মী**, ভাদ্র, ১৩৪২।

"লেখকের দরদী হৃদয়ের পরিচয় ও মহামানবতার ইঙ্গিত সময়োপযোগী।—**প্রবর্ত্তক**, ভাদ্র, ১৩৪২।

"**পরশমণি**—শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য। মূল্য ৵০ আনা। সামাজিক অনাচার দূর করার উদ্দেশ্যে লিখিত। লেখকের ভাষা জোরালো, তার উপর আন্তরিকতায় পূর্ণ হওয়াতে সুখপাঠ্য হইয়াছে। জনসাধারণ এই পুস্তিকা পাঠে উপকৃত হইবে।

'**দেশ**', ১৬ই শ্রাবণ বাং ১৩৪৩ সাল

"**পরশমণি**—শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত।

"বই খানি ছোট হইলেও অনেকগুলি উচ্চ চিন্তা এই পুস্তকের ভিতর আছে, গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তকেব মত এই পুস্তকখানিও আমাদের ভাল লাগিল।"

হিন্দুমিশন, ভাদ্র, ১৩৪৩

"সকল জাতির এই প্রগতির যুগে পথভ্রষ্ট যে জাতি জাতির হাদিশ টানিয়া মরে এবং স্বীয় অন্তরাত্মাকে অভিমানের কারাগারে বন্দী রাখিয়া মানুষের অধিকার অগ্রাহ্য করে, স্বামীজীব 'পরশমণি'র স্পর্শে তাহার চিত্ত শুদ্ধ হইবে।" **মোহাম্মদ মোকর্‌রম হোসেন বি-এ**

কশবা মাজাইল (ফরিদপুর) ৬।১০।৩৬

(৪) **বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা**। (প্রকাশিত)। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত। (Vide the Calcutta Gazette, 29th July, 1937)। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদিগের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণের দিক্ দিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উপায় লিখিত গ্রন্থকারের ১৫ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা হইতে। বহু বহু অভিজ্ঞ শিক্ষক কর্ত্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত। শিক্ষাদোষ সংশোধনে ও ছাত্রসমস্যা পূরণে অভিনব। ফরিদপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড টিউবওয়েল ইন্‌স্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা। কাপড়ে বান্ধাই—চৌদ্দ আনা।

"It is a well-written and thought provoking book written from a religious point of view. It will prove very useful to our student community. The book is really a valuable addition to our educational literature." RAMCHANDRA CHAKRAVARTY, *Head Master, Ishan Institution, Faridpur.* 8/5/34.

"......প্রবন্ধটী পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। ছাপা হইয়া পুস্তক আকারে প্রকাশিত হইলে ইহা একখানি সুগ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত হইবে। এখনকার অশ্লীলভাবপূর্ণ নাটক নভেলের দিনে তরুণ বয়স্কগণের পাঠোপযোগী সুগ্রন্থ যাহা তাহাদের হিত কামনায় লিখিত এবং যাহা পাঠে তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে এইরূপ সুগ্রন্থ বড়ই কম বাহির হয়। পুস্তকখানি সে অভাব কতক পূরণ করিবে। নানা স্থান হইতে সংগৃহীত মহাজনগণের বাণী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অভিমত উপযুক্ত স্থানে সুবিবেচনার সহিত সন্নিবেশিত হওয়ায় প্রবন্ধটী বাস্তবিক সুপাঠ্য হইয়াছে।" * * * **শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অবসর প্রাপ্ত হেডমাষ্টার, কুমিল্লা জিলা স্কুল,** ৩।৮।৩৪।

"......The writer has a very noble object in view. Being full of practical suggestion the book will help the physical, intellectual, moral and spiritual advancement of our boys. There is a crying necessity for a book like this in the present condition of our country. The author has rightly said that a man must be a 'Brahmajnani' first and then he will be successful in whatever he undertakes. His conception of Brahmanising the world is grand and should inspire our youngmen. The book should be printed and widely circulated."— AMRITA LALL LASHKAR. *Head Master, Faridpur Zilla School.* 6.5.33.

"......It is an opportune publication, as Bengal has forgotton the true meaning of education aud the high ideals of Hindu culture. This essay deals with all the aspects of education—physical, intellectual, moral and spiritual. Students as well as teachers will derive great benefit by the perusal of this booklet. I hope, this booklet will be prescribed by the authorities for moral and religious teaching, which is very necessary in these days of lose thinking and false ideals."—SURENDRA NATH MUKHERJEE. *Head Master. The Dinajpur Academy* (*H. E. School*). The 27th. Sept., 1935.

"আলোচ্য পুস্তকে লেখক ছাত্রগণকে ধর্ম্মশিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকটী সুলিখিত। স্কুল কলেজের ছাত্রেরা লেখকের উপদেশ মানিয়া চলিলে উপকৃত হইবে।"
—**আনন্দবাজার পত্রিকা।** ১৩।৮।৪৩।

"I can't help saying here that I have been highly impressed with its lofty tone and temper. Within a short compass we find a masterly exposition of the wholesome tenets of self control and a ruthless exposure of the moral defects of the presentday education. This our earth of clay would have been turned into a veritable paradise if only some of the principles enunciated by the learned Swamijee could effectually be put into practice. But we can't deny the existence of an atmosphere which, instead of promoting the healthy growth of these noble ideas along fruitful channels, serves to retard their onward march almost at every step. Nevertheless this excellent treatise deserves a careful study by our young hopefuls who will

undoubtedly discover in it a rich mine of information.
HARIPADA CHAKRAVARTY. *M.A., Head Master, Karakdi Govt. aided R. B. H. E. School.* 4.8.36

"ধর্ম্মশিক্ষার যে প্রয়োজনীয়তা আছে পুস্তকখানি পড়িয়া পাঠক ইহা স্বীকার করিবেন। শুদ্ধভাবে জীবন যাপন করার জন্য ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন ও তাহার স্থান সম্বন্ধে স্বামীজী যে সকল সদুপদেশ দিয়াছেন তাহাতে জিজ্ঞাসুর উপকার হইবে।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা তখনই দেওয়া যাইবে যখন শিক্ষকের আচরণে ধর্ম্ম কি তাহা ছাত্রেরা স্বতঃই বুঝিবে। ধর্ম্ম বা নীতিপুস্তক কেবল পড়াইলে ছাত্রেরা বর্ত্তমানে যাহা পায় তাহার অধিক কিছু পাইতে পারে না। সেই জন্যই এই ধরণের পুস্তক শিক্ষকদিগের জন্য কর্ত্তব্য উন্মেষের সহায়ক বলিয়া গ্রহণ করিলে ও সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধি ব্যবহারে পরিণত করার চেষ্টা করিলে ইহার সফলতা হইবে।"

কলিকাতা, ২৭।১।৩৭ **সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত**

"ইহাতে প্রজ্ঞাবান্ লেখক যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে তাহার উপযুক্ত ও দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়াছে। অকাট্য যুক্তি যোজনা দ্বারা তিনি বর্ত্তমান শিক্ষার গলদ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন এবং প্রতীকার কোন্ পথে তাহাও নিঃসংশয়িতরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুস্তকখানি সর্ব্বাংশে সময়োপযোগী হইয়াছে এবং আমি আশা করি যে বাংলা দেশের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে উহা পঠিত ও আলোচিত হইবে এবং উহাতে নিবদ্ধ সিদ্ধান্তনিচয়ানুযায়ী কার্য্যপদ্ধতি দেশের ও দশের প্রকৃত কল্যাণের জন্য অনতিবিলম্বে অবলম্বিত হইবে। কিং বহুনা। ইতি ২৪শে জুন, ১৯৩৬।"

শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
প্রধান শিক্ষক, ওড়াকান্দি মীড্ হাই স্কুল, ফরিদপুর

"I have read with pleasure a booklet "বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা" which was kindly given to me for perusal. The present Godless education in the educational institutions in this country is at the root of all ills prevailing in the country and perverting the mentality of the children from proper lines. I can not but too strongly emphasise the necessity of imparting some moral training and religious education on non-denominational lines in the Primary, Secondary and Collegiate institutions. This point deserves best consideration in the hands of authorities and the book appearing at this moment supplies a real want regarding primary book for primary institutions on religious education. I wish the young children would appreciate and improve by the same."

Rajbari
13. 10. 36.

B. C. SEN GUPTA
Munsif

"শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত "বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্ম-শিক্ষা" পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। আধুনিক শিক্ষার ব্যর্থতার দিকটা তিনি যেমন সুনিপুণভাবে প্রকটিত করিয়াছেন ইহাকে সুসংস্কৃত করিয়া ভারতীয় আদর্শের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার নির্দ্দেশও বিচক্ষণতার সহিত প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বাশ্রমে গ্রন্থকার দীর্ঘকাল শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। আর তাঁহার বর্ত্তমান সন্ন্যাস-জীবনে ভারতের সনাতন শিক্ষা ও সাধনার সহিত প্রত্যক্ষ যোগ থাকায় তিনিই শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধীয় আলোচনার যথার্থ অধিকারী এবং তাঁহার এই আলোচনা বিশেষভাবে সার্থক হইয়াছে। এই পুস্তকের বহুল প্রচারের দ্বারা দেশের কল্যাণ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।"

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী

প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, রামমালা ছাত্রাবাস, কুমিল্লা ৫।৩।৪৩।

"তাঁহার পাণ্ডিত্য অশেষ, বলিবার শক্তিও উত্তম। তাঁহার প্রণীত **বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা** অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই রকম বক্তৃতা শুনিলে এবং এই শ্রেণীর বহি পড়িলে ছেলেমেয়েরা শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বল লাভ করিয়া মনুষ্যপদবাচ্য হইবার সুযোগ লাভ করিতে পারে। এই বহিখানা বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহার করিলে ধর্ম্মহীন শিক্ষা দেওয়ার অখ্যাতি দূর হইতে পারে।"

শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত M. L. A, Advocace, Dy. president Indian Legislative Assembly. Comilla. ও **শ্রীজানকীনাথ সরকার**, হেডমাষ্টার ঈশ্বর পাঠশালা, কুমিল্লা। ১৭।৬।১৯৩৬।

"......পুস্তকখানি সময়োপযোগী ও বালকগণের ধর্ম্ম-জ্ঞান-লাভের অনুকূল হইয়াছে।"......**শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন**, কুমারখালী মথুরানাথ উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩ সাল।

"বহির্ম্মুখতাকে প্রশমিত করিয়া অন্তর্ম্মুখতা সম্পাদন এবং হৃদয়ে ভগবদ্ ভাবের উন্মেষই ছিল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। তটস্থভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে ভারতীয় কেন সকল দেশের সকল জাতির শিক্ষার উদ্দেশ্যই তাহা হওয়া উচিত; কারণ, দেশকাল নির্ব্বিশেষে জীবমাত্রের মধ্যেই যে একটা চিরন্তনী সুখবাসনা বিদ্যমান রহিয়াছে—যাহার তাড়নায় জীব ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়া কেবল ক্ষত-বিক্ষতই হইতেছে,—অন্তর্ম্মুখতা এবং ভগবদুপলব্ধি ব্যতীত তাহার চরম পরিতৃপ্তি অসম্ভব। শিক্ষার এই আদর্শ হইতে আমরা দূরে সরিয়া গিয়াছি। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে বহির্ম্মুখতাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলে নানাবিধ অসুখ অশান্তির উদ্ভব হইয়াছে; আমরা দৈহিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারমার্থিক অধঃপতনের পথেই অগ্রসর হইতেছি। আমাদের শিক্ষার সহিত ধর্ম্মের কোনওরূপ যোগ না থাকাই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়।

কেহ কেহ মনে করেন, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বালকবালিকা যে দেশে একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আসে, সে দেশে শিক্ষার সহিত ধর্ম্মের যোগ রাখিবার চেষ্টায় নানাবিধ অনর্থের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সকল ধর্ম্মের মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ সত্য আছে, সেই সত্যের উপলব্ধির অনুকূল কতকগুলি মূলতঃ সাধারণ আচরণও আছে। এ সমস্ত সাধারণ সত্য ও আচরণের উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায় কোনওরূপ অনর্থের আশঙ্কা থাকিতে পারে না; বরং তাহাতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রভূত মঙ্গলেরই সম্ভাবনা।

স্বামীজী তাঁহার সুচিন্তিত ও সুলিখিত পুস্তকে বিশদভাবেই এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। ছাত্রদের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকূল কতকগুলি কার্য্যকরী সার্ব্বজনীন পন্থারও নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এ জাতীয় পুস্তক আজকাল অতি দুর্ল্লভ। স্বামীজী দেশের একটী বিশেষ অভাব দূর করিয়াছেন। প্রত্যেক ছাত্রের এবং প্রত্যেক শিক্ষকেরও এই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত।"

কুমিল্লা
২১।১০।৩৬ — **শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম, এ**
প্রিন্সিপ্যাল, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ।

"Swami Samadhi Prakash Aranya's brochure on the very important question of moral and religious education is a thoughtprovoking contribution to its solution. Every educational institution should have copies in its Library and should adopt the method of Saturday meetings advocated in the book for the discussion of the views set forth. It will serve to create an atmosphere that I am afraid is somewhat lacking in our educational institutions generally to the detriment of the true interests of education."

D. N. MALLIK Sc. D., F. R. S. E., I. E. S. (Rtd.) Principal, Carmichael College, Rangpur. 11. 10. 36.

"I have gone through বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা by Sreemat Swami Samadhi Prakash Aranya. There are practical suggestions in the book for the physical and moral development of boys. I believe it will be a useful reading for the boys of the top classes of High Schools as well as for College students. The book may be prescribed as a prize and Library book."

KHAN SAHIB MAULVI DALILUDDIN AHMED, B. E. S.
Retired District Inspector of Schools. Faridpur. 26.9.36.

"স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা পড়িয়াছি। ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মভাবের অভাবে দেশের বালক ও যুবকগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইতেছে। ইহার ফলে মাতৃভূমির অবস্থাও ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা পুস্তকখানির মত পুস্তকের অভাব অনেকদিন অনুভব করিতেছিলাম। গ্রন্থকার আমাদের একজন ভূতপূর্ব্ব সহকর্ম্মী। এই বইখানা লিখিয়া ও প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার দেশের একটী প্রকৃত অভাব দূর করিয়াছেন। শিক্ষকগণ ও অভিভাবকগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া এই বইখানির সদ্ব্যবহার করেন ও বালকগণকে পাঠ করান আমার মনে হয়, বালকগণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে এই পুস্তকখানির স্থান হওয়া সঙ্গত। অনুরোধ ও আশা করি যে এই জেলার সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ এই পুস্তকখানি তাঁহাদের পুস্তকালয়ের জন্য অনুগ্রহ করিয়া কিনিবেন।"

শ্রীহেমন্তকুমার মজুমদার, প্রধান শিক্ষক, বসন্তকুমার হাই স্কুল, বিনোদপুর, যশোহর। সভাপতি, যশোহর জিলা শিক্ষক সম্মিলনী ১।৮।৩৬

"I have gone through Swami Samadhi Prakash Aranya's book 'Vidyalaye Prathamic Dharmashiksha' and found it very interesting and instructive. There are no two opinions about the unsatisfactory nature of the present system of education in the country. The general complaint is that it has no relation to the needs of life; neither does it help its recipients in forming a character and a physique which may stand in good stead in adverse circumstances. For some time past the authorities have been trying to find out a remedy but not even the fringe of the question has yet been touched. The Swamiji's book contains practical hints about education on the basis of Brahmacharjya which, I am sure, will be found greatly helpful by the teachers and the taught alike in mitigating the evils of the present system. I recommend the the book to the general public and to the Provincial Text Book Commitee for considering its suitability for use in libraries of all educational institutions. A perusal of the book is sure to pay."

Dated.
Kosbamajail
The 28th Sept.
1936.

MUSHARRAF HUSSAIN. B. E. S. (RETIRED) and Inspector of Schools, Retired and Chairman L. B. (Rajbari).

"আমাদের দেশে বর্ত্তমানের শিক্ষাপদ্ধতিতে ধর্ম্মশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নাই। লেখক দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করায় এ বিষয়ের অভাব অনুভব করিয়া আলোচ্য পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন যাহাতে আমাদের দেশের ছাত্রবৃন্দ বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিতে

পারে তাহাই লেখকের উদ্দেশ্য এবং আমাদের বিশ্বাস তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হইবে। গ্রন্থের ভাষা সরল হওয়ায় বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না।"—'দেশ' পত্রিকা ১৬ই শ্রাবণ সন ১৩৪৩ সাল শনিবার।

"শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত "বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা" পুস্তকখানা পড়িয়া সুখী হইলাম। ধর্ম্মহীন আধুনিক শিক্ষা যে মানব সমাজের অধঃপতন করিতেছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। "বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা" পুস্তকখানাতে বহুল পরিমাণে প্রাথমিক ধর্ম্মোপদেশ আছে। *** যাঁহারা মানব জীবনের সেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পুত্র-কন্যা শিক্ষার্থীদের জন্য ঐ পুস্তকখানা বিশেষ মূল্যবান।"

চাঁদপুর, ৫ই শ্রাবণ
বাং ১৩৪৩ সাল। } শ্রীহরদয়াল নাগ

"I have just gone through 'বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা' by Sreemat Swami Samadhiprakash Aranya. The book has been well-written and is well calculated to supply a desideratum. The style is simple and the instructions are valuable. It is intended for the Students of the top classes of High English schools who, I am sure, will be immensely benefited by it. I shall be glad to see the book prescribed as a text book and recommended as a prize and library book."

K. N. Mitra, M. A. B. L.

Principal Rajendra College, Faridpur. 25th. Sep., 1936.

"স্বামীজীর "বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা" দেখিলাম। ইহাতে অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অনুসন্ধানের ফল একত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকখানি বর্ত্তমান যুগের উপযোগী হইয়াছে সন্দেহ নাই। কতকগুলি বিধিনিষেধ আমাদের কঠোর মনে হইতে পারে, কিন্তু আদর্শ মহান্ হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে আশা করি। ইতি—"

নিবেদক—

যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, M. A., Ph. D., Late Principal, Ananda Mohan College, Mymensing.

"শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য মহারাজের তেজস্বিনী লেখনীপ্রসূত "বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা" নামক সদ্‌গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থকার বিলাসিতার, অন্ধ অনুকরণপ্রভাবে ভূণগুবৎনীয়মান এবং পাপপঙ্কনিমজ্জিত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দকে আত্মদৃষ্টি সম্পন্ন করিয়া সত্য, পবিত্রতা ও পূর্ণতার পথে ফিরাইয়া আনিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। যোগযুক্ত পুরুষের এই প্রশংসনীয় প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে সার্থকতাপ্রাপ্ত হউক, এই প্রার্থনা করি। দেশহিতকামী সজ্জনগণ এইরূপ সদ্‌গ্রন্থের প্রচারে মুক্তহস্তে সাহায্য করিলে অর্থের সদ্‌ব্যবহার করা হইবে এবং সমাজের মঙ্গল সাধিত হইবে।"

পুপুনকী অযাচক আশ্রম
পোঃ চাশ, মানভূম } **স্বামী স্বরূপানন্দ**
৫ই আষাঢ় ১৩৪৩

"I have gone through "বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা" by Swami Samadhiprakash Aranya and have much pleasure in certifying that the book is one of the type

that is most needed now to improve the tone and discipline of our boys. Written as it is, by a veteran Head master, who has led the life of a saint all along, the book can safely be placed in the hands of our boys, who will, I think amply profit by its reading *** I wish the book all suceess."

TRAILOKYA NATH BHATTACHARJYA

Head Master R. S. K. Institution. Rajbari. 17. 7. 1936.

"শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত "বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা" শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট ও উপকৃত হইলাম। অধুনা বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষার কোন প্রচলন নাই, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এখন শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছেন। এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এই পুস্তকের সারগর্ভ প্রবন্ধগুলি জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর সে অভাবগুলি পূর্ণ করিবে বলিতে পারি।"—**স্নেহলতা চৌধুরী**, এম, এ, ৮।৪।৩৭ [প্রধান শিক্ষয়িত্রী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল, পোঃ বগুড়া (বগুড়া)]

"I have gone through 'বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা'. The author (Swami Samadhi Prakash Aranya) was formerly a Head Master. I feel infinite pleasure in certifying that the book is unique in its kind: I can strongly recommend it to boys **** Such a book should be treated as one of their constant companions."

JATINDRA NATH MAJUMDER, Head Master Khoksa Janipur H. E. School. 23. 8. 1936.

"বর্ত্তমান ধর্ম্মশিক্ষাহীন শিক্ষাব্যবস্থায় এই পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইলে একটি বিশেষ অভাব দূর হইবে। ইহার প্রচার দ্বারা ছেলেমেয়েদের মনে ধর্ম্মের প্রতি আস্থা স্থাপিত হইবে এবং সমাজের কল্যাণ হইবে।"—**শ্রীসুবর্ণকুমার চৌধুরী** হেডমাষ্টার, কুমিল্লা ইউসুফ হাইস্কুল, ২০।৬।৩৬

"ধর্ম্মহীনের যদি ধর্ম্মপুস্তক সম্বন্ধে কোন অভিমত দিবার সামান্য অধিকারও থাকে তবে এই বলিতে পারি যে এই নীতি ও ধর্ম্মবিবর্জিত যুগে ও মোহকরী দুর্নীতিপূর্ণ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এই প্রকারের ধর্ম্ম পুস্তক ভ্রান্ত ও উন্মার্গগামী শিক্ষার্থীদিগকে অন্ততঃ তটস্থ করিতেও সক্ষম হইবে।"—**রায়সাহেব দামোদর প্রামাণিক**, প্রধান শিক্ষক, রাইগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় (দিনাজপুর) ১০।১।৩৭

"I have gone through the book entitled বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা by Swami Samadhiprakash Aranya who was formerly a veteran Head Master and I have great pleasure in recommending it to the students. It contains some valuable instructions which, if followed, will certainly go a great way towards imparting a healthy tone to their character in all its aspects physical, mental, moral, and even spiritual. I wish the book a wide circulation."—NAGENDRA NATH PAL Offg. Head Master, Kushtea H. E. School 18. 8. 36.

"স্বামী সমাধি প্রকাশ আরণ্য প্রণীত বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা নামক পুস্তকখানি পড়িয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। এই জ্ঞানগর্ভ, সুচিন্তিত ও উপদেশাত্মক নিবন্ধ পাঠে আমার স্বতঃই মনে হইতেছে— আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অনেক দোষ ত্রুটীর মধ্যে

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাহীনতার যে বিষাক্ত আবহাওয়ায় আমাদের আশা ভরসাস্থল স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীগণ স্ফুটনোন্মুখ যৌবনেই আপাততঃ সুখকর ইন্দ্রিয় বৃত্তির ক্ষণিক পরিতৃপ্তিতেই মানবজীবনের চরিতার্থতা খুঁজিতে যাইয়া পরিণামে অন্তঃসারশূন্য হইয়া স্বখাত সলিলে সমাধিশয্যা রচনা করিতেছে এবং যে উৎকট জাতীয় জীবন ধ্বংশকারী রোগের নিদান নির্ণয় করিতে আজ মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ সর্ব্বজনবরণ্যে মনীষীবৃন্দ বিশেষ ব্যগ্র, শ্রদ্ধেয় স্বামী সমাধি প্রকাশজীকে তাঁহাদের মধ্যে একজন বিজ্ঞ 'চিকিৎসক' আখ্যা দিলে অত্যুক্তি দোষে দোষী হইব না। পুস্তকের প্রতি পত্রে ও ছত্রে ছত্রে বর্ত্তমান Godless educationই যে আমাদের ছাত্রজীবনের অবনতির মুখ্য কারণ তাহা স্বামীজী উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিতেছেন। শিক্ষার্থীদের নিকট এই পুস্তকের মূল্য আর এক হিসাবে অসাধারণ— কারণ স্বামীজী দীর্ঘকাল প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া ছাত্রদের দরদী বন্ধুরূপে নিজ অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই যুগ সন্ধি ক্ষণে বোধনের তুর্য্যধ্বনি করিতেছেন। সুতরাং দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত এই আজীবন শিক্ষাব্রতী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর উপদেশ "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" এই মহতী বাণীর অত্যুজ্জল দৃষ্টান্তরূপেও দেশের সকল শিক্ষা মন্দিরে সমাদৃত হওয়ার যোগ্য। আশা করি বাংলা দেশের প্রত্যেক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহোদয় নিজ নিজ ছাত্রদের মধ্যে এই যুগোপযোগী গভর্ণমেণ্ট মনোনীত অমূল্য পুস্তকখানি পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া ইহার বহুল প্রচারে সহায়তা করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিবেন।"

শ্রীতারাপদ দাশ, এম, এ, বি, টি প্রধান শিক্ষক, মুলটী, প্যারী শ্রীমন্ত ইনষ্টিটিউশন্ পোঃ মুলটী (২৪ পরগণা) ২৩।১০।৩৭

"বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্ম শিক্ষা—যে কেহ এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে অধুনা নৈতিক শিক্ষার অভাবে প্রতিদিন সমাজ দেহে অধোগতির যে জীবাণু প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে তাহা বিদূরিত করিয়া, ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তার দ্বারা মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিণতি না হইলে আমাদের সামাজিক রাষ্ট্রিক অথবা অন্য কোনরূপ আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভের প্রচেষ্টাই সফল হইবে না। জাতির ভবিষ্যৎ জীবন গঠন যে ছাত্র ছাত্রীদের উপর সম্যক্ নির্ভর করিতেছে স্বামীজীর এই পুস্তকখানি তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ সহজ করিয়া দিবে। ইহার বহুল প্রচারে সুফল ফলিবেই।"—**মোহম্মদ মোকাররম হোসেন বি-এ,** কশবা মাজাইল (ফরিদপুর) ৬।১০।৩৬

"I have gone through the book entitled বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা with the highest delight possible and I am sure it is an excellent book of its kind. It will do much good to the moral improvement of the young boys and girls if read carefully. Indeed we are grateful to Swami Samadhi prakash Aranya for this book."

MISS PREM SADHANA RAY, Head Mistress, Brojabala Girls' School, Ranaghat, 6. 10. *27.*

"I have read with great pleasure the book entitled বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা by Swami Samadhi Prakash Aranya. It is an excellent book of its kind and I am sure that a careful study of this book should be insisted upon young boys. This will surely uplift the morals

of young learners."—KUNJABIHARI BASU, Head Master, Lalgopal H. E. School. Ranaghat. 6. 10. 1937.

(A letter to Mushareff Hossein B. E. S.)

"He (Swami Samadhi Prakash Aranya) has produced one of the best books, "বিস্তালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা" The book is full of instruction which may be safely administered to boys of all caste and creed without a distinction. Such a book seems to be a crying need of the day. Religion, very near to morality, nay another name of the same is now-a-days a thing of the past with our boys. The mind can be remodelled by a study of the book like this. I think you will be pleased to think with me to consider the book to be of immense value to the boys.

I shall deem it a favour if you will kindly move to see the book receiving recognition of the Department and the Text Book Coummitee. Thanks.

Yours affectionately
AHMED ALI MRIDHA B. L, M. L. C.
28.5.36.

"Perused the book entitled 'Bidyalaye Prathamick Dharmshiksha' by Samadhi Prakash Aranya. The book contains useful instructions which are in some respects fairly discussed and given practical hints as to how they should be put into operation in daily life. The author quotes from scriptures and eminent writer of Hindu, Islamic and Christian religions in support of his views. An attempt has also been made to show that the fundamental principles of all religions regulating

the moral life of man are almost the same. The author aims at basing education on morality and religion which is a crying need of the day. The book is expected to remove this drawback of the present system of education to a great extent. It may be recommended for study of elderly boys of top classes of secondary schoois."

B. SOME. Circle Officer. Rajbary

(৫) **শ্রীশ্রীজগবন্ধু দর্শন**। পুরীধাম শ্রীজগন্নাথাদি দর্শনের অভিনব ও সরস ভ্রমণকাহিনী; ভাবরসের সাধন কথায় ভরপুর। ভাব ও ভাষা কবিত্বময়; মরমী ভক্তজনের আস্বাদ্য। রামদাস বাবাজী, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর জলধর সেন প্রভৃতি উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন।

(৬) **বুদ্ধচরিতের আভাষ**। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে নূতন নূতন আবিষ্কার মূল পালি ত্রিপিটক হইতে। গভীর গবেষণা ও সাধন তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয়। ভাব ও ভাষা কবিত্বময়। 'ভারতের সাধনা'য় প্রকাশিত। বুদ্ধদেব আর্য্য-হিন্দু-আত্মবাদী এবং দেবতা-ঈশ্বরবাদী ছিলেন—নিঃসংশয়ে প্রমাণিত। "Super excellent" (অত্যুত্তম)— **শ্রীমৎ সত্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারী**।

(৭) **পল্লীবোধন**। পল্লী সমস্যা মীমাংসার উপায়; জাতীয়তার দিব্য আদর্শে লেখা। অন্ন, অর্থ, বেকার সমস্যাদি পূরণের সহজ কার্য্যকর পন্থা নির্দ্দেশ। ভাষা তেজোগর্ভ, উদ্দীপক; ভাব অকপট, প্রাণস্পর্শী। পল্লীভারতের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যনৈতিক আধ্যাত্মিক কথায় পল্লীবোধন মনে প্রাণে 'বোধন' আনে জাতীয় জাগরণের দীপক রাগ গাহিয়া। উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত।

(৮) **বিদ্যা—শিক্ষা ও সাধনা।** প্রকৃত বিদ্যালাভের বর্ত্তমানোপযোগী উপায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ, ভারতীয় শিক্ষার দিব্যোদার পরিকল্পনা, শরীর মন ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের প্রয়োজনীয়তা, বহু মনীষীর উদ্ধৃত বাক্য ও যুক্তির দ্বারা আলোচিত। শরীর গঠন, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়দমন, অসাধারণ শক্তিলাভ প্রভৃতির উপায় নির্দ্দেশের সঙ্গে চরম সাধনার বিবরণ। ভাষা সহজ, সরল; ভাব নির্ম্মল, স্বচ্ছ, রসায়ন স্বরূপ।

(৯) **পুরুষ বা আত্মা—শূন্য, এক বা বহু।** সাংখ্য, যোগ, বেদান্তাদি ষড়দর্শন ও বৈষ্ণব-বৌদ্ধ দর্শনাদি সাগর মন্থন করিয়া পুরুষ বা আত্মা সম্বন্ধে অভিনব গবেষণা ও অভূতপূর্ব্ব তত্ত্বাবিষ্কার। নিবিড় ধ্যানোপলব্ধির গভীরতম প্রদেশ হইতে নামিয়া আসিয়া লেখা। শাস্ত্রানুসন্ধান, যুক্তিবিচার ও ধ্যানোপলব্ধির ত্রিবেণী সঙ্গম। নির্ব্বাণ বা মোক্ষ সাধনার প্রাণকথা; সহজ, সরল, সরস, ভাষা; দার্শনিক জগতে যুগান্তর আনিবে আশা।

"সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে ইনি এক হাইস্কুলের হেড মাষ্টারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি অসাধারণ বিদ্বান ও মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তি। বিদ্যার সহিত চরিত্র মাধুর্য্যের সংমিশ্রণে ইঁহার জীবন পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইনি অনেক দিন এক আশ্রমে থাকিয়া নির্জ্জনে সাধন করিয়াছেন। সাধনের ও স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার বলে ইনি যে সকল সত্য অনুভব করিতে পারিয়াছেন সে সকল সুশৃঙ্খল ভাবে একটী প্রবন্ধের আকারে ইনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ধর্ম্ম পিপাসু ও উচ্চাঙ্গের সাধকগণের বিশেষ উপকার হইবে। শাস্ত্রে ঐ সকল বিষয়ের ইঙ্গিত মাত্র আছে, যিনি এ সকল তত্ত্ব স্বয়ং অনুভব করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন ইহা বুঝিতে বা বুঝাইতে অপরে সক্ষম নহে। যাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ

অনুভব করিয়াছেন তাঁহাদের ভিতরেও অনেকেই ইহা অপরকে বুঝাইতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক। কাজেই স্বামীজীর ঐ প্রবন্ধটী আমি বিশেষ মূল্যবান্ মনে করি।"—

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কুমিল্লা জিলা স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। ৫।৮।৩৪।

(১০) **বর্ণবাদ।** প্রচলিত পুরাণ সংহিতাদির ও মহাত্মা গান্ধীর চারি বর্ণবাদ খণ্ডন; শাস্ত্র-সাগর-তরঙ্গে চারিবর্ণবাদের সলিল সমাধি। গভীর গবেষণা, নৈয়ায়িক ও দার্শনিক যুক্তি জাল দিয়া বর্ণ বা জাতির মূল তত্ত্বোদ্ঘাটন পূর্ব্বক চারিবর্ণবাদ খণ্ডন। মহাত্মা গান্ধী, 'সনাতনী' ও গোঁড়া চারিবর্ণবাদীকে সমরে আহ্বান করিয়া 'বর্ণবাদ' ব্রহ্মাস্ত্রে পরাজিত করুন।

(১১) **Gandhi-Samadhi Correspondence** (ইংরাজী)। (শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে) নিখিল জাতির, মানবের ব্রাহ্মণকরণের শাস্ত্র, ইতিহাস ও যুক্তির চুম্বক। স্পষ্ট উত্তর দানে গান্ধীজীর পরাঙ্মুখতা ও হরিজন সেবক সঙ্ঘের সঙ্কীর্ণতা খণ্ডন করিয়া সমস্ত জাতির সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তিকথা দৃঢ় ও অকপট ভাষায়। দৈনিক 'এ্যাড্ভান্সে' (July 9, 1935) প্রকাশিত। Hindu Review (Nov. 1935)তেও কিয়দংশ প্রকাশিত।

(১২) **গান্ধী-সমাধি পত্রাবলী** (ঐ বঙ্গানুবাদ)। (শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।)

শ্রীমৎ মণীন্দ্র ব্রহ্মচারী
প্রকাশক 'সমাধিপ্রকাশ গ্রন্থাবলী'
পোঃ ও গ্রাম—বহরপুর (ফরিদপুর)

অথবা
গ্রাম—নলিয়া
পোঃ—নলিয়া (ফরিদপুর)